ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

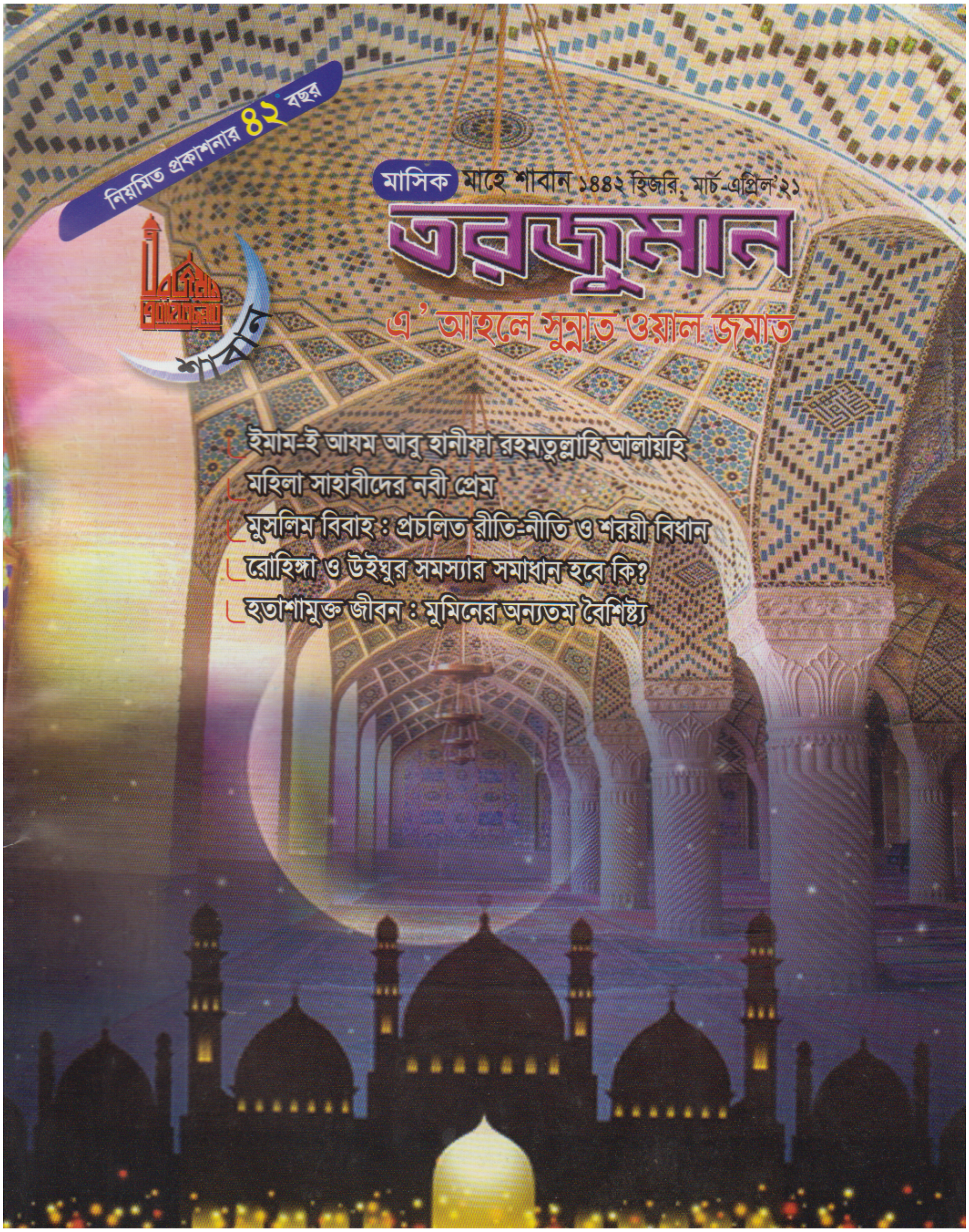

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় মাহবূব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নির্দেশিত পথ ও মত আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাত'র আক্বীদাভিত্তিক মুখপত্র

তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত

মাসিক তরজুমান

The Monthly Tarjuman

প্রতিষ্ঠাতা : রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী **সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলাইহি**

পৃষ্ঠপোষক : রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব **সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী**

রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব **সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী**

FOUNDER : ALLAMA ALHAJ HAFEZ QUARI SYED **MUHAMMAD TAYYAB SHAH (RA.)**

PATRON : HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED **MUHAMMAD TAHER SHAH (M.J.A.)**

HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED **MUHAMMAD SABIR SHAH (M.J.A.)**

বিনিময় ২৫ টাকা

PUBLISHED BY : ANJUMAN-E-RAHMANIA AHMADIA SUNNIA TRUST
321, Didar Market, Dewan Bazar, Chittagong. Bangladesh
Phone: (+880-31) 2855976 e-mail: **info@anjumantrust.org / tarjuman@anjumantrust.org**

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

মাসিক
তরজুমান

৪২ তম বর্ষ □ ৮ম সংখ্যা

শা’বান -১৪৪২ হিজরি
মার্চ-এপ্রিল ’২১, ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৭

সম্পাদক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

লেখা সংক্রান্ত যোগাযোগ

সম্পাদক
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ

E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
monthlytarjuman@gmail.com
Website: www.anjumantrust.org
www.facebook.com/monthlytarjuman

গ্রাহক, এজেন্ট ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যোগাযোগ

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ০৩১-২৮৫৫৯৭৬, ০১৮১৯-৩৯৫৪৪৫

প্রবাসী গ্রাহক ও এজেন্টদের টাকা পাঠানোর ঠিকানা

THE MONTHLY TARJUMAN
A.C. NO. - SB/1453010001669
RUPALI BANK LTD.
DEWAN BAZAR BRANCH
CHITTAGONG, BANGLADESH.

আনজুমানের মিসকিন ফান্ড
একাউন্ট নং-১৪৫৩০-২০০০১৩২৫ চলতি হিসাব,
রূপালী ব্যাংক লি. দেওয়ান বাজার শাখা, চট্টগ্রাম।

দরসে কোরআন ৪
অধ্যক্ষ মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী

দরসে হাদীস ৬
অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

এ চাঁদ এ মাস ৯

শানে রিসালত ১১
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

পুণ্যময় শবে বারাআত: প্রমাণ ও আমল ১৪
মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম রেযা নঈমী

হতাশামুক্ত জীবন: মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ১৯
মাওলানা মুহাম্মদ মুনিরুল হাছান

ইমাম-ই আ’যম আবু হানীফা ২৪
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

সৃষ্টির সেবা’র বিস্তৃত পরিধি: হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাত করাও সাদক্বাহ্ ২৯
মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাশেম

ক্ষমা ও উদারতার প্রতীক মহানবী ৩৪
কুতুবউদ্দিন চৌধুরী

ভন্ডামি ৩৬
মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

মুসলিম বিবাহ: প্রচলিত রীতি-নীতি ও শরয়ী বিধান ৩৯
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল মাসুম

প্রশ্নোত্তর ৪৭

রোহিঙ্গা ও উইঘুর সমস্যার সমাধান হবে কি? ৫৬
অধ্যাপক কাজী শামসুর রহমান

মহিলা সাহাবীদের নবীপ্রেম ৫৮
মাওলানা মুহাম্মদ রিদ্ওয়ান

সংস্থা-সংগঠন-সংবাদ ৬২

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

সম্পাদকীয়

আমাদের প্রাণপ্রিয় আকা মাওলা তাজেদারে মদীনা হুজুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান ‘‘মাহে ‘শা’বান’ আমার মাস। পূর্ববর্তী মাস রজব ছিল মহান আল্লাহর আর পরবর্তী মাহে রমাদ্বান উম্মতের মাস’’ এ মাসে এমন একটি বরকতমন্ডিত রাত (১৪ দিবাগত রাত ১৫ শা’বান) রয়েছে যে রাতে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর রহমতের ভান্ডার উন্মুক্ত করে বান্দাদের আহ্বান করেন এ বলে- কে আছ গুনাহ্ ক্ষমা চাওয়ার? রিযিক, হায়াত, সুখ-শান্তি কামনা করার? হিজরী বর্ষের ৫টি রাত’র মর্যাদার দিক হতে সর্বাধিক গুরুত্ববহ ও ফজিলতপূর্ণ একটি রাত হচ্ছে ১৫ই শাবান’র রাত। সারা রাত জাগ্রত থেকে নামাজ আদায়, কুরআন তিলাওয়াত, গুনাহ্সমূহ ক্ষমা চাওয়া ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করা, কান্নাকাটি করে আল্লাহর রহমত কামনা করার মধ্যে অতিবাহিত করাই হবে উত্তম। প্রিয় নবী আরো ফরমান, পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান, মদ্যপ, যেনাকারি, সুদখোর, গীবতকারি, এতিমের মাল আত্মসাৎকারিদের প্রার্থনা কবুল হবে না। অতীতের গুনাহ্ ক্ষমা চাওয়ার সাথে সাথে ভবিষ্যতে এ রকম করবেনা এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে তাওবা করতে হবে। শবে বরাত’র এ রাতে আল্লাহ্ বান্দার প্রয়োজনীয় সবকিছুই বরাদ্ধ দেবেন। মুর্খের মতো অযথা অবহেলায় না কাটিয়ে সারারাত জাগ্রত থেকে কান্নাকাটি করে ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে রাত কাটিয়ে দেয়াই হবে আমাদের জন্য সর্বোত্তমপন্থা। বিশ্বখ্যাত ইমামে আজম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলায়হি ১ম শাবান ইন্তেকাল করেন। হানাফী মাযহাব তথা সকল মাযহাবের শ্রেষ্ঠ মাযহাবের প্রবর্তনকারি ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। হানাফী মাযহাবের অনুসারি হতে পেরে আমরা গর্বিত। তিনি আমাদের ওপর যে ইহসান করেছেন তজ্জন্য তাঁর নিকট গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তাঁর দরজা বুলন্দ করুন। আমিন।

মার্চ মাস বাঙালী জাতি ও জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ’র জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম ১৭ মার্চ (১৯২০ইং)। বিশ্বসেরা ঐতিহাসিক ভাষণ দিবস ৭ মার্চ (১৯৭১ইং) স্বাধিনতা ঘোষণার ঐতিহাসিক দিবস ২৬ মার্চ (১৯৭১ইং)। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সুবর্ণজয়ন্তী এবং বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী ঘোষিত ‘মুজিব বর্ষ’ বাংলা, বাঙালী ও বাংলাদেশের জন্য এক অনন্য গৌরবগাঁথার অংশ হয়ে থাকবে ২০২১ সালের মার্চ। আমরা বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বিশ্বনন্দিত জননেতা শেখ মুজিবুর রহমানসহ স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জনকারি সকল শহীদদের। বাংলাদেশ বর্তমানে ‘উন্নয়নশীল দেশ’ এর পর্যায়ে উপনীত। সামষ্টিক অর্থনীতিকে আরো গতিশীল করতে হবে আমাদের সম্মিলীত প্রচেষ্টায়। দেশ প্রেম’র অঙ্গীকারে হতে হবে একজন সুনাগরিক। মাদকের ছোবল, দুর্নীতির রাহুগ্রাস হতে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। জাতীয় রাজনীতি ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা আনতে হবে। মাদক, দুর্নীতি ও জঙ্গীবাদমুক্ত সমাজ গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে অনন্য উচ্চতায় আরোহন করুক এটাই আমাদের কাম্য। স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতা ও দায়বদ্ধতা থেকে আমরা কেউ মুক্ত নই। নিষ্ঠা সততা, একাগ্রতাই হোক আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর শপথ।

www.anjumantrust.org E-mail:tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org E-mail:monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

দরসে কোরআন

সাহাবায়ে কেরামই সর্বপ্রথম ও শ্রেষ্ঠতম মুমিন

অধ্যক্ষ হাফেয কাজী আবদুল আলীম রিজভী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا
وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ
إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ
مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ
أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ
مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ
غَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ
يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن
يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ
فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ
ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤)

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

তরজমাঃ নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণ করেছেন তার কথা, যে (নারী) আপনার সাথে তার স্বামীর বিষয়ে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করছে। আর আল্লাহ আপনাদের উভয়ের বাদানুবাদ শ্রবণ করছেন। অবশ্যই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। যারা তোমাদের মধ্যে নিজ স্ত্রীদেরকে নিজের মাতার স্থলে বলে বসে, (মূলত) তারা তাদের মাতা নয়, তাদের মাতাতো হচ্ছে তারাই যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। এবং নিশ্চয় তারা অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলছে। এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ অবশ্য মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। এবং যারা আপন স্ত্রীদের কে আপন মাতার স্থলে বলে বসে অতঃপর তারা তাদের ঐ উক্তি প্রত্যাহার করতে চায়, যা তারা বলেছে তবে তাদের উপর (কাফফারা স্বরূপ) অপরিহার্য- একটি ক্রিতদাস মুক্ত করা এর পূর্বে যে, একে অপরকে স্পর্শ করবে। এটা তোমাদের জন্য উপদেশ হবে। এবং আল্লাহ তোমাদের কার্যাদী সম্বন্ধে অবহিত। অতঃপর যে ক্রিতদাস পাইনা, তবে সে লাগাতার দু'মাস রোজা রাখবে এর পূর্বে যে, একে অপরকে স্পর্শ করবে। অতঃপর যে এতেও অক্ষম, সে ষাটজন মিছকিনকে আহার করাবে, এটা এজন্য যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান রাখবে এবং এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি [সূরা আল মুজাদালাহ, ১-৪ নম্বর আয়াত]

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

আনুষঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযুল ঃ উদ্ধৃত আয়াত সমূহের শানে নুযুল বর্ণনায় মুফাসসেরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন-সাহাবীয়ে রাসূল সাইয়্যেদুনা হযরত আউছ ইবনে সামেত ও তাঁর বিবি হযরত খাওলাহ বিনতে সা'লাবাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার প্রসঙ্গে আয়াত সমূহ নাযিল হয়।

একদা হযরত আউছ ইবনে সামেত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন انت على كظهر امي অর্থাৎ তুমি আমার নিকট আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের ন্যায়, মানে হারাম। ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগে এই বচনটি স্ত্রীকে চিরতরে হারাম করার জন্য বলা হত, যা ছিল চূড়ান্ত তালাক অপেক্ষা কঠোরতর। এ ঘটনার পর হযরত খাওলাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এ বিষয়ের শরীয়ত সম্মত সমাধান লাভের প্রত্যাশায় রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। তখন পর্যন্ত এ বিষয় সম্পর্কে রাসূলে করীমের প্রতি কোন ওহী অবতীর্ণ হয়নি। তাই খাওলাকে উদ্দেশ্য করে রাসূল করীম বলেন- ما امرت فى شانك بشئ حتى الان অর্থাৎ তোমার মাসআলা সম্পর্কে আমার প্রতি এখন পর্যন্ত কোন ওহী অবতীর্ণ হয়নি। খাওলাহ রা. এ কথা শুনে বিলাপ শুরু করে দিলেন-এবং বললেন-আমি আমার যৌবন তার কাছে নিঃশেষ করে দিয়েছি, বার্ধক্যে এসে সে আমার সাথে এ ব্যবহার করেছে। আমি কোথায় যাব। আমার ও আমার বাচ্চাদের ভরণ পোষন কিরূপে হবে। তখন খাওলাহ নবীর আস্তানায় বসে ফরিয়াদ করলেন اللهم اني اشكواليك অর্থাৎ আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অভিযোগ করছি। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।

[তাফসীরে দুররে মানসুর, ইবনে কাছীর ও নুরুল ইরফান]

قَدْ سَمِعَ اللَّـهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ

উদ্ধৃত আয়াতে উল্লেখিত মহিয়সী নারী- যার ফরিয়াদ শুনে মহান আল্লাহ সূরা মুজাদালাহ এর প্রারম্ভিক আয়াত সমূহ

নাযিল করেছিলেন তিনি হলেন সাহাবীয়ে রাসূল হযরত খাওলাহ বিনতে সা'লাবাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা। যার বদৌলতে মুসলিম উম্মাহ চিরতরে ইসলামী শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাহ তথা "যিহার" এর সমাধান লাভ করে কৃতার্থ হলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে সান্তনা ও সম্মান দান করে শুধু তার কষ্ট দূর করেন নি বরং তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য আয়াতের শুরুতে বলে দিলেন-"যে রমনী তাঁর স্বামীর ব্যাপারে ওহে রাসূল! আপনার সাথে বাদানুবাদ করছিল আমি আল্লাহ তাঁর কথা শুনেছি।" তাই সাহাবায়ে কেরাম ওই মহিলার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। একদিন আমিরুল মুমেনিন সাইয়্যেদুনা ওমর ফারুকে আজম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একদল লোকের সাথে কোথাও গমন করছিলেন। পথিমধ্যে ওই মহিলা সামনে এসে দন্ডায়মান হলে তিনি দাঁড়িয়ে তার কথাবার্তা শুনলেন। কেউ কেউ বললঃ আপনি এই বৃদ্ধার খাতিরে এতবড় দলকে পথে আটকিয়ে রাখলেন ঃ সাইয়্যেদুনা ফারুকে আজম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, জানো ইনি কে? ইনি সেই মহিলা, যার কথা মহান আল্লাহ তা'আলা সপ্ত আকাশের ওপরে শুনেছেন। অতএব আমি কি তাঁর কথা এড়িয়ে যেতে পারি? আল্লাহর কসম, তিনি যদি স্বেচ্ছায় প্রস্থান না করতেন, তবে আমি রাত্রি পর্যন্ত তাঁর সাথে ওখানেই দাড়িয়ে থাকতাম। উম্মুল মুমেনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেনঃ সেই স্বত্ত্বা পবিত্র, যিনি সব আওয়াজ ও প্রত্যেকের ফরিয়াদ শুনেন। খাওলাহ বিনতে সা'লাবাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা যখন রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করছিল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু এত নিকটে থাকা সত্তেও আমি তাঁর কোন কথা শুনতে পাইনি। অথচ মহান আল্লাহ তায়ালা সব শুনেছেন এবং বলেছেন قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ অর্থাৎ মহান আল্লাহ অবশ্যই শুনেছেন

ظهار প্রসঙ্গ

ইসলামী শরিয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানের নাম হলো- যিহার। স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নেয়ার বিশেষ একটি পদ্ধতিকে যিহার বলা হয়। এটা ইসলাম পূর্বকালে আরব দেশে প্রচলিত ছিল। আর যিহার হলো -স্ত্রীকে স্বামী নিজের মাতার সাথে কিংবা মুহাররামাতের কারো সাথে সম্পূর্ণরূপে কিংবা বিশেষ কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করাকে যিহার বলে। যেমন স্ত্রীকে স্বামী বলবে- انت علی كظهر امي অর্থাৎ তুমি আমার উপর আমার মাতার পৃষ্টদেশের মত হারাম। যিহার ' এর বিধান প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে ইসলামী শরিয়ত এই প্রথার দ্বিবিধ সংস্কার সাধন করছে। প্রথমতঃ স্বয়ং যিহারের প্রথাকেই অবৈধ ও গুনাহ সাব্যস্ত করেছে এবং বলেছে যে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর বিচ্ছেদ কাম্য হলে তার বৈধ পন্থা হচ্ছে তালাক। সেটা অবলম্বন করা বাঞ্চনীয় । যিহার কে এ কাজের জন্য ব্যবহার করা সমীচীন নয়। কেননা, স্ত্রীকে মাতা বলা একটি অন্যায় ও মিথ্যা বাক্য। আল্লাহর কুরআন বলেছে- ما هن امهاتهم ان امهاتهم الخ অর্থাৎ তাদের এই অসার উক্তির কারণে স্ত্রী মাতা হয়ে যায় না। মাতাতো সেই যার পেট থেকে ভূমিষ্ট হয়েছে। এবং তাদের এই উক্তি মিথ্যা ও পাপ। কারণ, বাস্তব ঘটনার বিপরীতে স্ত্রীকে মাতা বলেছে।

দ্বিতীয়ত ঃ ইসলামী শরিয়ত এই সংস্কার করেছে যে, যদি কোন মূর্খ অর্বাচীন ব্যক্তি এরূপ করেই বসে, তবে এই বাক্যের কারণে ইসলামী শরিয়তে স্ত্রী চিরতরে হারাম হবেনা। কিন্তু এই বাক্য ব্যবহারের কারণে স্ত্রীকে পূর্ববৎ ব্যবহার করার অধিকারও দেয়া হবেনা। বরং তাকে জরিমানা স্বরূপ কাফফারা আদায় করতে হবে। অতএব সে যদি এ বাক্য প্রত্যাহার করতে চায় এবং পূর্বের ন্যয় স্ত্রীকে ব্যবহার করতে চায়, তবে কাফফারা আদায় করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কাফফারা আদায় না করা পর্যন্ত স্ত্রী হালাল হবেনা।

যিহার এর কাফফারা ঃ ইসলামী শরিয়তের সিদ্ধান্তানুসারে স্ত্রীর সাথে যিহারকারী ব্যক্তি যদি অনুতপ্ত হয়ে যিহার কে ভঙ্গ করতে চায় এবং স্ত্রীর সাথে পূর্ববৎ স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করতে ইচ্ছুক হয় তবে তার উপর কাফফারা আদায় করা বাধ্যতামূলক। কাফফারা নিম্নরূপঃ

প্রথমত ঃ فتحرير رقبة অর্থাৎ একটি ক্রিতদাস মুক্ত করে দেয়া। **দ্বিতীয়তঃ** فمن لم عبد فصيام سهرين متتابعين অর্থাৎ ক্রিতদাস মুক্ত করতে যদি যৌক্তিক কারণে অক্ষম বা অপারগ হয় তবে লাগাতার দু'মাস রোজা পালন করা।

তৃতীয়তঃ فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا অর্থাৎ বার্ধক্যজনিত কারণে কিংবা দূরারোগ্য ব্যধির কারণে রোজা পালনে অপারগ হলে ষাটজন মিসকিনকে দুবেলা উদরপূর্তি সহকারে আহার করাবে।

লেখকঃ অধ্যক্ষ-কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদরাসা, মুহাম্মদপুর এফ ব্লক, ঢাকা।

www.anjumantrust.org, E mail: tarjuman@anjumantrust.org
monthlytarjuman@gmail.com

ঈমানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شَعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَااِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ اَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ -
(رواه البخارى ومسلم)

وَعَنْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتْ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَااِلَهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارِ - (رواه مسلم)

অনুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ঈমানের সত্তরটির অধিক শাখা প্রশাখা রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম শাখা হচ্ছে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" আর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তার মধ্য থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দেয়া এবং লজ্জা হলো ঈমানের একটি শাখা। [সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফ: ১ম খন্ড]

হযরত ওবাদাহ্ ইবনে সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি এমর্মে স্বাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দোযখ হারাম করে দেবেন। [মুসলিম শরীফ: ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২২৯]

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বর্ণিত হাদীসদ্বয়ে ঈমানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোকপাত হয়েছে। হাদীস সংক্ষিপ্ত কিন্তু ভাবধারা সুগভীর ও ব্যাপক তাৎপর্যমন্ডিত। আমরা জানি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের প্রধান হচ্ছে ঈমান। একজন মানুষের ইহকাল-পরকালের সকল কল্যাণ ঈমানের উপর নির্ভরশীল। মু'মিনের জন্য ঈমান অমূল্য সম্পদ। ইসলামে পঞ্চ বুনিয়াদের মধ্যে ঈমানের গুরুত্ব সর্বাধিক। ঈমান ছাড়া অন্যান্য আমল মূল্যহীন অর্থহীন ও গুরুত্বহীন, অপরদিকে আমলবিহীন ঈমান অপূর্ণাঙ্গ।

ঈমানের সংজ্ঞা

ঈমান শব্দটি আরবি, এটি মাসদার তথা ক্রিয়ামূল এর আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস করা, আনুগত্য করা, বশ্যতা স্বীকার করা, নির্ভর করা, অবনত হওয়া তথা প্রশান্তি।

শরীয়তের দৃষ্টিতে জমহুর আলেমদের মতে-

اَلْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالى وَالْاِقْرَارُ بِهِ-

অর্থাৎ- মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে, সেসব বিষয়ের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা ও মৌখিক স্বীকৃতিকে ঈমান বলা হয়।

ঈমানের তিনটি মাধ্যম

মহান আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়নের তিনটি মাধ্যম রয়েছে-

১. الاقرار باللسان - মৌখিক স্বীকারোক্তি।
২. التصديق بالجنان - অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস।
৩. العمل بالاركان - ইসলামের বিধান কাজে বাস্তবায়ন করা।

ঈমান ও ইসলামের সম্পর্ক

monthlytarjuman@gmail.com

ঈমান অর্থ বিশ্বাস স্থাপন করা। ইসলাম অর্থ বিনয়াবনত হওয়া, আত্মসমর্পণ করা ইত্যাদি। অন্তরের বিশ্বাসকে ঈমান, প্রকাশ্যে আমল করার নাম ইসলাম। একটি অপরটির পরিপূরক।

অন্তরের গোপন বিশ্বাসের নাম ঈমান। আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাহ্যিক আনুগত্য হলো ইসলাম।

[আল ঈমান: কৃত ড. মুহাম্মদ নাঈম ইয়ামীন।]

ঈমান ও ইসলাম প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অভিমত হচ্ছে-

هُمَا كالظّهر مَعَ البَطْن لَا يُنفصِلُ اَحَدَهُمَا عَن الاخِرِ-

ঈমান ও ইসলাম এ দুটি পেটের সাথে পিটের সম্পর্কের ন্যায়। তার একটি অপরটি থেকে পৃথক হতে পারে না।

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মতে ঈমান ও ইসলামের মধ্যকার সম্পর্ক দেহ ও আত্মার সম্পর্ক।

মৌলিক বিষয়ে ঈমান আনা ফরজ

মহাগ্রন্থ আল ক্বোরআন ইসলামী জীবন বিধানের প্রধান উৎস। যেসব বিষয়ে ঈমান আনা একজন বান্দার উপর ফরজ বা অপরিহার্য করা হয়েছে তা পবিত্র ক্বোরআনের বিভিন্ন আয়াতে সুস্পষ্টরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান, ২. ফিরিস্তাদের প্রতি ঈমান, ৩. নবী-রাসূল আলায়হিমুস্ সালাম'র প্রতি ঈমান, ৪. আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান, ৫. তাকদীরের প্রতি ঈমান, ৬. আখিরাত তথা পরকাল কিয়ামতের প্রতি ঈমান, ৭. পূনরুত্থান দিবসের প্রতি ঈমান।

[ফাতহুলবারীঃ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৬-৯৭]

কলেমার মাধ্যমে ঈমানের ঘোষণা

একজন বান্দা আল্লাহর তাওহীদ ও নবীজির রিসালতের প্রতি পূর্ণ ঈমান স্থাপন করতঃ বলবে- "লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রিয় রসূল। কলেমার প্রথম অংশ তাওহীদ ও রিসালতের ঘোষণার মাধ্যমে ঈমানের পূর্ণতা। হাদীসে রসূলে এরশাদ হয়েছে-

وَاَخْرَجَ ابنُ عَدِىْ وَابْنُ عَساكر عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عُرِجَ بِىْ رَاَيْتُ عَلى سَاقِ الْعَرْشِ مَكْتُوْبًا لَااِلَهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ-

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''যখন আমি মিরাজে গমন করলাম, আরশে লিপিবদ্ধ দেখতে পেলাম লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্''।

[ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আদ্দুররুল মানসুরঃ খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ২১৯, খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদঃ ১২/পৃষ্ঠা ৫০৩]

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম বলেন-

وَاَجْمَعَ الْمَسْلِمُوْنَ عَلى اَنَّ الْكَافِرَ اِذَا قَالَ لَااِلَهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ دَخَلَ فِى الْاِسْلَام-

ইসলামী মনিষীগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোন কাফির যখন 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্'' বলবে সে ইসলামে প্রবেশ করল। [তাফসীরে কাইয়ুমঃ ১/পৃষ্ঠা ১৭৯]

উপরে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় হাকীমূল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, মানুষের যাতায়াত ও চলার পথ থেকে পাথর, ইট, কঙ্কর, কাঁটা ইত্যাদি বস্তু যা দ্বারা মানুষ হোচট খায় কষ্ট পায় তা সরিয়ে ফেলা সওয়াবের কাজ। লজ্জা দ্বারা ঈমানী লজ্জা বুঝানো হয়েছে, যা যাবতীয় গুনাহ্ থেকে বিরত রাখে।

বান্দা মাখলূককে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল ও ফিরিস্তাদেরকে লজ্জা করবে। যেমনি প্রকাশ্যে কোন গুনাহ্ করবে না তেমনিভাবে গোপনেও কোন গুনাহ্ করবে না, কারণ আল্লাহ্ রাসূল ও ফিরিস্তাগণ তা দেখতে পাচ্ছেন।

[মিরাতুল মানাযীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহঃ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৫]

কলেমার দাবী পূরণ করতে হবে

হযরত ওবাদাহ্ ইবনে সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আল্লা আনহু'র বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, মু'মিনের জন্য শুধু কলেমা পাঠই যথেষ্ট আমলের প্রয়োজন নেই একথা বলা যাবে না। বরং হাদীসের ব্যাখ্যা হচ্ছে কলেমার দাবী অনুসারে সকল ইসলামী আক্বিদা কবুল করে নেওয়া। এ ছাড়া হাদীসের আরো কয়েকটি ব্যাখ্যা রয়েছে। যথাঃ ১. যার আক্বিদা বিশুদ্ধ হবে সে দোজখে স্থায়ী হবে না। ২. হাদীসের বর্ণনায় সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে, ঈমান গ্রহণ মাত্রই মৃত্যু বরণ করেছে। ৩. অথবা নবীজির এ হাদীস ওই সময়ের যখন শরীয়তের বিধি-বিধান মোটেই অবতীর্ণ হয়নি।

[মিরাতুল মানাযীহ্ঃ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫২]

রাস্তা থেকে কষ্ট দায়ক বস্তু দূর করা

ইসলামে জনকল্যাণ ও মানব কল্যাণের প্রতিটি বিষয়কে সর্বক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যজনের স্বার্থ ও কল্যাণ চিন্তা না করে কেবলমাত্র ব্যক্তি স্বার্থ ও নিজের লাভ-স্বার্থ ইসলামে গর্হিত ও অন্যায় আচরণ হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে। নিজের ক্ষতি ও অপরের ক্ষতি সাধন কোনটাই ইসলাম অনুমোদন করে না। নিজের প্রয়োজন মেটাবার ক্ষেত্রে অপরের অধিকার যেন ভুলুণ্ঠিত না হয় বা ক্ষুন্ন না হয়, সেটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অনেক সময় রাস্তায় কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার জন্য বা শোনার জন্য বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ ও সময় হয় না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় কথা ও কাজ সেরে নিতে হয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মতবিনিময় কৌশল বিনিময় ও গুরুত্বপূর্ণ খবরা খবর ও কথাবার্তা যদি রাস্তায় সেরে নিতেই হয় সেক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে রাস্তার হক আদায় করার উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

নিজের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রন করা, সংযত করা, কারো দিকে অন্যায়ভাবে দৃষ্টি দেয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নিম্ন বর্ণিত হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে-

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِنِ الْخُدْرِیْ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاِیَّاکُمْ وَالْجُلُوْسَ فِیْ الطُّرْقَاتِ قَالُوْ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ مَالَنَا منَ مَجْلِسنَا بُدّ نتحدّثُ فِیْھَا قَالَ فاذا اَبَیْتُمْ اِلَّا الْمَجْلِسَ فَاعْطُوْا الطَّرِیْقَ حَقَّہُ قَالُوْا مَا حقّ الطّرِیْق قَالَ غضّ الْبَصَرِ وَکَفّ الْاَذی وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْاَمْرُ بِالْمعْرُوفِ والنھی عن الْمُنْکَرِ- (رواہ ابن حبّان)

অর্থ: হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সাবধান, তোমরা চলাচলের রাস্তায় বসে থেকো না। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এখানে বসে কথাবার্তা বলা ছাড়া যে আমাদের কোন উপায়ই নেই। নবীজি বললেন, যদি বসতেই হয় তবে রাস্তাকে তার হক দিয়ে দিবে। তাঁরা বললেন, রাস্তার হক কি? নবীজি বললেন, রাস্তার হক হলো, দৃষ্টি সংযত করা, কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা। সালামের উত্তর দেয়া, সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা।

[সহীহ ইবন হিব্বান: ২ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৬, হাদীস নং ৫৯৫]

ঈমানের আলামত

আলামত অর্থ চিহ্ন, নিদর্শন, একজন মু'মিনের পরিচয়ের নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে-

وَرُوِیَ اَنَّہُ خَرَجَ ذَاتَ یَوْمٍ عَلَی اَصْحَابِہِ فَقَالَ کَیْفَ اَصْبَحْتُمْ فَقَالُوْا اَصْبَحْنَا مُؤْمِنِیْنَ بِاللّٰہِ فَقَالَ وَمَا عَلَامَۃُ اِیْمَانِکُمْ قَالُوْا نَصْبِرُ عَلَی الْبَلَاءِ وَنَشْکُرُ عَلَی الرَّخَاءِ وَتَرضَی بِالْقَضَاءِ فَقَالَ اَنْتُمْ مُؤْمِنُوْنَ حقا وَرَبَّ الکعبۃ- (المنبھات)

বর্ণিত আছে, একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে বের হয়ে আসেন এবং এরশাদ করেন, আজ তোমরা কোন অবস্থায় সকাল করেছো? তদুত্তরে সাহাবারা বললেন, আল্লাহর উপর ঈমান অবস্থায় আমরা সকাল করেছি। নবীজি এরশাদ করেন, তোমাদের ঈমানের আলামত কী? সাহাবাগণ বললেন, ১. আমরা বিপদে ধৈর্য অবলম্বন করি, ২. সকল অবস্থায় আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, ৩. তাকদীরের উপর আমরা সন্তুষ্ট থাকি। নবীজি এরশাদ করেছেন, পবিত্র কা'বা ঘরের রবের কসম নিঃসন্দেহে তোমরা সত্যিকারের মু'মিন।

[ইমাম ইবন হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি: কৃত- আল মুনাব্বিহাত]

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ঈমানের উপর ইস্তিকামাত নসীব করুন- আ-মী-ন।

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

লেখক : অধ্যক্ষ, মাদরাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, মধ্য হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম।

এ চাঁদ এ মাস

মাহে শাবান

হিজরী বর্ষের ৮ম মাস মাহে শাবান। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ মাসকে স্বীয় মাস হিসেবে আখ্যায়িত করে এরশাদ করেন, 'শাবান আমারই মাস, এ মাসের শ্রেষ্ঠত্ব অপরাপর মাসগুলির উপর সেরূপ, যেমন আমার শ্রেষ্ঠত্ব সমস্ত মখলুখের উপর।' এ মাসে আল্লাহ্ তা'আলার অপরিমেয় রহমত ও করুণার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়; যাতে বান্দাগণ স্বীয় গুনাহ্ ক্ষমা করিয়ে নিতে পারে এবং সমস্ত নেক মাকসুদ হাসিল করতে সক্ষম হয়। মাহে শাবানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'রমজান' পূর্ব মাস রূপে। ফজিলতপূর্ণ রমজান মাসকে যথাযথভাবে বরণ করে নেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণের মাস হিসেবে শাবান মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

আল্লাহর অফুরন্ত রহমতের ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ মাহে রমজানুল মোবারককে যাতে ইবাদত বন্দেগী সুষ্ঠভাবে আদায় করতে পারে এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে মাহে রমজানের দুই মাস পূর্ব থেকে প্রস্তুতির কথা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, যখন রজব মাসের আগমন হতো, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করতেন, "আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজবা ওয়া শাবানা ওয়া বাল্লিগনা রামাদ্বান।" অর্থাৎ ইয়া আল্লাহ্ রজব ও শাবান মাসে আমাদের বরকত দান করো এবং আমাদের রমজান পর্যন্ত পৌঁছে দাও। মাহে রমজান পূর্ব দুই মাসের মধ্যে রজব আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছে, এ শাবান মাসে এ দোয়াটি অধিক পরিমাণে পাঠ করে রমজান মাসের প্রস্তুতি গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

বিশেষত এ মাসের ১৪ তারিখের দিন গত রাত শবে বরাত হিসেবে পরিচিত। মুসলিম দেশসমূহে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অঙ্গরূপেও প্রতিপালিত হয়ে থাকে এ রাতটি। উল্লেখ্য যে, কিছু কিছু ব্যবসায়ী রমজান মাসকে সামনে রেখে শাবান মাস হতে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মজুদ শুরু করে। বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে অবৈধ মুনাফা হাসিলে তৎপর হন। অথচ তারা বিস্মৃত হন যে, এভাবে সংকট সৃষ্টি করার কারণে তারা অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন। মানুষ সহ সর্বপ্রকার সৃষ্টির ক্ষতিকর ভূমিকা হতে নিবৃত থাকার জন্য ইসলাম শিক্ষা দেয় এবং আইনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, তাই এরূপ জঘন্য কার্যক্রম থেকে সকল মুসলমানকে দূরে থাকা চায়।

এ মাসের কতিপয় আমল

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে এ মাসের নাম শাবান রাখার কারণ হল এ মাসে রোযা পালনকারী শাখা-প্রশাখার ন্যায় বেশী সাওয়াব প্রাপ্ত হয়। ফলে এ মাসের রোযাদার জান্নাতে প্রবেশ করবে।

[আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী রাহ.(১০৫২হি.), মা ছাবাতা বিস্‌সুন্নাহ্, পৃ. ১৮৮]

উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসে বেশী রোযা রাখতেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনাকে শাবান মাসে বেশী রোযা রাখতে দেখেছি। উত্তরে তিনি বলেন, এ মাসে কারা কারা মৃত্যুবরণ করবে, তাদের তালিকা হযরত আজরাঈল আলায়হিস্ সালামকে প্রদান করা হয়। অতএব, আমি চাই যে, আমার নামটি লিপিবদ্ধ হোক রোযাদার অবস্থায়।

[আবু ইয়ালা রহ. স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে ৮/৩১১-৩১২/৪৯১১, সূত্র: লাতায়েফুল মাআরিফ, খণ্ড ১, পৃ. ২১৯]

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শাবান মাস আসলে মুসলমানগণ ক্বোরআনের প্রতি মনোনিবেশ দিত অতঃপর ক্বোরআন তিলাওয়াত কর।

[ইবনে রজব হাম্বলী রহ. (৭৯৫হি.), লাতায়েফুল মাআরিফ, খণ্ড-১.পৃ.২২১]

শাবান মাসের প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে চার রাকাত নফল নামায আদায়ের জন্য হাদীস শরীফে উৎসাহিত করা হয়েছে, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস ৩০ বার করে আদায় পূর্বক যে এ নামায আদায় করবে একটি হজ্ব ও উমরাহ'র সওয়াব দান করা হবে। অপর হাদীসে বর্ণিত - যে ব্যক্তি শাবান মাসে তিন হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য কিয়ামত দিবসে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সুপারিশ অবধারিত। এ মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত শবে বরাত বা ভাগ্য বন্টনের রাত হিসেবে চিহ্নিত।

হযরত শেখ আবদুল হক মোহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, অধিকাংশ ইমামের মতানুযায়ী এ রাতে সৃষ্টির মহান কার্যাদি আরম্ভ হয়ে শবে কদরে তা সমাধা হয়।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

এ রাতে লিপিবদ্ধ করা হয় মানুষের হায়াত ও রিযিক এবং যারা মাফ চায় তাদের ক্ষমা করা হয়। এ রাতে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছো? যে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। কে আছ রিযিক প্রার্থী? তাকে রিযিকে প্রাচুর্য দান করব। কেউ কি আছ বিপদগ্রস্ত যা হতে মুক্তি প্রার্থী? আমি তাকে বিপদ হতে নাজাত দান করব। যে কোন চাহিদাই আজ পূর্ণ করব। [ইবনে মাজাহ্ শরীফ]

হাদীস শরীফে তাই বলা হয়েছে যে, এ রাতে বিনিদ্র ইবাদত বন্দেগীতে অতিবাহিত করে পরদিন রোজা পালন করার জন্য। অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি এ রাতে ইবাদতের নিয়তে গোসল করে তার জন্য প্রত্যেক পানির বিন্দুতে সাতশ রাকাত নফল নামাযের সওয়াব লিখা হবে। গোসলের পর দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল অজুর নামায পড়বেন প্রতি রাকাতে একবার আয়াতুল কুরছি ও তিনবার সূরা ইখলাস দ্বারা। এপর সূরা ফাতিহার সাথে একবার সূরা কদর ও পঁচিশবার সূরা ইখলাস দ্বারা আট রাকাত নামায আদায় করবে।

যাদুকর, মুশরিক, কৃপন, মাতা-পিতাকে কষ্ট প্রদানকারী, গণক, মদ্যপায়ী, ব্যাভিচারী, অপর মুসলমানের প্রতি শক্রতা পোষণকারী, সুদখোর ও ঘুষখোর এবং যারা পাপ হতে তাওবা করেনা তাদের দোয়া কবুল হবে না। আল্লামা আবুল কাশেম আফফার রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেন- আমি একদা স্বপ্নে নবী নন্দিনী হযরত ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা-এর সাক্ষাত লাভ করি। সাক্ষাতান্তে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম- আপনার রূহের প্রতি কিরূপ আমলের সাওয়াব বখশিশ করলে আপনি অধিক আনন্দিত হন? তিনি বললেন, হে আবুল কাশেম! শাবান মাসে আট রাকাত নামায প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পাঠে আদায় করতঃ আমার রূহের প্রতি সাওয়াব বখশিশ করলে আমি অত্যন্ত খুশী হই এবং তাঁর জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ না করা পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করব না।

এ মাসে ওফাত প্রাপ্ত কয়েকজন বুযুর্গ

০১ শাবানঃ ইমাম আ'যম আবূ হানিফা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি।

০৩ শাবানঃ শায়খ আবুল ফাতাহ্ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি।

১৫ শাবানঃ হযরত বায়েজীদ বোস্তামী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি।

২৪ শাবানঃ পীর মুহাম্মদ শাহ্ সাহেব রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

শানে রিসালত

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

হুযূর-ই আকরাম শাফী'উল মুযনিবীন [গুনাহগারদের পক্ষে সুপারিশকারী]

আল্লাহ্ তা'আলা ক্বোরআন মজীদে এরশাদ করেছেন-

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَه اِلَّا بِاِذْنِه-

তরজমা: সে কে, যে তাঁর সম্মুখে সুপারিশ করবে, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে? [সূরা বাক্বারা: আয়াত- ৫৫: কান্‌যুল ঈমান]

ক্বিয়ামতের সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে গুনাহগারগণ যখন আটকা পড়বে, তখন আল্লাহর দরবারে তাদের পক্ষে সুপারিশ করে দোযখের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি দেওয়া সম্ভবপর কিনা? সম্ভব হলেও কাদের পক্ষে কে সুপারিশ করবেন? শাফা'আত বা সুপারিশ কত প্রকার ও কি কি? এসব প্রশ্ন যখন সামনে আসছে, তখন সেগুলোর জবাব পাবার কৌতুহল জাগা স্বাভাবিক। উপরে উল্লিখিত আয়াতাংশে এসব প্রশ্নের জবাব রয়েছে।

এটা আয়াতুল কুরসীর একাংশ। আয়াতুল কুরসীতে বিশেষত: কাফির ও বদ মাযহাবীদের খন্ডন রয়েছে; যেসব লোক মহান স্রষ্টাকে অস্বীকার করতো, তাদের খন্ডন করা হয়েছে আয়াতটির প্রথম শব্দ 'আল্লাহ্' দ্বারা। যারা একাধিক স্রষ্টা আছে বলে ভ্রান্ত বিশ্বাসের শিকার, তাদের খন্ডন করা হয়েছে 'লা-ইলা-হা ইল্লা-হুয়া' (তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই) দ্বারা। যারা আল্লাহর গুনাবলীকে অস্বীকার করে, তাদের খন্ডন করা হয়েছে 'আল-হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম' ইত্যাদি দ্বারা। এভাবে গোটা আয়াতটি বিশেষত: কাফিরদের খণ্ডন করে। কাফিরগণ তাদের বোতগুলো সম্পর্কে দু'টি মারাত্মক ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করতো: **এক.** সেগুলোর মধ্যে 'উলুহিয়াৎ' (খোদাত্ব) অনুপ্রেবেশ করেছে; যেমন ফুলের মধ্যে খুশ্‌বু। এজন্য তারা বোতগুলোকে ইলাহ্ও মানে, আবার সেগুলোর শরীকগণ রয়েছে বলেও বিশ্বাস করে। তবে খোদাকে ইলাহ্-ই আকবার বলতো। **দুই.** এ মূর্তিগুলো ছোট খোদা। আর এগুলো বড় খোদার নিকট সুপারিশ করবে। এমনকি এগুলো বড় খোদাকে ধওঁস বা দাপট দেখিয়ে সুপারিশগুলো মেনে নিতে বাধ্য করবে। না'উযুবিল্লাহ্! এ আয়াতে তাদের এ দু'ভ্রান্ত বিশ্বাসের খণ্ডন করা হয়েছে। এ আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমায়েছেন- আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারো মুখ খোলার সাহসই হবে না। সুতরাং তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে শাফা'আত কিভাবে করবে? যেন এরশাদ হয়েছে- শাফা'আত শুধু তিনিই করবেন, যাঁকে অনুমতি দেওয়া হবে। আর বোত-প্রেতগুলো অনুমতি পাবার যোগ্যই নয়। বাকী রইলো দাপট (ধওঁস) দেখিয়ে সুপারিশ মানানো। বস্তুত! আল্লাহ্ তা'আলার উপর কারো দাপট চলতেই পারে না।

দ্বিতীয়ত: এ আয়াতে আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে সুপারিশের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং আয়াতটি শাফা'আতকে অস্বীকার করার জন্য নয়, বরং তা শাফা'আতের পক্ষে প্রমাণ বহন করে।

তাছাড়া, শাফা'আত যদি না-জায়েয কিংবা অসম্ভব হতো, তবে নামাযে জানাযাহ্, যিয়ারতে ক্ববূর এবং জীবিত মুসলমানদের দো'আ মৃত মুসলমানদের জন্য অকেজো হয়ে যেতো। কারণ, এগুলো তো সুপারিশই। না-বালেগ শিশুদের জানাযায় তো পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়- وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا ومشفعًا (এবং হে আল্লাহ্! তাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী কারো।) বড়দের জন্য আমরা সুপারিশকারী (দো'আকারী) হই আর ছোটদেরকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী বানাই।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আববাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা তাঁর সন্তানের জানাযার জন্য চল্লিশজন নামাযী ব্যক্তি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। কারণ, যেখানে চল্লিশজন নেক্‌কার মুসলমান একত্রিত হন, সেখানে কেউ অবশ্যই ওলী থাকেন। [মিরক্বাত]

সুতরাং যদি জানাযার নামাযে চল্লিশজন মুসলমান একত্রিত হন, তবে তাঁদের মধ্যে কোন একজন ওলী থাকেন, ওলীর সুপারিশ আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কবূল হয়।

সুপারিশ করবেন সম্মানিত নবীগণ, ওলীগণ, আলিমগণ হক্বক্বানী পীর-মাশাইখ, হাজর-ই আসওয়াদ, ক্বোরআন মজীদ, খানা-ই কা'বা, রমযানুল মুবারক ও ছোট শিশুরা। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রমযান তো বলবে, "হে

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

খোদা! আমি অমুক বান্দাকে ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত রেখেছি। আজ তার পক্ষে আমার সুপারিশ কবূল করো।'' আর ক্বোরআন বলবে, ''হে খোদা! আমি তাকে রাতে আরাম করতে দেইনি। তার পক্ষে আমার সুপারিশ কবূল করো।'' সুতরাং এ দু'টির সুপারিশ ক্বূল হবে। মৌং আবদুল হাই সাহেব 'হিদায়ার মুক্বাদ্দামাহ্' (ভূমিকা)য় হাকিমের বর্ণনার বরাতে লিখেছেন, যখন ফারূক্ব-ই আ'যম হাজরে আস্ওয়াদকে বলেছিলেন, ''তুমি নিছক একটি পাথর। তুমি কারো না অপকার করতে পারো, না উপকার। যদি আমি হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তবে আমি কখনো তোমাকে চুম্বন করতাম না।'' তখন মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এরশাদ করেছেন, ''ক্বিয়ামতে সেটার চোখ ও মুখ হবে এবং হাজীদের পক্ষে সুপারিশ করবে। অঙ্গিকার দিবসে রূহগুলো থেকে যেই অঙ্গিকার নেওয়া হয়েছে, সমস্ত সাক্ষ্য সহকারে তা তাতে সংরক্ষিত রয়েছে। সেটা আল্লাহর আমানতদার এবং মুসলমানদের পক্ষে সাক্ষী। অনুরূপ হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''যে নারীর তিনটি ছোট শিশু মারা যাবে, তারা তার পক্ষে সাক্ষী হবে, যদি দু'টি মারা যায়, তবে ওই দু'জনই সাক্ষী হবে, আর যদি একটি মারা যায়, তবে ওই একজনই সাক্ষী হবে। আর যদি কেউ মারা না যায়, তবে আমি তার পক্ষে সাক্ষী।'' বুঝা গেলো যে, ছোট শিশুরাও মাতা-পিতার পক্ষে সাক্ষী হবে।

হুযূর-ই আকরাম শফী'উল মুয্নেবীন

ক্বিয়ামত দিবসে দু'টি অবস্থা হবে- প্রাথমিক পর্যায়ের অবস্থা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের অবস্থা। প্রাথমিক পর্যায়ের অবস্থা হবে আল্লাহ্ তা'আলার ন্যায় বিচারের। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের অবস্থা হবে তাঁর অনুগ্রহের। দ্বিতীয় অবস্থায় সবাই সুপারিশ করবে; কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় শাফা'আত তো দূরের কথা আল্লাহর দরবারে মুখ খোলারও কেউ সাহস করবে না, হযরত আদম থেকে হযরত ঈসা (আলায়হিমাস্ সালাম)পর্যন্ত সবাই বলবেন, نَفْسِىْ نَفْسِىْ اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِىْ অর্থাৎ ''আজ এখন এ সুপারিশের জন্য আমি নই, তোমরা আমি ব্যতীত অন্য কারো নিকট যাও!'' কবলেন-

خلیل و نجی مسیح وصفی سبھی
سے کھی کھیں نہ بنی
یہ بے خبری کہ خلق پھری کھاں
سے کھاں تمھارے لئے

অর্থ: হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্, হযরত নূহ নাজীউল্লাহ্, হযরত ঈসা মসীহ্, হযরত আদম সফী উল্লাহ্, ক্বিয়ামতবাসী সবাইকে সুপারিশ করতে বলবা। কিন্তু কেউ রাজ হয়নি। এমতাবস্থায় গোটা সৃষ্টি এখান থেকে ওখানে ঘুরে বেড়াবে। এয়া রসূলাল্লাহ্! তাঁরা তো আপনারই তালাশে গোটা হাশরের ময়দানে প্রদক্ষিণ করবা।

দুনিয়ায় তো সবারই জানা আছে যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম গুনাহ্গারদের জন্য সুপারিশকারী (শফী'ই 'আ-সিয়াঁ), কিন্তু সেখানে পৌঁছে ইমাম বোখারী ও মুসলিমই নন, বরং সম্মানিত নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামের স্মরণেও থাকবে না আজ সুপারিশকারী কে? অবশ্য হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম বলবেন, ''আমিই হলামও শুকতারা, যে দুনিয়ায়ও তাঁর শুভাগমনের সুসংবাদ দিয়েছি, আজকেও বলছি- হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ মুহূর্তে সুপারিশকারী অতঃপর পাপীদের জন্যই সুপারিশকারী।'' এটা এজন্য ছিলো যে, হয়তো কেউ বলতো, ''এ সুপারিশে হুযূর-ই আকরামের কি-ই বা বৈশিষ্ট্য? এমন সুপারিশ তো অন্য কারো কাছে গিয়ে বললেও হয়ে যেতো!'' আজ দেখিয়ে দেওয়া হবে যে, অন্য কারো দ্বারা এমন সুপারিশ করা সম্ভবপর নয়। এখন মাহবূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামই এমন সুপারিশের উপযোগী। প্রত্যেক যায়গায় গিয়ে ধর্ণা দিয়ে দেখো! হুযূর মোস্তফার দরজা ব্যতীত অন্য কোথাও তোমাদের ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হতে পারে না।

শাফা'আত (সুপারিশ) তিন প্রকার হবে

১. মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য, ২. গুনাহ্ মাফ করানোর জন্য এবং ৩. হাশরের ময়দান থেকে নাজাত দেওয়ার জন্য। এ তৃতীয় প্রকারের সুপারিশের ফলে কাফিররাও উপকৃত হবে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের সুপারিশ শুধু মু'মিনদের জন্য প্রযোজ্য হবে। আর প্রথম প্রকারের সুপারিশ থেকে সুন্নাত বর্জনকারীরা বঞ্চিত থাকবে। ফাতাওয়া-ই শামীতে এমনটি বর্ণিত হয়েছে।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

যখন জাহান্নাম থেকে ওইসব লোককেও বের করে আনা হবে, যাদের হৃদয়ে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান রয়েছে, তখন মহান রব এরশাদ ফরমাবেন, "এখন আমার পালা।" তিনি আপন কুদরতের অঞ্জলী ভরে কতগুলো জাহান্নামী লোকদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এরা ওইসব লোক হবে, যারা আল্লাহর দরবারে মু'মিন, কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে মু'মিন ছিলো না। অর্থাৎ যাদের হৃদয়ে স্বীকারুক্তি এসে গিয়েছিলো। কিন্তু মুখে তা স্বীকার করার সুযোগ পায়নি। অথবা যাদের নিকট নুবূয়তের প্রচারণা পৌঁছেনি। বিবেক দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদী হয়েছে, না কাফির ছিলো, না শরীয়ত সম্মত মু'মিন হয়েছে। (দেখুন তাফসীর-ই রূহুল বয়ান, এ স্থানে) কাফিরের জন্য মাগফিরাতের দো'আ করা হারাম। কারণ এটাও সুপারিশ। এজন্য বালেগ মৃত মুসলমানের জন্য বলা হয়- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا অর্থাৎ- 'হে আল্লাহ্! ক্ষমা করো আমাদের জীবিতকে এবং আমাদের মৃতকে।" যদি এ মৃত মুসলমান হয়, তবে সে দো'আর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি ঈমানের উপর তার শেষ নিঃশ্বাস বের না হয়, তবে এ দো'আ বহির্ভুত থাকবে। তবে না-বালেগ মৃত এর ব্যক্তিক্রম, সে নিশ্চিত মু'মিন। এজন্য কবরস্থানে গিয়ে বলা হয় دَادَ قَوْمٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ (মুসলামনদের অঙ্গিনার লোকদেরকে সালাম)।

আয়াতুল কুরসীর এ অংশে مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ اِلَّا بِاِذْنِه থেকে বুঝা যায় যে, বৃহত্তম শাফা'আত আল্লাহর অনুমতি প্রাপ্ত খাস বান্দাগণ ব্যতীত কেউ করতে পারবে না। ওই 'বান্দা-ই খাস'-এর গুণও এযে, তিনি লোকজনের পার্থিব ও পরকালীন অবস্থাদি সম্পর্কে জানেন। কিন্তু অন্য লোকেরা যতটুকু ওই মাহবূব চান ততটুকু ইলমই আয়ত্ব করতে পারবে। [রূহুল বয়ান]

বুঝা গেল যে, হুযূর মোস্তফার দান সবার জন্য সমান, তবে সংগ্রহকারী পাত্র অনুসারে সংগ্রহ করে। যেমন সমুদ্র থেকে কেউ মশক ভর্তি পানি নেয়, কেউ কলসী ভরে নেয়, কেউ অঞ্জলী ভর্তি করে নেয়, কেউ নেয় পেয়ালা ভর্তি করে। যেমনি এখানে কেউ 'সিদ্দীক্ব' হয়েছেন, কেউ 'ফারূক্ব' ইত্যাদি। আর কোন কোন হতভাগা হয়েছে আবূ জাহল। বাগানে ফুলও থাকে, আবার কাঁটাও। সূর্য-সমানভাবে আলো ছড়ায়; কিন্তু আলোকিত হয় ভিন্ন ভিন্নভাবে। নুবূয়তের জলওয়াও সমানভাবে ছড়ায়, কিন্তু সিদ্দীক্বী ও আবূ জাহলী চোখ পরস্পর ভিন্ন। কবি বলেন-

مصطفے را دید بوجهل وبگفت -
زشت نقشے کز بنی هاشم شگفت
دید صدیقش بگفت اے افتاب -
نے ز شرقی نے ز غربی خوش تباب

অর্থ: হযরত মুহাম্মদ মোস্তফাকে আবূ জাহ্ল দেখলো আর বললো, "বনী হাশেম (গোত্র)-এর এ কেমন অসুন্দর সন্তান!" (না'উযুবিল্লাহ্) পক্ষান্তরে তাঁকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক দেখছেন আর বলেছেন, "ওহে এমন অপূর্ব সূর্য! যা না প্রাচ্যের, না পাশ্চাত্যের। এ কেমন সুন্দর চেহারা!

সুপারিশকারী যার জন্য সুপারিশ করবেন তাকে চেনা জরুরী, যাতে কোন অনুপযুক্ত লোকের জন্য সুপারিশ করা না হয়। আর কোন উপযোগী লোকও যেন সুপারিশ থেকে বঞ্চিত না হয়ে যায়। যেমনিভাবে চিকিৎসকের কোন রোগী চিকিৎসার উপযোগী, কোন রোগীর চিকিৎসা ফলদায়ক নয়- তা জানা দরকার। এজন্য হুযূর-ই আকরাম সাহাবা-ই কেরামকে দু'টি কিতাব (দপ্তর) দেখিয়েছিলেন- যে দু'টিতে জান্নাতী ও দোযখীদের নাম যোগফল সহকারে লিপিবদ্ধ ছিলো। আরেকজন সম্পর্কে যে জিহাদ খুব নিপুণতার সাথে লড়ছিলো, বলেছিলেন, "এ লোক জাহান্নামী।" শেষ পর্যন্ত সে আত্মহত্যা করেছিলো, যা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম সৌভাগ্যবান ও হতভাগা- উভয়টি সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। হাউজে কাউসারের নিকট রুখে দেওয়া লোকদেরকে 'এরা আমার সাহাবী' বলা তাদেরকে অপমানিত করার জন্যই। অর্থাৎ তারা আমার সাক্ষাৎ পেয়েও আজ হতভাগা। হুযূর-ই আকরাম দুনিয়াতে যেমন জানেন কে জান্নাতী কে জাহান্নামী, আখিরাতেও জানবেন কে শাফা'আতের উপযোগী আর কে নয়।

লেখক: বিশিষ্ট মহাপরিচালক আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, চট্টগ্রাম।

প্রবন্ধ

পুণ্যময় শবে বারা'আত : প্রমাণ ও আমল

মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম রেযা নঈমী

এটা দিবালোকের ন্যায় সত্য, পৃথিবীতে যেখানেই সিংসভাগ সুন্নী সত্যান্বেষী মহল ইসলামের আলোর বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার মত মহৎ কাজে ব্যস্ত, ঠিক তার বিপরীতে বাতিলপন্থিরাও থেমে নেই। তারাও পূর্বের ধারাবাহিকাতায় তাদের ভ্রান্ত পূর্বসূরীদের গড্ডালিকা প্রবাহ, নিজেদের অজ্ঞতা ও জ্ঞান পরিমন্ডল বিচরণে নিজেদের অযোগ্যতাকে অতি সূক্ষ্মভাবে 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা'র মত শরীয়ত সমর্থিত অনেক বিষয়কে ধামাচাপা দিচ্ছে। তারা ইসলামের ব্যানারে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত বহু বিষয়কে অসার বলে উড়িয়ে দিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হচ্ছে না। তাই বর্তমান সময়ের দাবি হলো, আমাদের সকলকেই ইসলাম ধর্মের সে সকল বাস্তব বিষয়গুলো অকুণ্ঠ চিত্তে প্রচার ও গ্রহণ করা। পবিত্র শবে বারা'আত হলো সেই সুস্পষ্ট প্রমাণিত বিষয়সমূহের একটি। দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এই ধরনের পবিত্র রাতে যেখানে মানুষ আল্লাহ্‌র ইবাদত ও তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করার পরম সুযোগ পাচ্ছে, ঠিক সেখানেই এসে ওই জ্ঞান পাপীরা সরলমনা মুসলমানদের মসজিদ ও ইবাদত বিমুখ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন-

وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسجِدَ اللهِ أَنْ يذُكَرَ فِيْهَا اسْمُه ۔

অর্থাৎ 'তার চেয়ে অধিকতর যালিম কে, যে আল্লাহ্‌র মসজিদগুলোতে তাঁর নামের চর্চা হওয়া থেকে বাধা প্রদান করে।'[৪৪] উক্ত আয়াতের আলোকে যারা এ ধরনের পবিত্র রাতে লোকদের ইবাদাতে বাধা দেয় তারাও তিরষ্কারের পাত্র বলে বিবেচিত হবে। আর এটাও চিরসত্য যে, সত্য মিথ্যার লড়াইয়ে সর্বদা সত্যই বিজয়ের মুকুট পরিধান করে। যেমন পবিত্র ক্বোর'আনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

অর্থাৎ হে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি বলে দিন, সত্যের আগমন হয়েছে এবং অসত্যের মূলৎপাটন হয়েছে। নিশ্চয়ই অসত্য সর্বদা পরাভূত হয়ে থাকে[৪৫]। আর যারাই সর্ববিসর্জন দিয়ে নিজেদের লেখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে এই সঠিক বিষয়গুলোর প্রচার ও প্রসারে যুগ যুগ ধরে এ ধরনের গুরু দায়িত্ব পালন করে আসছেন, ঐতিহাসিকদের নির্ভরযোগ্য সূত্রে তাদেরকে বলা হয়েছে " আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত"। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই ধরনের জ্ঞানপাপীর সঙ্গ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে, ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'র মতাদর্শ অনুসারে নিজেদের পরিচালিত করে তাঁর ও তাঁর প্রিয় রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সন্তুষ্টি অর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

শবে বারা'আত পরিচিতি

শবে বারা'আত (شب برأت) যৌগিক শব্দ। শব ফার্সি শব্দ। যার অর্থ রাত। আরবীতে এর প্রতিশব্দ হলো ليلة । আর বারা'আত আরবি শব্দ, অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ, ভাগ্য, মুক্তি ইত্যাদি। সুতরাং শবে বারা'আতকে আরবিতে বলা হয় লাইলাতুল বারা'আত (ليلة البرأة) । যার সমষ্টিগত অর্থ হলো সম্পর্কচ্ছেদের রাত, মুক্তির রাত, ভাগ্য-রজনী ইত্যাদি। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (র.) শব্দটির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন-

أَصْلُ الْبَرْأ وَ الْبَرَاءِ وَ التَّبَرِّئ اَلتَّغَصِّىْ مِمَّا يُكْرَهُ مُجَاوَرَتُهُ وَ لِذٰلِكَ قِيْلَ بَرَأَتُ مِنَ الْمَرَض وَ بَرَأْتُ مِنْ فُلَانٍ الخ ۔

অর্থাৎ- برأ , براء ও تبرئ শব্দগুলোর আভিধানিক অর্থ যার সাহচর্য অপছন্দনীয় তার সঙ্গ ত্যাগ করা। যেমন বলা হয়, برأتُ مِنَ المَرَض আমি রোগ মুক্ত হলাম, برأتُ مِنْ فُلَانٍ আমি অমুক ব্যক্তির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলাম[৪৬]। 'লাইলাতুল বারা'আত' নামটি পবিত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। পবিত্র শবে বারা'আত'র পক্ষে প্রমাণ আলোচনায় সে হাদীস খানা উপস্থাপিত হবে

[৪৪]. *আল-ক্বোর'আনুল করীম* , *সূরাহ আল- বাক্বারাহ্* , আয়াত : ১১৪ ।

[৪৫]. *আল-ক্বোর'আনুল করীম* , *সূরাহ বানী ইসরাইল* , আয়াত : ৮১ ।

[৪৬]. *আল- মুফরাদাত ফী গারীবিল ক্বোর'আন*, কৃত. আবুল কাসিম রাগিব ইস্পাহানী (র.) ,(দারুল মা'রিফা', বৈরুত) পৃ. ৪৫ ।

ইনশা'আল্লাহ। মূলত উক্ত রাতকে এ কারণে শবে বারা'আত বলা হয়েছে যেহেতু এ রাতে একদিকে যেমন আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাহ্‌গণ জাগতিক লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত হয়ে যান, অন্যদিকে এ রাতে পাপিষ্ঠ লোকদের সাথে মহান আল্লাহ্‌র সর্ম্পকচ্ছেদ ঘটে। যেমন সর্বস্তর মুসলিম মনীষী কর্তৃক 'গাউসুল আযম' স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ক্বাদিরিয়্যাহ তরীক্বাহ্‌'র সফল প্রবর্তক নবী বংশধর বড়পীর সাইয়্যিদ মুহিউদ্দিন আবদুল ক্বাদির জিলানী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর রচিত **'আল-গুনিয়্যাহ্ লিত্ব্বলিবী ত্বরীকিল হক্ব'** (যা পাঠক মহলের কাছে 'গুনিয়্যাতুত ত্বালিবীন' নামেই পরিচিত) গ্রন্থে এ বিষয়ে ব্যক্ত করেছেন-

اِنَّمَا سُمِّيَتْ لَيْلَةَ الْبَرَأةِ لِأنَّ فِيْهَا بَرَأَتَيْن , بَرَأَةٌ لِلْاَشْقِيَاءِ مِنَ الرَّحْمن وَ بَرَأَةٌ لِلْاَوْلِيَاءِ مِنَ الْخَذْلَان -

অর্থ এ রাতকে এ জন্যই বারা'আতে'র রাত বলা হয়েছে কেননা এ রাতে দু'ধরনের মুক্তি কিংবা সম্পর্কচ্ছেদ রয়েছে। প্রথমটি হলো এ রাতে পাপিষ্ঠরা সুমহান দয়ালু আল্লাহ তা'আলা'র দয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে অর্থাৎ তাদের সাথে মহান আল্লাহ্‌র সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে। আর দ্বিতীয়টি হলো, এ রাতে আল্লাহ্‌'র ওয়ালীগণ পার্থিব লাঞ্ছনামুক্তি লাভ করেন[৪৭]। উল্লেখ্য পবিত্র হাদীস শরীফ ও তাফসীর শাস্ত্রের সূত্রে আমরা জানতে পারি, এ পবিত্র রাতের উল্লিখিত নামগুলোর দ্বারা শা'বান মাসের ১৪ তারিখের দিবাগত রাতকেই বোঝানো হয়েছে। যেমন বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরুল জালালায়্‌ন'র অন্যতম ভাষ্যকার আল্লামা ফক্বীহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ সাভী মালিকী মিসরী (রাহ.) বলেন-

انَّ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنَ شَعْبَانَ لَهَا اَرْبعةُ اَسْمَاءَ : اَللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ ؛ وَ لَيْلَةُ الْبَرَأةِ ؛ وَ لَيْلَةُ الرَّحْمَةِ ؛ وَ لَيْلَةُ الصَّكِّ

. অর্থাৎ শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতের (প্রসিদ্ধ) ৪টি নাম রয়েছে, লাইলাতুম মোবারাকাহ (বরকতময় রাত), লাইলাতুল বারা'আত (মুক্তির রাত), লাইলাতুর রহমাহ (অনুকম্পা বর্ষণের রাত) ও লাইলাতুস সাক (চুক্তির রাত) [৪৮]। এর আরেকটি নাম রয়েছে। তা হলো لَيْلَةُ الْقَضَاءِ وَ الْحُكْمِ অর্থ বিচার ও সিদ্ধান্তের রাত।[৪৯]

পবিত্র ক্বোর'আনের আলোকে শবে বারা'আত

পবিত্র ক্বোর'আনের আয়াতের পরোক্ষ মর্ম দ্বারা পবিত্র শবে বারা'আত প্রমাণিত। যেমন পবিত্র ক্বোর'আন মজিদে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন-

اِنَّا اَنْزَلْنهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ - اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ - فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أمْرٍ حَكِيْمٍ -

অর্থাৎ আমি এই সুস্পষ্ট কিতাব তথা ক্বোর'আন মজীদকে বরকতময় রজনীতে নাযিল করেছি। নিঃসন্দেহে আমি ভীতি প্রদর্শনকারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরকৃত হয়।[৫০] হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত ইকরামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত 'আত্বা ইবনে ইয়াসার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত ওসমান ইবনে মুগীরাহ ইবনে আখনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সহ একদল হাদীস বর্ণনাকারীর মতে উক্ত আয়াতে বর্ণিত লাইলাতুম মোবারাকাহ্ দ্বারা শা'বান মাসের ১৪ তারিখের দিবাগত রাতকে বোঝানো হয়েছে। যেমন فيها يفرق كل أمر حكيم - উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম দায়লামী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সূত্রে এবং হযরত ইবনে জারীর রাহমাতুল্লাহি আলায়হি হযরত ওসমান ইবনে মুগীরা ইবনে আখনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সূত্রে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম)'র একটি হাদীস বর্ণনা করেন হাদীসটি হলো-

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ الآجَالُ مِنْ شَعْبَانَ اِلى شَعْبَانَ حَتى اَن الرَّجُلَ لَيَنْكِحُ وَ يُوْلَدُ لَهُ وَ قَدْ خَرَجَ اسْمُه فِىْ المَوْتى -

অর্থাৎ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন- এক শা'বান থেকে অন্য শা'বান পর্যন্ত মানুষের আয়ুষ্কাল চূড়ান্ত করা হয়, এমনকি তাদের মাঝে এমনও ব্যক্তি রয়েছে যে বিবাহ করলো এবং তার সন্তানও ভূমিষ্ট হলো অথচ তার নাম মৃতদের তালিকায় উঠে গেল।[৫১]

[৪৭]. *আল-গুনিয়্যাহ্ লিত্বালিবী ত্বারীকিল হক্ব* (গুনিয়্যাতুত ত্বালিবীন), কৃত. শায়খ সাইয়্যিদ মুহিউদ্দিন আবদুল ক্বাদির জিলানী (র.), পৃ. ৩৬৫।

[৪৮]. *হাশিয়াতুল আল্লামা আস-সাভী আলা তাফসীরিল জালালায়্‌ন* , কৃত. আল্লামা আহমদ ইবনু মুহাম্মদ সাভী (র.) , ৫ম খন্ড, পৃ. ২৫৬।

[৪৯]. *নুযহাতুল মাজালিস*, কৃত. শায়খ আবদুর রহমান ছাফূরী শাফি'ঈ (র.), (মাকতাবাতু মিশ্‌কাতিল ইসলামিয়্যাহ) পৃ. ১৭১।

[৫০]. *আল- ক্বোর'আনুল করীম, সূরাহ আদ- দোখ্‌খান*, আয়াত : ৩-৪।

[৫১]. *আদ্দুর্‌রুল মানসূর ফীত তাফসীরিল মা'ছূর* , কৃত. ইমাম জালালুদ্দিন আস-সুয়ূতী (র.) , খন্ড : ১৩ , পৃ. ২৫৩।

পবিত্র হাদীসের আলোকে শবে বারা'আত

অসংখ্য হাদীস দ্বারা পবিত্র শবে বারা'আত প্রমাণিত। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ-

ক. হযরত আ'ইশাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-

فَقَدتُّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَإذَا هُوَ بِالبَقِيْعِ فَقَالَ اَكُنْتَ تَخَافِيْنَ أَنْ يَحِيْفَ اللهُ عَلَيْكَ وَ رَسُوْلُه - قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنَّكَ اَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ - فَقَالَ اِنَّ اللهَ تَعَالى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اِلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِر لِاَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ

অর্থাৎ : এক রাতে আমি রসূল-এ করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হারিয়ে ফেললাম (অর্থাৎ মধ্যরাতে আমি তাঁকে বিছানায় পেলাম না)। এরপর আমি ঘর থেকে বের হলাম, হঠাৎ করে আমি তাঁকে জান্নাতুল বাক্বী'তে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, তুমি কি এই আশংকা করছিলে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমার উপর যুলুম করেছেন ? আমি বললাম হে আল্লাহ্র রসূল! আমি মনে করলাম আপনি আপনার অন্য স্ত্রীর কাছে গিয়েছেন। অতঃপর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম) বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা অর্ধ শা'বানের (শা'বানের ১৪ তারিখের) রাতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন অর্থাৎ তাঁর অসীম করুণা ও মাগফিরাত অবতীর্ণ হয়। এরপর (আরবের একটি সম্প্রদায়) কলব জনগোষ্ঠীর ছাগলের পশমের চেয়েও বেশী সংখ্যক লোককে (এ রাতে) ক্ষমা করেন।[৫২] (সুবহানাল্লাহ্)।

উল্লেখ্য, উক্ত হাদীস দ্বারা শবে বারা'আতে ক্বরব যিয়ারত সুন্নত হওয়াটাও প্রমাণিত হলো।

খ. হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত-

قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَ صُوْمُوْا نَهَارَهَا فَاِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيْهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ اِلى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اَلاَ مِنْ مُسْتَغْفِرٍلِىْ فَاَغْفِرَ لَه اَلاَ مُسْتَرْزِقٍ فَاَرْزُقَه اَلاَ مُبْتَلى فَاُعَافِيَه اَلاَ كَذَا اَلاَ كَذَا حَتى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

অর্থাৎ - রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যখন শা'বানের ১৪ তারিখের দিবাগত রাত আসবে তখন তোমরা সে রাতে ইবাদতের জন্যে দাঁড়িয়ে যাবে এবং দিনের বেলায় (পরের দিন) রোযা রাখবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এ রাতের সূর্যাস্তের সাথে সাথে পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন (তাঁর অসীম করুণা ও মাগফিরাত অবতীর্ণ হয়) এবং ঘোষণা করেন, ক্ষমা চাওয়ার কেউ আছে কি ? (সে ক্ষমা চাইলে আজ রাত) আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। রিযিক চাওয়ার কেউ আছে কি ? (যদি সে রিযিক চায় তবে আজ রাত) আমি তাকে রিযিক দেব। বিপদগ্রস্ত কেউ আছে কি? (যদি সে বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে আমার কাছে অনুনয়-বিনয় করে তবে আজ রাত) আমি তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দেব। আর এভাবেই ফযর উদিত হওয়া পর্যন্ত মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কেউ আছে কি? কেউ আছে কি? বলে ঘোষণা আসতে থাকবে।[৫৩] (সুবহানাল্লাহ্)

গ. হযরত আবূ মুসা আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

اِنَّ اللهَ تَعَالى لَيَطَّلِعُ فِى لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهِ اِلاَّ لِمُشْرِكٍ اَوْ مُشَاحِنٍ

অর্থ : নিশ্চয় শা'বান মাসের ১৪ তারিখের দিবাগত রাতে মহান আল্লাহ্র অসীম রহমত ও অনুকম্পা সৃষ্টির মাঝে আত্মপ্রকাশ করে এবং তিনি মুশরিক তথা কাফির ও চরম হিংসুক ব্যতীত সকল সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন।[৫৪] (অর্থাৎ যতক্ষণ না এই দু'শ্রেণির লোক উক্ত অপরাধ থেকে তাওবা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এ রাতে যতই প্রার্থনা করুক না কেন তাদের আবেদন আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হবে না এবং তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে না)। (না'উযুবিল্লাহ)।

ঘ. শায়খ আব্দুর রহমান ছাফূরী (রাহ.) বর্ণনা করেছেন-

ذُكِرَ فِي الإقْنَاعِ أَنَّ جِبْرِيْلَ نَزَلَ عَلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْبَرَاءةِ وَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اِجْتَهِدْ فِى هَذِهِ اللَّيْلَةِ - فِيْهَا تُقْضَى الحَاجَةُ الخ -

---

৫২. *সুনানুত তিরমিযী* , কৃত. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী (র.), ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৫৬।

৫৩. *সুনানু ইবনি মাজাহ* , কৃত. ইমাম হাফিয আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ক্বাযভিনী (র.) , পৃ. ৯৯।

৫৪. *সুনানু ইবনি মাজাহ* , প্রাগুক্ত।

অর্থ 'ইক্বনা' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে একদা হযরত জিবরাঈল (আ.) লাইলাতুল বারা'আত তথা শবে বারা'আতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র নিকট আগমন করেন এবং আরয করেন- হে মুহাম্মদ ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই রাত্রিতে আপনি (ইবাদত-বান্দেগীতে) লিপ্ত থাকেন। এ রাত্রিতে (ব্যক্তির) কামনা-বাসনা পূরণ হবে... ।[৫৫]

ঙ. বিখ্যাত তাবি'ঈ হযরত 'আত্বা ইবনে ইয়াসার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

مَا بَعْدَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَفْضَل مِنْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ - وَ هِىَ مِنَ اللَّيَالِى الَّتِى يُسْتَجَابُ فِيْهَا الدُّعَاءُ -

অর্থ : লাইলাতুল ক্বদর'র পর অর্ধ শা'বান'র রাত্রির চেয়ে উত্তম কোনো রাত নেই। আর এ রাত ঐ সকল রাতসমূহের একটি যে রাতে দে'আ ক্বূল হয়।[৫৬]

শবে বারা'আতের কতিপয় ইবাদত ও আমল

এ রাতের সূর্যাস্তের পূর্বে গোসল করবার মাধ্যমে ইবাদত শুরু করাটা উত্তম। নিম্নে এ রাতের কতিপয় ইবাদত ও আমল উল্লেখ করা হলো-

১. বেশী বেশী নফল নামায আদায় করা : এ রাতে যে যত বেশী নফল নামায পড়বে ততবেশী সওয়াব লাভ করবে। তবে কমপক্ষে বার রাকা'আত পড়া উত্তম। যেমন ইমাম আবদুর রহমান ইবনে আবদুস সালাম ছাফুরী (র.) তাঁর রচিত 'নুযহাতুল মাজালিস' গ্রন্থে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সূত্রে এই মর্মের একটি হাদীস বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন-

مَنْ صَلّٰى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان اِثْنَتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ و قُلْ هُوَ اللهُ اَحَد احْدٰى عَشَرَةَ مَرَّةً مُحِيَتْ عَنْهُ سَيِّاٰتُهُ بَارك له فِيْ عُمْرِهِ

অর্থাৎ : যে ব্যক্তি অর্ধ শা'বান'র রাত্রিতে বারো রাক'আত নামায আদায় করবে এবং প্রত্যেক রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা ও এগারো বার সূরাহ ইখলাছ তিলাওয়াত করবে তবে তার সমস্ত গোনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার আয়ুষ্কালে বরকত দান করবেন।[৫৭]

২. পবিত্র ক্বোর'আন তিলাওয়াত করা : এ রাতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো পবিত্র ক্বোর'আন তেলাওয়াত করা। যেহেতু পবিত্র ক্বোর'আনের আয়াতের পরোক্ষ মর্ম ও তাফসীরের বর্ণনা মতে এ রাতে সপ্ত আকাশ থেকে পৃথিবীর আকাশে পবিত্র ক্বোর'আন নাযিল হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। মূলত পবিত্র ক্বোর'আন নাযিল হওয়ার কারণে এ রাতের এতো মর্যাদা।

৩. মহান আল্লাহ্র যিকির ও নবী (দ.)'র উপর দুরূদ পাঠ করা : এ রাতে মহান আল্লাহ্র যিকিরের পাশাপাশি অন্যান্য তাসবীহ ও তাহলীল পাঠ করা অতি পূণ্যময় একটি কাজ। আর এ রাতের আরেকটি বরকতময় কাজ হলো নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উপর বেশী বেশী দুরূদ শরীফ পাঠ করা। কারণ আমাদের দো'আ ক্বূল হওয়ার বড় মাধ্যমই হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা। যেমন হযরত 'উমার ফারূক্বে আযম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন-

إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهَا شَيْئٌ حَتّٰى تُصَلِّىَ عَلٰي نَبِيِّكَ - رَوَاه التِّرمِذِىُّ

অর্থ : নিশ্চয়ই (তোমার) দো'আ আকাশ ও যমীনের মাঝে ঝুলন্ত থাকবে, এর কোনো কিছুই উর্ধ্ব জগতে পৌঁছে না যতক্ষণ না তুমি তোমার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উপর দুরূদ পাঠ করবে। উক্ত হাদীস ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বর্ণনা করেছেন।[৫৮] অর্থাৎ দুরূদ শরীফ বান্দাহ্র দো'আ ক্বূল হওয়ার অন্যতম ওয়াসীলাহ।

৪. ক্বর যিয়ারত করা : এ রাতের আরেকটি আমল হলো, শরীয়ত সম্মত পন্থায় মা, বাবা নিকটাত্মীয়-স্বজন ও আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাহ্গণের ক্বর যিয়ারত করা।

৫. দান-দক্ষিণা করা : এ রাতের আরেকটি আমল হলো গরীব-মিসকিনদের সাধ্যানুসারে দান-দক্ষিণা করা। কেননা পবিত্র হাদীসে এসেছে, দান-সদক্বা বিপদাপদ দূরীভূত করে।

৬. হাদিয়া আদান-প্রদান করা : পাড়া-পড়শী ও নিকটাত্মীয়দের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব বজায় রাখতে বিভিন্ন হাদিয়া আদান প্রদান করা যেতে পারে। যেমন হযরত আবূ হোরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত নবী

[৫৫]. *নুযহাতুল মাজালিস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০
[৫৬]. *নুযহাতুল মাজালিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১
[৫৭]. *নুযহাতুল মাজালিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।

[৫৮]. *মিশকাতুল মাসাবীহ* , কৃত. শায়খ ওলীউদ্দীন মুহাম্মদ খতীব তাবরীযী , পৃ. ৮৭।

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন تَهَادَوْا تَحَابُّوْا অর্থ : তোমরা একে অপরকে হাদিয়া দাও, এর মাধ্যমে তোমরা পারস্পরিক ভালোবাসা-সম্প্রীতি বজায় রাখো[৫৯]। আর ভালোবাসা বৃদ্ধি পেলে এ রাতে এক ভাইয়ের জন্যে অন্য ভাইয়ের আন্তরিক দো'আ অবশ্যই আল্লাহ্র দরবারে ক্বূবূল হবে ইনশাআল্লাহ। তবে আমাদের একটা বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, এ ধরনের কাজ যেন আমাদের ইবাদতের অন্তরায় না হয়। কারণ এ রাতে ইবাদাতই হলো মুখ্য বিষয়।

৭. তাওবা করা : এ রাতে প্রত্যেকেই পূর্বের যাবতীয় ছোট-বড় গুনাহের কথা স্মরণ করে সেগুলো থেকে একাগ্রচিত্তে মহান আল্লাহ্র দরবারে তাওবা করবে। নিজের জন্য দো'আ করবার পাশাপাশি বিশ্বের সকল সুন্নী মুসলিমের জন্য দো'আ করবে।

৮. রোযা রাখা : পবিত্র হাদীসে এসেছে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রমযান ব্যতীত অন্যান্য মাসের তুলনায় শা'বান মাসে বেশী বেশী রোযা রাখতেন। পাশাপাশি উম্মতের জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র নসীহত হলো শবে বারা'আতের পরের দিন রোযা রাখা। আর এ রোযা রাখা উত্তম। রাখলে অধিক পূণ্যের অধিকারী হবে। উল্লেখ্য ৮ শ্রেণীর ব্যক্তি এ রাতে ক্ষমা প্রাপ্তির অযোগ্য হবে। তারা হলো - ১. মুশরিক তথা কাফির। ২. যাদুকর। ৩. ব্যভিচারী। ৪. মাদক সেবনে অভ্যস্ত। ৫. মাতা-পিতার অবাধ্য। ৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী। ৭. গণক। ৮. চরম হিংসুক। আর যদি তারা উক্ত মারাত্মক গুনাহ থেকে দৃঢ়তার সহিত তাওবা করে তবে এ রাতে ক্ষমা প্রাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ।[৬০]

মহান আল্লাহ্ শবে বারা'আতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব বুঝে আমল করার তাওফিক দান করুন- আ-মী-ন।

[৫৯]. *আল-আদাবুল মুফরাদ*, কৃত ইমাম হাফেয মুহাম্মদ ইবনে ইসমা'ঈল বুখারী (র). (ইসালামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত) পৃ. ১৭২।

[৬০]. *নুযহাতুল মাজালিস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০ ও অন্যান্য।

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

লেখক: আরবী প্রভাষক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

প্রবন্ধ

হতাশামুক্ত জীবন ঃ মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য

মাওলানা মুহাম্মদ মুনিরুল হাছান

মানুষ আল্লাহর এক আশ্চর্য সৃষ্টি। পৃথিবীর লক্ষ কোটি মানুষের উপস্থিতিতেও প্রতিজনের চেহারায় ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্র্য ফুটে উঠে। প্রত্যেকের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন আবেগ ও অনুভূতি। কেউ নিয়োজিত রয়েছে নিয়ত সৃজনশীল কাজে আর কেউ ব্যস্ত রয়েছে নানা রকম ভোগবিলাসের মধ্যে। মানুষ অবিরাম নতুন কিছু করার বা পাওয়ার স্বপ্ন লালন করে থাকেন। কখনও সেই স্বপ্ন ধরা দেয় হাতের নাগালে। আবার কখনও মানুষ চরমভাবে কাঙ্খিত বস্তু বা বিষয় থেকে বঞ্চিত হয়। এই রকম কোনো আশানুরূপ বিষয় না পেলে ব্যক্তি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। সৃষ্টি হয় এক প্রকার মানসিক অবসাদের। যাকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় হতাশা বলা হয়। হতাশা হলো আশাভঙ্গ হওয়া বা নৈরাশ্য হয়ে যাওয়া। ইংরেজিতে Depression, Frustration বলা হয়ে থাকে। হতাশা এমন এক প্রকার অনুভূতি যা ব্যক্তিকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে থাকে।

১. হতাশা মানুষকে ধ্বংস করে

মানুষের জীবনে বিপদাপদ আনন্দ বেদনা, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি নিত্যসঙ্গী। প্রত্যেক মানুষই কোন না কোনো ভাবে হতাশায় ভোগেন। কারণ হতাশা একটি স্বাভাবিক বিষয়। পৃথিবীতে মানুষের কল্যাণ অকল্যাণের যাবতীয় কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা মনোবাসনা পূর্ণ করেন। আর যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো বিপদে ফেলেন তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে, এ বিপদ দূর করতে পারে। পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে তাঁর অনুগ্রহকে রহিত করার মত কেউ নেই। [সূরা ইউনুস :১০৭]

হতাশা মানুষকে অনৈতিক কাজের দিকে ধাবিত করে। মানুষ দীর্ঘদিন হতাশায় ভোগলে পরবর্তীতে তা শারীরিক সমস্যার কারণও হতে পারে। হতাশা থেকে নিজেকে বাচাঁতে পারলেই সফলতা লাভ করা যায়।

২. মানুষ সৃষ্টিগতভাবে অধৈর্যপ্রবণ

মানুষের জন্য আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে অনেক নেয়ামত রেখেছেন। মানুষ তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে কোনো অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে সামর্থ হলে সেটি তার জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু এর বিপরীত হলেও মেনে নেওয়াটা ইমানদারের বিশেষ গুণ। কারণ ইসলামে হতাশার কোনো স্থান নেই। আল্লাহ তায়ালা স্বাভাবিকভাবে মানুষকে ভীরু ও অধৈর্যপ্রবণ করে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, মানুষতো সৃজিত হয়েছে ভীরুরূপে। যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ প্রকাশ করে। আর যখন কল্যাণ প্রাপ্ত হয় তখন কৃপণ হয়ে যায়।

[সূরা মাআরিজ: ১৯-২১]

হযরত মুকাতিল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এখানে ভীরু অর্থ হলো সংকীর্ণমানা ও ধৈর্যহীন ব্যক্তি। অর্থাৎ মানুষের স্বভাবে সৎকাজের যেমন প্রতিভা রয়েছে অনুরূপ মন্দ স্বভাবের উপকরণ ও রয়েছে।

৩. পৃথিবী পরীক্ষার স্থান

আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে থাকেন। যে বান্দাহ আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় তার পরীক্ষাও তত বেশি। হাদীসে পাকে নবিজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, সবচাইতে অধিক বালা-মুসিবতে পতিত হয়েছেন নবি-রাসূলগণ, তারপর তাদের নিকটবর্তী ব্যক্তিবর্গ তাই সাধারণ বিপদাপদ যে কোন সময় আসতেই পারে। তখন ধৈর্য্যই পারে মুক্তি দিতে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, এবং অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের- যাদের উপর কোনো মসিবত এলে বলে, “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন” নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তার সান্নিধ্যে ফিরে যাব। [সূরা বাকারা: ১৫৫-১৫৬]

৪. হতাশা কাম্য নয়

ইসলাম পূর্ব যুগে আরবের হত্যা, জুলুম, ব্যভিচার ইত্যাদি জঘণ্য কাজের অবাধ সুযোগ ছিল। কিন্তু ইসলামের সুশীতল ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করার কারণে আল্লাহ তায়ালা অপরাধ মার্জনা করে দিয়েছেন। যারা নিজেদের জীবনে প্রথম দিকে অন্যায় কাজ করেছিল পরবর্তী সময়ে নিজেদের কৃতকর্ম স্মরণ করে ইসলাম কবুল করেছে

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

আল্লাহ তাদেরকে রহমত থেকে হতাশ করেননি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়অল্লাহু বলেন, কিছু লোক ছিল, যারা অন্যায় হত্যা করেছিল এবং অনেক করেছিল। আর কিছু লোক ছিল, যারা ব্যভিচার করেছিল এবং অনেক করেছিল। তারা রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে আরজ করল, আপনি যে দীনের দাওয়াত দেন তা খুবই উত্তম কিন্তু মারাত্মক বিষয় হলো আমরা যে জঘন্য গোনাহ করে ফেলেছি। ইসলাম গ্রহণ করলে এগুলো কি মাফ হয়ে যাবে? আমাদের তাওবা কি কবুল হবে? এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা বলে দেন যে- বলুন হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা জুমার:৫৩][সহীহ বুখারী:৮১০]

৫. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া মহাপাপ

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

হতাশা হলো একটি অন্ধকারময় সংবেদনশীল অবস্থা। অধিকাংশ সময় মানুষ হতাশা অনুভব করে থাকে ফলে তার জীবন আঁধারে ডুবে যায়। যে হতাশা হলো সে তো বঞ্চিতই হলো। আল্লাহ তায়ালা বলেন, হ্যাঁ যে কেউ আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎ কর্মপরায়ণ হয়, তার ফল তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের কোনো ভয় নাই ও তারা দুঃখিত ও হবেনা।

[সূরা বাকারা:১১২]

The Monthly Tarjuman

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সবচেয়ে বড় কবিরা গুণাহ হলো আল্লাহর সাথে শরিক করা, আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া। আর আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে পড়া।

[মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক:১৯৭০১]

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি মানুষকে নেয়ামত দান করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অহংকারে দূরে সরে যায়। যখন তাকে কোনো অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একেবারে হতাশা হয়ে পড়ে। [সূরা বনি ইসরাঈল:৮৩]

৬. হতাশার পরিপার্শ্বিক কারণ

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, পাপ-পূণ্য, আশা-নিরাশা ইত্যাদি পরস্পর বিপরীত করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তার জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যাকে সাধ্যমতো মোকাবেলা করে। এক্ষেত্রে সমস্যার মোকাবেলা যদি যথাযথ দক্ষতার প্রয়োগ করা না যায় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে মানুষের জন্য জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়। মানুষ তার আপনজন কে হারিয়ে বা আপনজনের সাথে কোনো বিষয়ে মনোমালিন্য দেখা দিলে হতাশ হয়ে যায়। পারিপার্শ্বিক কারণে মানুষ হতাশার বিপদে আবদ্ধ হয়ে গেলে তখন পরিবেশ ও মনোভাবের পরিবর্তন করা প্রয়োজন। কেননা মানুষের যা প্রাপ্য তা মানব সৃষ্টির বহুপূর্বেই লিপিবদ্ধ করা হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে, আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এজন্য যে, যাতে তোমরা যা হারাও তার জন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার জন্য উল্লসিত না হও। আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেনা। [সূরা হাদীদ: ২২-২৩]

৭. আশাবাদী মানুষদের জন্য বিজয় অনিবার্য

মুমিনের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহর সাহায্যেই চূড়ান্ত মুমিনবান্দা যত গুনাহ করুক না কেন যদি কায়মনোবাক্যে আল্লাহকে ডাকে তাহলে আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেন। আল্লাহ তায়ালা নিজেইতো নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, তোমরা নিরাশ হয়োনা এবং দুঃখ করোনা। যদি তোমরা মুমিন হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।

[সূরা আলে ইমরান:১৩৯]

আল্লাহর বান্দাহ আল্লাহর কাছে যদি সত্যিকারভাবে অনুগ্রহ কামনা করে তাহলে আল্লাহর তার জন্য অবারিত রহমত প্রসারিত করে দেন। আর যদি ইহকালে নাও দেন তাহলে তো পরকালের অফুরন্ত ও চিরস্থায়ী নেয়ামত তো আছেই। রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, মুমিনের সকল কাজ বিস্ময়কর। তার প্রতিটি কাজই কল্যাণ বয়ে আনে। আর এ কল্যাণ মুমিন ছাড়া আর কেউই লাভ করতে পারেনা। যদি সে সুখ-শান্তি লাভ করে তবে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এটা তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি সে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয় তবে সে ধৈর্যধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর।

[সহীহ মুসলিম:৭৩৯০]

৮. হতাশ হওয়া কাফিরও পথভ্রষ্টদের কাজ

প্রত্যেক ইমানদার আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশি হয়ে থাকেন। ইমানদার কখনো হতাশ হয়না। পথভ্রষ্টরাই হতাশ হয়ে থাকেন। হযরত ইবরাহিম আলায়হিস্ সালাম দীর্ঘকাল নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি যখন বার্ধ্যক্যে উপনীত হলেন তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে একদল ফেরেশতা

সুসংবাদ নিয়ে এসে সহনশীল ও জ্ঞানবান পুত্রের সুসংবাদ শোনান। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তারা বলল,ভয় করবেন না। আমরা আপনাকে একজন জ্ঞানবান ছেলে- সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। তিনি বললেন, তোমরা কি আমাকে এমন অবস্থায় সুসংবাদ দিচ্ছ, যখন আমি বার্ধক্যে পৌছে গেছি? তারা বলল, আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি। অতএব, আপনি নিরাশ হবেন না। তিনি বললেন, পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া কে নিরাশ হয়?"

[সূরা হিজর ঃ ৫৩-৫৬]

হযরত ইবরাহিম আলায়হিস্ সালাম বলেছিলেন পথভ্রষ্টরা ছাড়া আল্লাহর রহমত থেকে অন্য কেউ বঞ্চিত হতে পারেনা। একথাটিকে আল্লাহ নিজেই কুরআনে আয়াত হিসেবে অবর্তীণ করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম একদা আদরের সন্তান হযরত ইউসফ আলায়হিস্ সালাম হারিয়ে ফেলেন, আল্লাহর অপার কুদরতে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম মিশরের ধনভান্ডারে দায়িত্বশীল হলেন। একদা দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে অন্য ভাইয়েরা খাবার সংগ্রহ করতে গেলে ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম তার সহোদর বিন ইয়ামিনকে নিজের কাছে রেখে দেন। তখন হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম একপর্যায়ে উভয় ছেলেকে হারিয়ে বলেন- বৎসগণ! যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয়না।

[সূরা ইউসুফ ঃ ৮৭]

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, Email: monthlytarjuman@gmail.com

৯. ইহকালীন জীবনকে ক্ষণস্থায়ী মনে করা

প্রকৃতপক্ষে ইহকালীন জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। আর আল্লাহর কাছে দুনিয়ার সকল সম্পদ সম্পত্তি নিতান্তই তুচ্ছ। হযরত মুসতাওরিদ থেকে বর্ণিত রয়েছে তিনি বলেন, আমি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, পরকালের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হলো যেমন তোমাদের কেউ সাগরের মধ্যে একটি আঙ্গুল ডুবালো। অতঃপর লক্ষ্য করে দেখুক সে আঙ্গুল কি পরিমাণ পানি নিয়ে আসলো? [তিরমিযী:২৩২৩]

হতাশা থেকে বাঁচার উপায়

মানুষ যেকোনো বয়সে হতাশাগ্রস্থ হতে পারে। হতাশায় আক্রান্ত হওয়ার নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই। অনেক ক্ষেত্রে হতাশার জন্য মানুষ নিজেই দায়ী। কিশোর বয়সের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা অতিরিক্ত শাসন, হঠাৎ কোন কিছুতে মানসিক আঘাত লাগা, বয়স্ক ও প্রবীণদের জন্য সমাজ ব্যবস্থার নানা অসংগতি অনেকে ক্ষেত্রে দায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলামের এমন কিছু নিয়মরীতির ব্যবস্থা আছে যা একজন মানুষকে সু-শৃঙ্খল পথে চলতে সাহায্য করে। উক্ত সু-শৃঙ্খল বিধি-বিধান গুলো মেনে চললে সহজেই এই মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। যেমন ঃ

১. নৈতিকতাপূর্ণ জীবন যাপন করা

ইসলাম নীতি-নৈতিকতার ধর্ম। ইসলামের সকল বিশ্বাস, বিধি-বিধান, জীবন ধারণসহ সকল কিছুই নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক। ইসলামের একটি অন্যতম বিধান হলো ক্ষমা করা। আর ক্ষমাই হলো হতাশামুক্ত জীবন যাপনের অন্যতম উপরকণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আর যদি তুমি তাদের মার্জনা কর, তাদের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর, তবে জেনে রেখো আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। [সূরা আত-তাগাবুন:১৪]

২.আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়া

মানুষের ইহকালীন জীবনে আল্লাহ তায়ালা অফুরন্ত নিয়ামত দান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা আসমান জমিনের মালিক। তার দিকেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তাই মানুষ যদি তার সকল কাজের ভার আল্লাহর উপর সোপর্দ করতে পারে তাহলে তার কাজ অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন- আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করেন দেবেন।

[সূরা আত-তালাক:২]

৩. সালাত আদায়ে মনোযোগী হওয়া

মানুষের যাবতীয় অবসাদ ও বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য সালাতের মধ্যে বিশেষ প্রভাব রয়েছে। হাদীসে রয়েছে প্রিয় নবিজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখনই কোনো বিষয়ে চিন্তিত হতেন তখনই তিনি সালাত আদায় করতেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ইহা বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে কঠিন।

[সূরা বাকার: ৪৫]

অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে নামাজ আদায় করতেন। [আবু দাউদ-১৩১৯]

আল্লাহ তায়ালা বলেন, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ভীরু হিসেবে। যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, কখন সে হা-

হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণ প্রাপ্ত, তখন সে কৃপণ হয়ে যায়। তবে তারা স্বতন্ত্র যারা নামাজ আদায়কারী। যারা নামাজে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে। [সূরা মাআরিজ ঃ ১৮-২৩]

৪. আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত থাকা

মানুষের হতাশাময় জীবন থেকে বেঁচে থাকার অন্যতম উপায় হলো আল্লাহর যিকিরে নিয়োজিত থাকা আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে অন্তরের প্রশান্তি অর্জিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে। জেনে রেখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়।

[সূরা রা'দ:২৮]

৫. মুহাসাবা করা

মুহাসাবা হলো আত্মপর্যালোচনা করা, নিজেই নিজের হিসাব করা এবং পরকালীন জীবনের জন্য কী প্রেরণ করেছে তা ভেবে দেখা। নবিজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে মনোবৃত্তির অনুসরণ করে এবং অলীক কল্পনায় ডুবে থাকে।[তিরমিযী:২৪৫৯]

হযরত উমর (রাঃ) বলতেন, "তোমাদের হিসাব নেওয়ার আগে নিজেরাই নিজেদের হিসাব কর। একই ভাবে আমল পরিমাপের আগে নিজেই একটু মেপে দেখ"।

৬. ক্রোধ সংবরণ করা

হতাশা থেকে মুক্ত থাকার অন্যতম উপায় হলো ক্রোধকে দমন করা, ক্রোধের ফলে মানুষ অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত হয়। এমনকি যে কোন খারাপ পরিণতির দিকেও নিয়ে যেতে পারে। নবিজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, শক্তিশালী সেই ব্যক্তি নয়, যে খুব কুস্তি লড়তে পারে। বরং প্রকৃত শক্তিশালী সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে।

[সহীহ বুখারী:৬৮০৯]

৭. আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা

হতাশা থেকে বাঁচতে আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করা জরুরী। জীবন ধারনের জন্য যা যা প্রয়োজন তিনিতো সবই দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি আরো বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ বলেন, যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর। [সূরা ইবরাহিম-৭]

তিনি তোমাদের উপর তার প্রকাশ্য ও গোপন নিয়ামত সমূহ পূর্ণ করে রেখেছেন। [সূরা লোকমান:২০]

৮. দুঃখ কষ্ট চিরস্থায়ী হয়না

রাতের পরে দিনের আগমন যেমন সত্য তেমনি সত্য হলো দুঃখের পর সুখ আসবেই। সুতরাং দুঃখে কষ্টে হতাশা হওয়া চলবেনা। আল্লাহ তায়ালা বলেন- নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে, অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।

[সূরা আল ইনশিরাহ: ৫-৬]

সুতরাং মানুষের উচিত হলো সকল কিছুকে সহজভাবে গ্রহণ করা, মনে নিতে না পারলেও মেনে নেয়া। তাকদীর বা ভাগ্যলিখনের উপর বিশ্বাসী হওয়া। সময় যেমন পরিবর্তনশীল সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে জীবনের গতিও এক সময় গিয়ে পরিবর্তন হয়ে যায়। আজকের কোনো বিষয়ে হতাশ হলে যদি বিষয়টি ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করা যায় হয়ত একদিন সেটির প্রয়োজনও পড়বেনা অথবা এর চাইতে অনেক মূল্যবান বস্তু এসে হাজির হবে।

লেখক: সহকারি শিক্ষক (ইসলাম শিক্ষা), চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম।

www.anjumantrust.org, E-mail: anjuman@anjumantrust.org
মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

ইমামুল আইম্মাহ্, সাইয়্যেদুল ফুক্বাহা, যাকিয়্যুল উম্মাহ্, রা'সূল আত্‌কিয়া, মুজাহিদ-ই কবীর ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা নো'মান ইবনে সাবিত আল্-কূফী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র মধ্যে বিশ্বস্রষ্টা অনেক গুণ, বৈশিষ্ট্য ও কল্যাণ গচ্ছিত রেখেছেন। এ নিবন্ধে আমি ইমামে আ'যমের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সাথে ইলমে হাদীসে তাঁর উচ্চ মর্যাদাও সপ্রমাণ বর্ণনা করার প্রয়াস পাবো, যাতে প্রত্যেক সঠিক বিবেচনার অধিকারী সহীহ হাক্বীক্বত (আসল বাস্তবতা) সম্পর্কে জানতে পারে এবং পক্ষান্তরে পক্ষপাতদুষ্ট ও ভুল পথের পথিকগণের মিথ্যা প্রপাগন্ডা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আল্লাহর নেক ও পবিত্রাত্মা বান্দাদের শত্রুতা অবলম্বন বা পোষণ করে 'আল্লাহর সাথে যুদ্ধ'-এর শিকার হয়ে কেউ যেন নিজের পরকালকে বরবাদ না করে বসে।

প্রাথমিক পরিচয়

ইমাম আবূ হানীফা নো'মান ইবনে সাবিত ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। নো'মান নাম, আবূ হানীফা কুনিয়াৎ, ইমামে আ'যম লক্বব (উপাধি)। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র খিলাফতকালে তাঁর দাদা ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন। তাঁর ইসলামী নাম নো'মান রাখা হয়েছিলো। তিনি তাঁর জন্মভূমি থেকে হিজরত করে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী কূফায় চলে যান। সেখানে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দরবারে হাযির হন। সেখানে তিনি মাওলা আলীর দরবারে আপন জন্মভূমির প্রসিদ্ধ বস্তু 'ফালুদা' হাদিয়া স্বরূপ পেশ করেন এবং নিজের সন্তান সাবিতের জন্য দো'আ প্রার্থনা করলেন। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর মঙ্গলের জন্য দো'আ করলেন। সাবিত যখন পঁয়তাল্লিশ বছরের হলেন, তখন তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা, ৮০ হিজরী সনে, এক বরকতময় সন্তান দান করলেন। দাদার নামে তাঁর নাম রাখা হলো। তাঁর বয়স যখন ১২ কিংবা ১৩ বছর হলো, তখন হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র পবিত্র দরবারে হাযির হন। ১৭ বছর বয়সে তিনি ইলম হাসিল করার প্রতি মনোনিবেশ করলেন। তিনি ১০০ হিজরীতে ইমাম হাম্মাদের দরসগাহে হাযির হন। যতদিন ওস্তাদ মহোদয় ইমাম হাম্মাদ জীবদ্দশায় ছিলেন তিনি (প্রায় বিশ বছর) তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করতে থাকেন। ইমাম হাম্মাদ ছাড়াও ইমামে আ'যম আরো অনেক প্রসিদ্ধ ওস্তাদ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম জা'ফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অন্যতম।

ইমাম-ই আ'যম ইলমে হাদীসে 'মুকাস্‌সির' পর্যায়ের ছিলেন

রঈসুল মুহাদ্দিসীন, শায়খুল ইসলাম সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়নাহ্ বলেন, সর্বপ্রথম যেই মহান ব্যক্তি আমাকে 'মুহাদ্দিস' বানিয়েছেন, তিনি হলেন ইমাম আবূ হানীফা। মুহাম্মদ ইবনে সাম্মা'আহ্ বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিজের লেখনীগুলোতে (অর্থাৎ ওইসব মাসআলায়, যেগুলো তিনি তাঁর শীষ্যদের দ্বারা লিপিবদ্ধ করাতেন) সত্তর হাজারেরও বেশী হাদীস উল্লেখ করেছেন। আর নিজের কিতাব 'আল-আ-সার'-এ চল্লিশ হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। হাফেযুল হাদীস, মুহাদ্দিস-ই কবীর ইয়াহিয়া ইবনে মু'ঈন বলেছেন, "আমি এমন কোন মানুষ দেখিনি, যাকে আমি মুহাদ্দিস ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ্'র উপর প্রাধান্য দিতে পারি। এ মুহাদ্দিস ওয়াকী' ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র অভিমত অনুসারে ফাত্‌ওয়া দিতেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেনে। এ'তে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম-ই আ'যম 'মুকাস্‌সির ফিল হাদীস (مكثر فى الحديث) ছিলেন। তিনি নিঃসন্দেহে তেমন ছিলেন না, যেমনি কিছু সংখ্যক অবিবেচক পক্ষপাতদুষ্ট লোক মনে করে থাকে; তারা বলে বেড়ায় ইমাম-ই আ'যম নাকি শুধু ১৬ কিংবা ১৭টি হাদীস জানতেন।

ইবনে ক্বাইয়্যেম তার কিতাব 'ই'লামুল মুআক্বক্বি'ঈন'-এ লিখেছেন, ইমাম বোখারীর অন্যতম শায়খ ইয়াহিয়া ইবনে আদম বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা নো'মান তাঁর শহরের ইল্‌মে হাদীসের সমস্ত আলিম থেকে হাদীস সমূহ সংকলন করেছিলেন। [মুক্বাদ্দামাহ্-ই ই'লাউস্ সুনান: পৃষ্ঠা- ১৯২]

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

মুহাক্কিক্ব আলিমদের দৃষ্টিতে ইমামে আ'যম

* শায়খুল ইসলাম ইবনে আবদুল বার মালেকী লিখেছেন-

وَرَوٰى حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ مِنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ اَحَادِيْثَ كَثِيْرَةً-

অর্থাৎ: হযরত হাম্মাদ ইবনে যায়দ ইমাম আবূ হানীফা থেকে 'অনেক' হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[আল ইন্তিফা: পৃষ্ঠা- ১৩০]

যদি ইমাম আ'যমের নিকট হাদীস না থাকতো কিংবা খুব কম সংখ্যক হাদীস থাকতো, তবে হযরত হাম্মাদ ইবনে যায়দ তাঁর নিকট থেকে 'অনেক' হাদীস কীভাবে বর্ণনা করেছেন?

* ইমাম ওয়াক্বী' ইবনুল জাররাহ্ (ওফাত ১৯৭ হিজরী), যিনি ইমাম ও হাফেযুস্ সাবাত এবং ইরাকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন, বলেছেন-

لَقَدْ وُجِدَ الْوَرْعُ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ فِى الْحَدِيْثِ مَالَمْ يُوْجَدْ عَنْ غَيْرِه -

অর্থ: নিঃসন্দেহে ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হাদীসে এমন সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, যেমন সতর্কতা অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যায়নি।

* মুহাদ্দিস ইবনে আদী (ওফাত ৩৬৫ হি.) ইমাম আসাদ ইবনে আমর রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি (ওফাত ১৯০ হি.)-এর জীবনীতে লিখেছেন-

وَلَيْسَ فِىْ اَصْحَابِ الرَّاى بَعْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ اَكْثَرَ حَدِيْثًا مِنْهُ-

অর্থ: আসহাব-ই রায় অর্থাৎ ফক্বীহগণের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফার পর আসাদ ইবনে আমর অপেক্ষা বেশী হাদীস অন্য কারো কাছে ছিলো না।

[লিসানুল মীযান: ১ম খন্ড: পৃষ্ঠা-৩৩৪, কৃত- আল্লামা ইবনে হাজর আসক্বালানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি]

তাছাড়া, আল্লামা ইবনে সাওর আসাদ ইবনে আমর, ইমাম সদরুল আইম্মাহ্ মক্কী হানাফী, ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম, আল্লামা খতীব-ই বাগদাদী প্রমুখ নির্দ্বিধায় বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা থেকে প্রচুর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মুহাদ্দিসে জলীল ইয়াযীদ ইবনে হারূন, ইমামুল জারহি ওয়াত্ তা'দীল ইয়াহিয়া ইবনে সা'ঈদ আল-ক্বাত্তান এবং মোল্লা আলী ক্বারীও একই কথা বলেছেন।

অতি অশ্চর্যের কথা হচ্ছে- ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি সত্তর হাজারের অধিক হাদীস তাঁর বিভিন্ন লেখনীতে বর্ণনা করেছেন, চল্লিশ হাজার হাদীস দ্বারা 'কিতাবুল আসার'কে সমৃদ্ধ করেছেন। এতদ্ সত্ত্বেও পক্ষাপাত দুষ্ট লোকেরা বলছে, ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি হাদীস শাস্ত্রে ইয়াতীম ছিলেন। তাঁর থেকে শুধু ১৭টি হাদীস বর্ণিত। এটা কি পরিমাণ মহা জুল্‌ম ও অবিবেচকের পরিচায়ক?

ইমাম-ই আ'যম তাবে'ঈ ছিলেন

প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে নদীম বলেন,

وَكَانَ مِنَ التَّابِعِيْنَ لَقِىْ عِدَّةً مِّنَ الصَّحَابَةِ وَكَانَ مِنَ الْوَرِعِيْنَ وَ الزَّاهِدِيْنَ-

অর্থ: ইমাম আবূ হানীফা তাবে'ঈদের মধ্যে গণ্য হতেন। কেননা, তিনি কয়েকজন সম্মানিত সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি অত্যন্ত পরহেযগার ও দুনিয়ার মোহত্যাগী বুযুর্গদের অন্যতম ছিলেন। হযরত মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (ওফাত ১০১৪ হি.) লিখেছেন, জমহুর (প্রায় সব) মুহাদ্দিস আলিম বলেছেন, সাহাবীর শুধু সাক্ষাৎ পেলেই মানুষ তাবে'ঈ হয়ে যায়, তার জন্য দীর্ঘদিনের সঙ্গ বা সান্নিধ্য এবং হাদীস বর্ণনা করা পূর্বশর্ত নয়।

[যায়নুল জাওয়াহির: ২য় খন্ড: পৃষ্ঠা- ৪৫২]

শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসীন-ই কেরাম, যেমন- ইমাম খতীব-ই বাগদাদী, ইমাম ইবনে আবদুল বার, আল্লামা যাহাবী ও হাফেজ ইবনে হাজর প্রমুখ লিখেছেন- হযরত ইমাম আবূ হানীফা আলায়হির রাহমাহ্ যে সাহাবীদেরকে দেখেছেন তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

'ফাতাওয়া-ই দুর্‌রুল মুখতার'-এ লিখা হয়েছে যে, ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির যমানায় বিশজন সাহাবী মওজুদ ছিলেন। আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবেদীন শামী তাঁদের নামও লিখে দিয়েছেন। 'দুর্‌রে মুখতার'-এ একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম-ই আ'যম আটজন সাহাবী থেকে হাদীসও বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হলেন- ১. হযরত আনাস, হযরত জাবির, ৩. হযরত আবুত্ব ত্বোফায়ল, ৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উনায়স জুহফী, ৫. হযরত ওয়াসিলাহ্, ৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনুল হারস ইবনে জুয এবং ৮. হযরত আয়েশা বিনতে 'আজয মহিলা সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম ও আনহা।

'ফাতাওয়া-ই দুর্‌রুল মুখতারে' উল্লেখ করা হয়েছে- ইমাম আবূ হানীফা নো'মান ইবনে সাবিত হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এক বৃহত্তর মু'জিযা।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

সুসংবাদ

হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক বিশেষ সময়ে হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র মাথায় হাত মুবারক রেখে এরশাদ করেন-

لَوْكَانَ الاِيْمَانُ/لَوْكَانَ الدِّيْنُ/لَوْكَانَ الْعِلْمُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَه رِجَالٌ / رَجُلٌ مِنْ هؤُلَاءِ /لَذَهَبَ بِه رَجُلٌ مِّنْ فَارِسَ اَوْقَالَ مِنْ اَبْنَاءِ فَارِسَ حَتّٰى يَتَنَا وَلَه -

অর্থ: যদি ঈমান অথবা দ্বীন অথবা ইল্‌ম সুরাইয়া নক্ষত্র (ধ্রুবতারা)-এর নিকট পৌঁছে যায়, তবে কতিপয় পুরুষ অথবা একজন পুরুষ এ পারস্য- বংশোদ্ভূতদের থেকে, সেটাকে পেয়ে যাবে।

এ হাদীসের ব্যাখ্যা

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এ এরশাদ হযরত ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র বেলায়ও প্রযোজ্য হতে পারে। সুতরাং ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী শাফে'ঈ (ওফাত ৯১১ হি.) লিখেছেন, "আমি বলছি যে, হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ হাদীস শরীফে ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি-এর সুসংবাদ দিয়েছেন।"

ইমাম ইবনে হাজর মক্কী শাফে'ঈ লিখেছেন, হাফেয, মুহাক্বক্বিক্ব জালাল উদ্দীন সুয়ূতী শাফে'ঈ বলেন, ইমাম আবূ হানীফার সুসংবাদ ও পূর্ণাঙ্গ ফযীলতের জন্য এটা একটা সহীহ ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ। (তার পর বলেছেন) ইমাম সুয়ূত্বীর কোন শাগরিদ বলেছেন, আমাদের ওস্তাদ ও শায়খ পূর্ণ নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তার সাথে বলেছেন- ইমাম আবূ হানীফার কথাই এ হাদীস শরীফে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এটা একটা একেবারে প্রকাশ্য কথা, এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

[সূত্র: আল খায়রাতুল হিসান: ১ম খন্ড: পৃষ্ঠা- ১৩]

হযরত শাহ্ আহমদ ইবনে আবদুর রহীম অর্থাৎ শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী হানাফী (ইন্তিকাল ১১৭৬টি) তাঁর এক মাকতূব (চিঠি)-এ লিখেছেন, ইমাম আবূ হানীফা এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ্ তা'আলা ফিক্বহ শাস্ত্রকে তাঁর মাধ্যমে প্রসারিত করেছেন।

[কলেমাতে তৈয়্যবাত ও ইযালাতু খিফা: ১ম খন্ড ইত্যাদি]

নবাব সিদ্দীক্ব হাসন খান সাহেব, আহলে হাদীসের নেতা, লিখেছেন- বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি উপরোক্ত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত এবং পারস্য বংশোদ্ভূত সফল মুহাদ্দিসও।

[ইত্তেহাফুল নুবালা]

ইমাম সাহেবের তিলাওয়াত-ই ক্বোরআন

তিনি রাতে পূর্ণ ক্বোরআন এক রাক'আত নামাযে পড়ে ফেলতেন। তিনি যেখানে ইনতিকাল করেছেন সেখানে ক্বোরআন শরীফের সাত হাজার পূর্ণাঙ্গ খতম করেছিলেন। ক্বাওয়া-'ইদুল জাওয়াহির'-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক মুহাদ্দিস ও আরিফ বিল্লাহ্ বলেছেন, চারজন ইমাম এক রাক'আত নামাযে পূর্ণ ক্বোরআন খতম করেছেন- ১. ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ২. হযরত তামীম-ই দারী, ৩. হযরত সা'ঈদ ইবনে জুবায়র এবং ৪. ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম। ইমাম সাহেব রমযান মাসে ৬১ বার ক্বোরআন খতম করতেন। সেগুলোর মধ্যে এক খতম দিনে, এক খতম রাতে এবং এক খতম তারাবীহ্‌র নামাযে।

ইমাম আবূ হানীফার দিয়ানত (ধার্মিকতা)

ইমাম ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ্ বলেন, আমি ইমাম সাহেবের নিকট মওজুদ ছিলাম। ইত্যবসরে এক মহিলা রেশমী কাপড় নিয়ে আসলো। আর বলতে লাগলো, "এ কাপড় আপনি বেচে দিন! ইমাম সাহেব বললেন, "কত টাকায়।" সে বললো, "একশ' টাকায়।" তিনি বললেন, "এটার দামতো একশত টাকা অপেক্ষা বেশী।" তার পর বললেন, "বল কত দামে এ কাপড় বেচবো?" সে একশ' থেকে কিছু বেশী নির্দ্ধারণ করলো। শেষ পর্যন্ত সে চারশত টাকা পর্যন্ত দাম বললো। ইমাম সাহেব বললেন, "সেটার দাম তদপেক্ষাও বেশী। সে বলতে লাগলো, "আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করবেন না। "ইমাম-ই আ'যম বললেন, "সত্যি এটার দাম তদপেক্ষাও বেশী।" সুতরাং ওই কাপড়ের সঠিক দাম পাঁচশত টাকা নির্দ্ধারণ করা হলো। আর সেও তা তত টাকায় বিক্রি করলো। এ'তে ইমাম আ'যমের ধর্ম পরায়ণতার প্রমাণ মিলে।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

ইমাম আ'যমের আমানতদারী

হযরত সুফিয়ান ইবনে ওয়াকী' বলেন-

كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَظِيْمَ الْاَمَانَةِ-

অর্থাৎ: ইমাম আবূ হানীফা খুব বড় আমানতদার ছিলেন। যখন ইমাম-ই আ'যমের ওফাত (শাহাদত) হলো, তখন তাঁর ঘরে মানুষের পাঁচ কোটি টাকার আমানত মওজুদ ছিলো।

ইমাম আ'যমের হজ্জ পালন ও মহান রবের সুসংবাদ

'ফাতাওয়া-ই দুররে মোখতার'-এ লিখা হয়েছে যে, ইমাম-ই আ'যম ৫৫ বার হজ্জ করেছেন। সর্বশেষ হজ্জের সময় কা'বা-ই মু'আয্যমার খাদিমদের থেকে এক রাতের অনুমতি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন। আর বায়তুল্লাহ্র দু'টি স্তম্ভের মধ্যভাগে ডান পায়ের পিঠের উপর বাম পা রেখে দণ্ডায়মান হলেন। পূর্ণ ক্বোরআন খতম করেছেন। তাপর খুব কান্না করলেন এবং আপন রবের দরবারে মুনাজাত করলেন- "হে সমস্ত জগতের ইলাহ্! এ দুর্বল বান্দা যেভাবে তোমার ইবাদত করেছে, তা তোমার উপযোগী হয়নি। কিন্তু তোমাকে তোমার মহত্বের গুণাবলী সহকারে বিশ্বাস করেছি, যেভাবে তোমার প্রতি বিশ্বাস করার হক্ব রয়েছে। এখন তুমি তার ইবাদতের ত্রুটিগুলোকে তার পূর্ণ পরিচিতির কারণে ক্ষমা করে দাও! অর্থাৎ তার পূর্ণাঙ্গ মা'রিফাতকে ইবাদতের ত্রুটির কাফফারা করে দাও।" এরপর বায়তুল্লাহ্ শরীফের এক কোন্ থেকে এ অদৃশ্য আওয়াজ আসলো- "হে আবূ হানীফা! তুমি আমাকে যেমন উচিৎ তেমনিভাবে জেনেছো! যেই ইবাদত তুমি আমার করেছো, অতি উত্তমভাবেই করেছো। এখন আমি তোমাকে আর যেসব মানুষ ক্বিয়ামত পর্যন্ত তোমার মাযহাবের উপর থাকবে, সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম।"

ইমাম আবূ হানীফার দৃঢ়তা

উমাইয়া বংশের সর্বশেষ বাদশাহ্ মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ আল-হিসার (মৃত্যু ১৩২ হি.)-এর শাসনামলে ইরাকের যালিম গভর্ণর ইয়াযীদ ইবনে আমর ইবনে হুবায়রাহ্ রাজনৈতিকভাবে নিজের ক্ষমতাকে আরো মজবূত করার এবং জনগণের সাহায্য সহযোগিতা অর্জনের জন্য প্রধান বিচারকের পদ গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করা জরুরী মনে করলো। কিন্তু ইমাম-ই আ'যম ওই সময়ের সরকারের জোর-যুল্মের কারণে ওই পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। ইবনে হুবায়রাহ্ এ অস্বীকারের কারণে ইমাম-ই আ'যমকে ১১০টি কষাঘাত করার তথাকথিত শাস্তি নির্দ্ধারণ করলো। প্রতি দিন দশটি করে এ কষাঘাত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। ইমাম-ই আ'যমকে প্রথমে কুফার বিচারক নিয়োগ করার প্রস্তাব করেছিলো, তারপর "ক্বাযীউল কুযাত" (চীফ জাস্টিজ)-এর পদ পেশ করা হলো, ইমাম-ই আ'যমকে কয়েকদিন বন্দী রেখে এ পদ গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হলো। কিন্তু তিনি তা গ্রহণে সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন। উল্লেখ্য প্রধান বিচারকের পদের সাথে সাথে বায়তুল মালের দায়িত্বও তাঁকে প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিলো। কিন্তু তিনি কোনটাই গ্রহণ করতে রাজি হননি। ইবনে হুবায়রাহ্ (গভর্ণর) শপথ করে ছিলো যে, এ পদ গ্রহণে রাজি না হলে তাঁর মাথার উপর বিশটা কষাঘাত করা হবে। কিন্তু তিনি দৃঢ়তার হিমালয় হয়ে রইলো। তিনি কো মতেই- তা গ্রহণে রাজি হলেন না। ইমাম আ'যম বলেছিলেন ইবনে হুবায়রার পার্থিব নির্যাতন আমার জন্য আখিরাতের হাতুড়ি ও গাদার আঘাতের চেয়ে অনেক সহজ হবে। তাই তিনি বলেছিলেন, "তাঁকে এজন্য হত্যা করা হলেও তিনি ওই পদ গ্রহণ করবেন না।" একদিকে তাঁকে রাজি করানোর জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করা হলো, অন্যদিকে জেলখানায় তাঁর প্রতি নির্যাতনের নানা ধরনের ষ্টীম রোলার চালানোরও ব্যবস্থা করা হলো। শাসক গোষ্ঠীর যুল্ম-অত্যাচারের মাত্রা এতটুকু পৌঁছেছিলো যে, তাঁর খাদ্যে বিষ প্রয়োগ করা হলো। আর ওই বিষ তাড়াতাড়িতাঁর শরীরে ছড়িয়ে পড়ার জন্য তাঁর শরীরের উপর আঘাতের পর আঘাত করা হচ্ছিলো।

ইমাম-ই আ'যমের শাহাদত

আম ইতিহাস বেত্তাগণ লিখেছেন যে, ইমামে আ'যমের অজান্তে তাঁকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিলো, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ইতিহাস বেত্তাগণ লিখেছেন যে, যখন ইমাম-ই আ'যমের সামনে বিষ মাখা পানীয়ের পেয়ালা পেশ করা হলো, তখন তিনি তা পান করতে অস্বীকার করলেন আর বললেন, আমি জানি তাতে কি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমি তা পান করে আত্মহত্যা করতে পারি না। সুতরাং তাঁকে মাটির উপর শায়িত করে জোরপূর্বক বিষ পান করানো হয়েছিলো। এর ফলে তাঁর ওফাত হয়েছিলো।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলায়হি রাজেঊন। ১৫০ হিজরিতে তাঁর ওফাত হয়েছিলো।

প্রথমবার কমবেশী পঞ্চাশ হাজার মুসলমান তাঁর জানাযার নামায পড়েছিলো। আগমনকারী লোকের কাতার শেষ হচ্ছিলো না। ফলে ছয় বার তাঁর জানাযার নামায হয়েছিলো। বর্ণিত আছে যে, ওফাতের প্রাক্কালে তিনি সাজদা করেন। সাজদারত অবস্থায় তাঁর ওফাত হয়েছিলো। বাগদাদের কাযী (বিচারক) তাঁকে গোসল প্রদান করেন। ইবনে সাম্মাক বলেন, গোসল দেওয়ানোর পর আমি দেখেছি- তাঁর কপালের উপর নিম্নলিখিত আয়াত শরীফ লিপিবদ্ধ ছিলো-

يَا اَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ-

তাঁর ডান হাতে লিপিবদ্ধ ছিলো-

فَادْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

বাম হাতে লিখা ছিলো এ আয়াত-

اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا-

আর তাঁর পেটের উপর লিপিবদ্ধ ছিলো-

يُبَشِّرُكُمْ رَبَّكُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ-

তারপর যখন জানাযা (কফীন) উঠানো হলো তখন আহ্বান আসলো- তোমার মুনিব তোমার জন্য জান্নাতে খুলদ ও দারুস্ সালামকে মুবাহ্ করে দিয়েছেন। তারপর যখন কবর শরীফে রাখা হলো তখন আহ্বান আসলো-

فَرُوْحٌ وَّ رَيْحَانٌ وَ جَنَّةٌ نَّعِيْم-

তাঁর জানাযার নামায কাযী হাসান ইবনে ওমারাহ্ পড়িয়েছেন। এ থেকে ইমাম আ'যমের মহত্বাও আল্লার দরবারে অকল্পনীয় গ্রহণযোগ্যতার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা, যারা ইমাম আ'যমের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাশীল ও তাঁর মাযহাবের অনুসারী, অত্যন্ত ভাগ্যবান। আর যারা তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তাদের দুর্ভাগ্য সম্পর্কে বলার অপেক্ষা রাখে না।

লেখক: মহাপরিচালক আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, চট্টগ্রাম।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত
মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

সৃষ্টির সেবা'র বিস্তৃত পরিধি

হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাত করাও সাদ্‌ক্বাহ

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাশেম

নবী-রসূলগণ (আলায়হিমুস সালাম)'র সত্ত্বাগত একটি স্বতন্ত্র দিক হচ্ছে, তাঁরা নুবূয়্যতের কর্তব্য পালনের সাথে সাথে সমাজের খিদমতও করেছেন এবং এ মহান সেবার বদলায় কোন বিনিময় গ্রহণ করেন নি। নবী-রসূলগণ (আলায়হিমুস সালাম)'র এ বৈশিষ্ট্য ক্বোরআন মাজীদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا "আমরা তোমাদের নিকট কোন বিনিময় কিংবা কৃতজ্ঞতা চাই না।" [১৮] আম্বিয়া-ই কেরাম (আলায়হিমুস সালাম) সৃষ্টির খিদমত ও সেবার প্রতিদান শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেন এবং কেবল এটাই বলেন যে,

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ

"আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহরই নিকট।"[১৯]

হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এ চরিত্র মাধুর্য ও মূল্যবোধকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ওহী-ই ইলাহীর প্রথম আগমনের সময় হযরত খাদিজাতুল কোবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা শান্তনা দিতে গিয়ে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের যে বৈশিষ্ট্যাবলি গণনা করেছেন, সেগুলোতে খিদমত-ই খালক্ব তথা সৃষ্টির সেবার দিকটি খুবই সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন,

وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ،

"আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্ব বেকারকে উপার্জনের সক্ষম করে তুলেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং সত্যের পথে দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।" (বোখারী)[২০]

হাবশার বাদশাহ নাজাশীর দরবারে যখন হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং দ্বীন ইসলামের পরিচিতি তুলে ধরার সময়-সুযোগ আসে, তখন হযরত জা'ফর তৃয়্যার (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'র বর্ণনা লক্ষনীয়: তিনি নাজাশীর দরবারে দাঁড়িয়ে বলেন,

"হে বাদশাহ! আমরা মুর্খ সম্প্রদায় ছিলাম। মুর্তি পুজা করতাম, মৃত আহার করতাম, অশ্লীলতায় লিপ্ত থাকতাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতাম, আমাদের মধ্যকার ক্ষমতাবানরা জবরদস্তি দুর্বলদের সম্পদ আত্মসাৎ করত, এ সময়কালে আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্য থেকে একজন পরম সম্মানিত রসূল প্রেরণ করলেন, যাঁর বংশমর্যাদা, সততা, আমানতদারি ও নিষ্কলুষতা সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত। তিনি আমাদেরকে আহ্বান করলেন আল্লাহর একত্ববাদ ও ইবাদতের প্রতি এবং পরিহার করতে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাদের উপাসনা করত সেসব পাথর ও মূর্তিকে, তিনি আমাদের নির্দেশ দেন সত্য কথা বলা, আমানত আদায় করা, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা, প্রতিবেশীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা, হারাম ও রক্তপাত থেকে বিরত থাকার, আর তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন অশ্লীলতা থেকে, অনর্থক কথাবার্তা, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, নিষ্কলুষ পবিত্র রমণীদের প্রতি অপবাদ দেয়া থেকে।"[২১]

এমনিভাবে ইসলাম কবূল করার পূর্বে হযরত আবূ সুফিয়ান-এর বয়ানও লক্ষ্য করুন- যেটা তিনি রোমের বাদশাহর দরবারে দিয়েছিলেন, এ বয়ানে তিনি হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শিক্ষাসমূহের যে নক্বশা

[১৮] আল-ক্বোরআন: সূরা (৭৬) আদ্দাহর/ইনসান, আয়াত:৯

[১৯] আল-ক্বোরআন: সূরা (৩৪) সাবা, আয়াত:৪৭

[২০] বোখারী, আস্ সহীহ, খন্ড-০১, পৃ. ৭, হাদিস নং- ০৩

[২১] মুসনাদে আহমদ, খন্ড-১, পৃ.২০২ (মূল ইবারত নিম্নরূপ)

أَيُّهَا الْمَلِكُ، كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الْجِوَارَ يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ، وَصِدْقَهُ، وَأَمَانَتَهُ، وَعَفَافَهُ، " فَدَعَانَا إِلَى اللهِ لِنُوَحِّدَهُ، وَنَعْبُدَهُ، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ، وَالدِّمَاءِ، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، وَقَوْلِ الزُّورِ، وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيمِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ،

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

তুলে ধরেছেন, তা দ্বারা হুযূরের সুমহান ব্যক্তিত্বের অনুমান করা যেতে পারে। বাদশাহর প্রশ্নাবলির উত্তরে আবূ সুফিয়ান অনিচ্ছা সত্ত্বেও হুযূরের প্রতিটি সৌন্দর্য ও পূর্ণতা স্বীকার করে নেন। যখন বাদশাহ হিরাকল আবূ সুফিয়ানের কাছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাসমূহের ব্যাপারে জিজ্ঞস করলো, তখন তিনি বললেন,

يَقُولُ: اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالعَفَافِ وَالصِّلَةِ.

"তিনি বলেন, তোমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোন কিছুর শরীক করো না; তোমাদের বাপ-দাদারা যা বলে, সেটাকে পরিহার করো। আর তিনি আমাদেরকে সলাত আদায় করা, সত্য কথা বলা, নিষ্কলুষ থাকা এবং আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ দেন।"[২২]

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

সৃষ্টির সেবা'র বিস্তৃত পরিধি

হুযূর নবী-ই রহমত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সদাসর্বদা দু:স্থ, হতদরিদ্র, গোলাম, ইয়াতীম এবং বিধবাদের খিদমত করেছেন আর তাদের হক্ব বা অধিকারগুলো আদায় করার নির্দেশও দিয়েছেন। তিনি সৃষ্টির সেবা'র যে বিস্তৃত পরিধি বর্ণনা করেছেন, নিচে তন্মধ্যে কিছু প্রকাশস্থল বর্ণনা করার প্রয়াস পাচ্ছি-

The Monthly Tarjuman

০১.হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাত করা

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

খিদমত বা সেবার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ،

"তোমার ভাইয়ের সাক্ষাতে তোমার মুচকি হাসি সাদ্‌ক্বাহ স্বরূপ।"[২৩] আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, এ মুচকি হাসি দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে তার কোন উপকার হচ্ছে না, কিন্তু বাস্তবে এটি শুভকামনার অনুভূতি প্রকাশ করে। তেমনিভাবে অপর স্থানে এরশাদ করেন:

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ-

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে কিংবা নীরবতা পালন করে।"[২৪] অর্থাৎ মানুষকে মানসিক কষ্ট না দেয়াকেও উত্তম কাজ হিসেবে গণ্য করে খিদমত ও সেবার আওতাধীন করেছেন।

০২. ভালকাজের আদেশ দেয়া ও মন্দ থেকে নিষেধ করা:

হযরত আবূ মুসা আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالخَيْرِ أَوْ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ،

"প্রত্যেক মুসলমানেরই সাদ্‌ক্বাহ করা আবশ্যক। লোকেরা বললো, যদি সে সাদ্‌ক্বাহ করার মত কিছু না পায়? হুযূর বললেন, তাহলে সে নিজ হাতে কাজ করবে; তা দ্বারা নিজেও উপকৃত হবে এবং সাদ্‌ক্বাহ করবে; তারা বললো, সে যদি এটিও করতে না পারে? কিংবা তা না করে? হুযূর বললেন, তাহলে সে বিপদগ্রস্ত ভারাক্রান্ত অভাবীকে সাহায্য করবে। লোকেরা বললো, যদি সে তা না করে? হুযূর বললেন, তাহলে সৎকাজ বা সাওয়াবের কাজের আদেশ দেবে। তারা বললো, তাও যদি সে না করে? হুযূর এরশাদ করলেন, তাহলে সে মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকবে, কারণ এটিই তার জন্য সাদ্‌ক্বাহ।"[২৫]

০৩. প্রতিটি সৎকর্মই সাদ্‌ক্বাহ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম খিদমতের পরিধিকে আরো ব্যাপকতা দিয়ে এরশাদ করেন: **كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ** "প্রতিটি সৎকর্মই সাদ্‌ক্বাহ।"[২৬] (এ কর্ম চাই মুখ দ্বারা হোক কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা) এটাকে এক বর্ণনায় ঈমানের অংশ হিসেবে পরিগণিত করে এরশাদ করেন:

[২২] বোখারী, আস্ সহীহ, খন্ড-০১, পৃ. ৮, হাদিস নং- ০৭
[২৩] তিরমিযী, আস্ সুনান, খন্ড-৩, পৃ.৪০৪, হাদিস নং-১৯৫৬
[২৪] বোখারী, আস্ সহীহ, কিতাবুল আদব, হাদিস-৬১৩৬
[২৫] বোখারী, আস্ সহীহ, কিতাবুল আদব, হাদিস-৬০২২
[২৬] বোখারী, আস্ সহীহ, কিতাবুল আদব, হাদিস-৬০২১

প্রবন্ধ

اَلْاِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

"ঈমানের সত্তরের অধিক বা ষাটের বেশি শাখা রয়েছে। এর সর্বোত্তম শাখা হচ্ছে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ- 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই'-এ কথা বলা আর সাধারণ শাখা হচ্ছে, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া।"[২৭] অর্থাৎ চলার পথে পাথর, বৃক্ষ কিংবা দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু পড়ে থাকলে, যা দ্বারা পথিকদের পথ চলতে কষ্ট হয়, সেটা সরিয়ে দেয়াও নেকীর কাজ। প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ، فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ، كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ

"আমি জান্নাতে এক ব্যক্তিকে চলাচল করতে দেখেছি, (আর তার জান্নাতে যাওয়ার নেকী ছিল এ যে,) সে চলাচলের পথে থাকা একটি বৃক্ষ কেটে দিয়েছিল, যেটার কারণে পথচারীদের কষ্ট হত।"[২৮] এ খিদমতের পরিধিকে ধনী-গরিব উভয়ের প্রতি প্রশস্ত করে দিয়ে এরশাদ করেন:

كل مَعْرُوف يصنعه أحدكُم إِلَى غَنِي أَو فَقير فَهُوَ صَدَقَة

"প্রত্যেক ওই কাজ, যা কোন ধনীকে উপকৃত করে কিংবা গরীবকে উপকৃত করে, সেটা সাদ্‌ক্বাহ।"[২৯]

০৪. পরিবার-পরিজন ও ইয়াতীমের খিদমত

মানুষ যদি নিজের, নিজ পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-সন্তানাদির ব্যয়ভার বহন করে এবং তাদের প্রয়োজনগুলোকে সমাধান করে, তাহলে যদিও সে এ কাজ নিজের জন্যই করছে কিন্তু ইসলাম এ খিদমতকে সাওয়াব অর্জনের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। নববী বয়ান:

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَمَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ مِنْ نَفَقَةٍ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كُتِبَ لَهُ بِهَا صَدَقَةٌ وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

"প্রতিটি সৎকর্মই সাদ্‌ক্বাহ। মুসলমান যে হালাল উপার্জনের অর্থ নিজের, নিজ পরিবার-পরিজন-এর জন্য ব্যয় করে, আল্লাহ তা'আলা সেটাকেও তার পক্ষ থেকে সাদ্‌ক্বাহ হিসেবে লিখে দেন; আর যে অর্থ মুসলমান নিজের জন্য সঞ্চয় করে, সেটাও সাদ্‌ক্বাহ হিসেবে গণ্য করা হয়।"[৩০] বাহ্যত সে তো এ ব্যয় স্বীয় সন্তান-সন্ততির মহব্বতে করেছে কিন্তু সেটাকেও ইবাদত বুঝানো হয়েছে।

অপর স্থানে এরশাদ করেছেন:

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللّٰهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ

"সকল সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় সে, যে তার পরিবারের সাথে উত্তম আচরণ করে।"[৩১]

জাহেলী যুগে আরবের লোকেরা নিজ কন্যাসন্তানদের জীবন্ত সমাহিত করত। রহমত-ই দো'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ অত্যাচারপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ঐতিহ্যকে সমূলে উপড়ে ফেলেন। তারপরও কিছু লোক কন্যাদের প্রতি উত্তম ধারনা রাখত না। একদিন জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন: এয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, যদি কোন ব্যক্তির তিনটি কন্যা থাকে, পুত্র একটিও না থাকে, তাহলে? হুযূর এরশাদ করলেন, দুই বা তিন নয় শুধু যদি কোন ব্যক্তি নিজ একমাত্র কন্যার সাথেও উত্তম আচরণ করে এবং তাকে উন্নত শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দেয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে দোযখের আগুন থেকে পরিত্রাণ দেবেন। অর্থাৎ দুই বা তিন কিংবা তারচেয়ে অতিরিক্ত কন্যাদের সাথে উত্তম আচরণ আরো অধিক প্রতিদান ও সাওয়াবের অধিকারী করে দেয়।

বিশ্বজগতের রহমত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শিশুদের প্রতি খুবই স্নেহ ও দয়াময় ছিলেন এবং এক্ষেত্রে শত্রু ও মিত্রের সন্তান এমন কোন পার্থক্য করতেন না। শিশুরা নবীজিকে দেখামাত্র তাঁর নিকট দ্রুত ছুটে যেত, দয়ালু নবীও শিশুদের কোলে তুলে নিতেন, আদর-সোহাগ দিতেন, কোন খাওয়ার বস্তু হাতে দিতেন, কখনো খেজুর, কখনো তাজা ফল, কখনো অন্য কোন জিনিস। কাফিরের সাথে যুদ্ধ হলে, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমকে নির্দেশ দিতেন, দেখো কোন শিশুকে হত্যা করবে না, তারা নিষ্পাপ, এদের কোন কষ্ট যেন না হয়।

[২৭] মুসলিম, আস সহীহ, কিতাবুল ঈমান, হাদিস নং- ৫২
[২৮] মুসলিম, আস সহীহ, بَابُ فَضْلِ إِزَالَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ,হাদিস নং-১২৯
[২৯] দুর‌রে মনসুর, খন্ড-৪, পৃ.২৩৭
[৩০] জা-মি'উস সগীর লিস সায়ূত্বী, খন্ড-১, পৃ.৯৭৩৭
[৩১] মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল আদব, হাদিস নং-৪৯৯৮

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

একসময় এরশাদ করেন, যে শিশুদের কষ্ট দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

০৫. বিধবা ও মিসকীনের খিদমত

হুযূর-ই আকরম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দুনিয়াতে শুভাগমনের পূর্বে বিধবা নারীরা সমাজে ভীষণ অসহায় জীবনযাপন করত। বিধবা রমণীরা উত্তরাধিকার সম্পত্তি হিসেবে বিবেচ্য হত, আর মালিক তার সাথে সর্বপ্রকারের অমানবিক আচরণ করত। হুযূর-ই আকরম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিধবা রমণীদের এ লাঞ্ছনা থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন এবং তাদেরকে সমাজে মর্যাদার স্থান দিয়েছেন। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আট জন বিধবা রমণীকে নিজ পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন এবং বিধবা রমণীর সাথে নিকাহ করাকে সুন্নাত করেছেন। বিধবা'র খিদমতকে জিহাদ সমপরিমাণ মর্যাদা দিয়েছেন। নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিধবা রমণীদের খিদমতকে মহাপূণ্যময় স্বীকৃতি দিয়ে এরশাদ করেন:

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ - وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ

"বিধবা ও ইয়াতীমের প্রতি অনুগ্রহকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সমতুল্য । বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এও বলেছেন যে, ওই ব্যক্তি অক্লান্ত (অবিরাম) সলাত আদায়কারী ও লাগাতার সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির সমতুল্য।"[৩২]

অপর হাদিস শরীফে এসেছে-

السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ: كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ "

"যে ব্যক্তি বিধবা ও ইয়াতীমের ভরণপোষণের চেষ্টা করে, সে আল্লাহর পথে জিহাদকারীর ন্যায়। অথবা সে ওই ব্যক্তির ন্যায় যে দিনে সিয়াম পালন করে এবং রাতে (নফল ইবাদতে) দাঁড়িয়ে থাকে।"[৩৩]

হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ইয়াতীমের প্রতিপালন ও দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন একটি বাস্তব সত্য বিষয়। যা শত্রু-মিত্র সকলেই স্বীকার করে নিত। বিধবার খিদমতের বহু দিক রয়েছে, যেমন: আর্থিক সাহায্য করা, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী বাজার থেকে ক্রয় করে পৌঁছিয়ে দেয়া, তাদের শাদী করিয়ে দেয়া, তাদের সন্তান-সন্ততিকে শাদী করিয়ে দেয়া, তাদের সমস্যা সমাধান করা ইত্যাদি।

০৬. আন্তরিক পরামর্শ দেয়া অথবা সুপারিশ করা

মানুষ পদে পদে ভাল পরামর্শের প্রয়োজন অনুভব করে। জীবনের প্যাঁচালো পথগুলোতে তার সহায্য-সহায়তার বেশ জরুরী হয়। নিজের অধিকার অর্জনের জন্য সুপারিশ দরকার হয়। বিশেষভাবে বর্তমানে প্রচলিত আইন-কানুনের ব্যাপারে মানুষের বিজ্ঞজনের পরামর্শ প্রয়োজন হয়। আইনজীবী, অর্থনীতিবিদ, কৃষিবিদ-এর পরামর্শ একান্ত দরকার হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: **إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ** 'যার কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়, তাকে বিশ্বস্ত হওয়া উচিত।'[৩৪] তাই পরামর্শ আমানত হয়ে থাকে। এ কারণে যে ব্যক্তি পরামর্শ চায়, তাকে সেটা পরিপূর্ণ দ্বীনদারী ও আমানতের সাথে বিশুদ্ধ ও সঠিক পরামর্শ দেয়া চাই। এতে এটার পার্থিব ও পরকালীন প্রতিদান নিহিত রয়েছে। যদি কেউ কোন সমস্যায় পড়ে যায় বা পুলিশ অবৈধভাবে গ্রেফতার করে নেয় কিংবা মিথ্যা অপবাদ ও অভিযোগের শিকার হলে, তাহলে তার মুক্তির জন্য সুপারিশ করা, শাস্তি থেকে বাঁচানোর জন্য সুপারিশ করা বা কোন বেকার ব্যক্তিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে তার জন্য সুপারিশ করাও সাওয়াবের কাজ। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো যে, ওই সুপারিশ দ্বারা যাতে কোন উপযুক্ত ব্যক্তির অধিকার খর্ব না হয়। নবী রহমত-ই আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

"যে ব্যক্তি কোন কল্যাণের প্রতি পথপ্রদর্শন করে, তাহলে সে সেটার উপর আমলকারীর সমপরিমাণ প্রতিদান অর্জন করবে।[৩৫] হযরত আবূ মুসা আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন,

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الحَاجَةِ قَالَ: اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا، وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ.

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে কোন সাহায্যপ্রার্থী কিংবা অভাবী লোক এলে, তিনি সাহাবীগণকে বলতেন, তোমরা তার জন্য সুপারিশ করো,

[৩২] মুসলিম, আস্ সহীহ, খন্ড-৪, পৃ. ২২৮৬, হাদিস নং- ২৯৮২
[৩৩] বোখারী, আস সহীহ, খন্ড- ৮, পৃ. ৯, হাদিস নং-৬০০৬
[৩৪] তিরমিযী, আস সুনান, খন্ড-৪, পৃ. ৪২৩, হাদিস নং-২৮২৩
[৩৫] মুসলিম, আস্ সহীহ, খন্ড-৩, পৃ. ১৫০৬, হাদিস নং- ১৮৯৩

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

এর দ্বারা প্রতিদান পাবে। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলের মুখ মুবারক দ্বারা যা চান হুকুম করেন।" [বোখারী, আস সহীহ, খন্ড-৮, পৃ. ১২, হাদিস নং-৬০২৭]

অপর এক হাদিস শরীফে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অপর কোন মুসলমান ভাইকে কোন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকের সাথে মিলানোর জন্য, তাকে উপকৃত করতে কিংবা তার কোন সমস্যা সমাধান করানোর জন্য নিয়ে গেছে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা সেটার বিণিময়ে ওই মুসলমানের কিয়ামত দিবসে পুলসিরাতের উপর অতিক্রমকালে সাহায্য করবেন। যার উপর দিয়ে অতিক্রমের সময় লোকের পদযুগল কাঁপতে থাকবে। [সহীহ ইবনে হিব্বান, কিতাবুল বির্‌রি ওয়াস সোয়ালাহ, পৃ.২৬০]

সরকার জনগণের সমস্যা সমাধানের জন্য যে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব অর্পন করেছেন, তাদের একটু লক্ষ্য করা উচিত যে, আল্লাহর সৃষ্টির এ অবস্থায় খিদমত করা কত বড় পূণ্যের কাজ। এমনকি শুধুমাত্র সুপারিশ করে কোন অধিকার বঞ্চিত ব্যক্তিকে তার হক্ব পাইয়ে দেয়াও সৃষ্টির সেবার অনুপম পন্থা ও উত্তম প্রতিদান হাসিলের উপায়।

০৭. নির্যাতিতদের সাহায্য করা

সৃষ্টির সেবার অপর একটি পন্থা হলো, সমাজে যেসকল ব্যক্তি বা শ্রেণির উপর অত্যাচার, যুলুম হচ্ছে কিংবা তাদের সাথে সীমালঙ্গন করা হচ্ছে, তাদেরকে সাহায্য করা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র এরশাদ মোতাবেক ঈমানের **প্রথম স্তর** হচ্ছে, মানুষ তার শক্তি, সামর্থ্য দ্বারা ওই মন্দ বা সীমালঙ্ঘনকে প্রতিহত করবে; **দ্বিতীয় স্তর** হচ্ছে, মুখের ভাষা দ্বারা প্রতিহত করবে, সেটার বিরুদ্ধে মুখের কথা ও লিখনীর মাধ্যমে প্রতিবাদ করবে; আর **শেষ স্তর** হলো, সেটাকে অন্তরে মন্দ জানবে।

অত্যাচারী ও নির্যাতিত উভয়কেই সাহায্য করার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: **اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا**

"তোমার ভাইয়ের সাহায্য করো অত্যাচারী হোক বা নির্যাতিত।" [সহীহ বোখারী, হা/ ২৪৪৩]

হযরত বারা- ইবনে 'আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাতটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন, তন্মধ্যে একটি হলো নির্যাতিত ব্যক্তির সাহায্য করা। [সহীহ বোখারী, হা/৬২২২]

ইমাম নবভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি নির্যাতিতদের সাহায্য করাকে 'ফরয-ই কিফায়া' হিসেবে গণ্য করেছেন। যদি কারো ঘর ধ্বংস করা হচ্ছে, কাউকে হত্যা করা হচ্ছে, কারো আত্মসম্ভ্রমহানি করা হচ্ছে, তাহলে অপরাপর সকলের তার সহযোগিতা করা আবশ্যক। যদি কেউ সাহায্য না করে, তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে, এক্ষেত্রে কোন বিশেষত্ব নেই যে, মযলূম বা নিপীড়নের শিকার ব্যক্তি মুসলিম নাকি অমুসলিম । এভাবে অন্য স্থানে রসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, **اِتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، وَاِنْ كَانَ كَافِرًا**

"তোমরা 'মযলূম' (নির্যাতিত)'র দো'আ থেকে বেঁচে থাকো, যদিও সে কাফের হয়।" [মুসনাদ-ই আহমদ, খন্ড-২০, পৃ. ২২, হাদিস নং- ১২৫৪৯]

যদি সমাজের লোকেরা এ হাদিস শরীফের উপর আমল করা শুরু করে, তাহলে আজই দেশ থেকে যুলুম, হত্যা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, লুটতরাজ-এর ক্রমধারা বিদায় নিতে পারে। যদি প্রত্যেকেই একে অপরের তামাশা দেখতে থাকে, তাহলে যুলুম ও নির্যাতনের বাজার সগরম থাকবে। আর হয়ত ভবিষ্যতে আমরাও এটার শিকার হতে পারি।

লেখক: পরিচালক-আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, চট্টগ্রাম।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

প্রবন্ধ

ক্ষমা ও উদারতার প্রতীক মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)

কুতুবউদ্দিন চৌধুরী

ক্ষমা একটি মহৎ গুণ। এটি একটি প্রবাদবাক্য হলেও চিরন্তন ও চির সত্যরূপে স্বীকৃত। বর্তমান যুগে এ বাক্যটি পাঠ্যপুস্তকের পাতায় সীমাবদ্ধ। বাস্তবে এর কোন প্রতিফলন কোথাও পরিলক্ষিত হয় না বরং প্রতিশোধ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার হীন প্রবৃত্তি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এ রকম শ্বাসরূদ্ধকর পরিস্থিতিতে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় প্রায় পনের শত বছর পূর্বে এ দুনিয়ার বুকে আবির্ভূত সৃষ্টির সেরা এক মহামানবের কথা, যাঁর আগমনে জাহিলিয়্যাতের অন্ধকারে নিমজ্জিত পাশবিকতায় পদদলিত মানবতা শান্তির অমীয় ফল্গুধারায় সিক্ত হয়েছিল। তিনি হলেন আখেরী নবী সৈয়্যদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। এমন এক ভয়াবহ পরিবেশে আল্লাহ পাক হেদায়তের উজ্জ্বল প্রদীপরূপে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'রহমাতুল্লিল আলামিন'রূপে এ দুনিয়ার বুকে প্রেরণ করেন। তাঁর আচার আচরণে তৎকালীন মুশরিক পৌত্তলিক মক্কাবাসীরা তাঁকে 'আল আমিন' উপাধীতে ভূষিত করে। যখন দ্বীনের দাওয়াত শুরু করেন তখন মক্কার গোত্রপতি ও সর্দারেরা তাদের কায়েমী স্বার্থে আঘাত বিবেচনা করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। তাঁর প্রচারিত তৌহিদ ও রিসালতের দাওয়াত চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য এমন কোন পন্থা নেই, যা তারা অবলম্বন করেনি। তারা নানারকম কূটকৌশল, ভয়ভীতি ও প্রলোভন দেখিয়ে নবীজিকে বশীভূত করতে না পেরে প্রকাশ্যে তাঁর উপর জুলুম নির্যাতন শুরু করে দেয়। ইসলামের চরম শত্রু আবু জেহেলের নির্দেশে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কাবার অভ্যন্তরে নামাজরত অবস্থায় তাঁর শরীরের উপর তারা একদিন উঠের পঁচা নাড়ীভূড়ি তুলে দিয়েছিল। গলায় চাদর পেঁচিয়ে ফাঁসী দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। তাঁর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রেখেছিল, যাতে তিনি কাঁটাবিদ্ধ হয়ে আহত হন। তাঁকে দাওয়াত দিয়ে খাদ্যের সাথে বিষ মিশিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। সবচেয়ে জঘন্য ও নির্মম আচরণ করেছিল তায়েফবাসীরা। কালিমার দাওয়াত নিয়ে তিনি তায়েফ গেলে সেখানকার সর্দাররা গুন্ডা ও বখাটে ছেলেদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দিয়েছিল। তারা চলার পথে তাঁর দু'দিক থেকে পাথর নিক্ষেপ করে তাঁকে রক্তাক্ত করেছিল। ক্লান্ত ও আহত হয়ে তিনি যখন বসে পড়ছিলেন তখন তারা হাত ধরে তাঁকে উঠিয়ে দিয়ে বারবার পাথর নিক্ষেপ করে সমস্ত শরীর ক্ষত বিক্ষত করেছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের এ করুণ দশা দেখে আল্লাহ্পাকের নির্দেশে জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাদের নিয়ে হাজির হন। ওইসব নরাধম পাপিষ্ঠদের ধৃষ্ঠতার জন্য তায়েফের দু'পাশের পাহাড়ের মধ্যখানে তাদের পিষে ফেলার জন্য দয়াল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতি চাইলে তিনি দু'হাত তুলে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ্, তায়েফবাসীকে তুমি হেদায়ত করো, কেননা এরা জানেনা, আমি আল্লাহর সৃষ্টিজগতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে করুণার উপহার'। শত্রুদের শায়েস্তা করার জন্য সব উপায় উপকরণ তাঁর আয়ত্বে ছিল। যেভাবে ইচ্ছা তিনি শত্রুর উপর প্রতিশোধ নিতে পারতেন; কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল এরা হেদায়ত কবুল না করলেও এদের পরবর্তী প্রজন্ম ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করবে।

৮ম হিজরীতে (৬৩০ খ্রিস্টাব্দে) প্রায় দশ হাজার সশস্ত্র বিশাল মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিজয়ীর বেশে মক্কায় পদার্পণ করেন। নবীজির এ বাহিনীকে সেদিন বাধা দেয়ার জন্য কেউ সাহস পায়নি। মক্কার দিকে অগ্রসরমান মুসলিম বাহিনীর হাতে কুরাইশ সর্দার আবু সুফিয়ান বন্দী হয়। চিরশত্রুকে কাছে পেয়েও দয়ার সাগর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দেন। হযরত আবু সুফিয়ান লজ্জিত ও মুগ্ধ হয়ে ইসলাম কবুল করে সাহাবাগণের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন। মক্কা বিজিত হারেম শরীফের প্রাঙ্গণে কুরাইশ সর্দাররা দলবলসহ তাদের কৃত অপরাধ ও ধৃষ্ঠতার স্মৃতি নিয়ে পরাজিত ও পর্যুদস্ত অবস্থায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে জড়ো হল। সমবেতদের মধ্যে ওইসব লোকেরাও ছিল যারা হুযূর-এ পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের যাতায়তের পথে তাঁকে গালিগালাজ, কটুক্তি ও ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করত, যারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য প্রচারণা চালাত। যারা তাঁর

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত, যারা তাঁকে হত্যা করার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র করত, দাওয়াতের নামে খাদ্যে বিষ মিশিয়ে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করত, যারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় চাচা, ইসলামের বীর যোদ্ধা হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে যুদ্ধের ময়দানে শহীদ করেছিল, তাঁর নাক, কান কেটে গলার হার বানিয়েছিল, তাঁর রাশ ছিঁড়ে হৃদপিন্ড ও কলিজা দাত দিয়ে চিবিয়েছিল। ওইসব অপরাধীর পেছনে উন্মুক্ত তরবারি হাতে দশ হাজার মুজাহিদ হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের হুকুমের অপেক্ষায় ছিল। প্রিয়নবীজির ইশারা পাওয়া মাত্র তরবারির আঘাতে শত্রুর মস্তক ভূলুণ্ঠিত হয়ে মক্কার পথে প্রান্তরে রক্তের বন্যা বয়ে যেত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমবেতদের উপর একবার চোখ বুলালেন। দয়াল নবীর হৃদয় সাগরে তখন ক্ষমা, উদারতা ও করুণার উত্তাল তরঙ্গ বয়ে উঠল। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, ''হে কুরাইশগণ! বলো, তোমাদের সাথে আজ কেমন ব্যবহার করা উচিৎ।' উপস্থিত লোকেরা বলল, 'মুহাম্মদ, তুমি আমাদের শরীফ ভাই ও শরীফ ভাতিজা।' নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি এসব লোকের কৃত প্রতিটি অপরাধ যেকোন আইনে যদিও তাদের মৃত্যুদন্ড দাবী করছিল, ক্ষমা, উদারতা ও করুণার মূর্ত প্রতীক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, ''আজকের দিন তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। যাও, তোমরা সবাই মুক্ত। সেদিনের কাবা প্রাঙ্গনের পরিবেশ যদি আমাদের দেশের বর্তমান শাসন ব্যবস্থার অনুরূপ হত তাহলে প্রতিশোধের চরম ও নৃশংস বহিঃপ্রকাশরূপে একটা ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হওয়া অবধারিত ছিল। অথচ সেখানে এক বিন্দু রক্তপাতবিহীন অভূতপূর্ব বিজয় অর্জিত হল যা পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে এ যাবৎ জগতবাসী প্রত্যক্ষ করেনি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ক্ষমা, করুণা ও উদারতার মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আমরা কি অন্ততঃ আমাদের ভূখন্ডে শান্তির সুবাতাস বইয়ে তে পারিনা?

লেখক: বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক

মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

ভণ্ডামি

মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

নিয়মতান্ত্রিকতার চাইতে একটু বেশি জোর দিয়েই বলা যায়, ধর্ম কখনো ভণ্ডামি শিক্ষা দেয় না। এরূপ দাবি করা অসংগতও নয়। তবে এ ঘোষণা এবং নির্দোষ অহঙ্কারের মাঝে একটা বিপদ আছে। বিপদটা তেমন হালকা পাতলা নয় বরং বেশ গুরুতর। আর সে স্থুলকায় ও গুরুতর বিপদটা হচ্ছে, ভন্ডরা অনেক সময় ধর্মের আড়ালে আশ্রয় নেয়। এ আশ্রয় নেয়া তার উদ্দেশ্যের পক্ষে যতই মানানসই হোক না কেন সে কিন্তু ধর্মের বিপক্ষে বিদ্বিষ্ট মানুষের হাতে একটা অজুহাতের অস্ত্র তুলে দেয়। তাদের কার্যকলাপে বিদ্বিষ্টরা বিতৃষ্ণ হয়, তারা কখনো ধর্মের পথ মাড়ায় না। যারা ধর্ম থেকে দুরে ছিল অন্য লোকের ভন্ডামির কারণে তারা আরও দুরে সরে যায়। তারা সন্দেহের চোখে দেখে তাদেরকে যারা ধর্ম সাপেক্ষ জীবন যাপনে অভ্যস্ত।

ভণ্ডরা শুধু ধর্ম কিংবা ধর্মপরায়ণদের বিপদগ্রস্ত করে না। তারা নিজেদেরকেও বিপদগ্রস্ত করে। ভণ্ডরা নিজেদেরকে খুবই বুদ্ধিমান মনে করে। নিজেদের বুদ্ধিমান ভাবার এ মানসিক তৃপ্তি বিপদের ফাঁদে পা দেয়ার প্রাথমিক পদক্ষেপ। অতি চালাকের গলায় দড়ি বলে সমাজে যে কথা চালু আছে শেষ পর্যন্ত সে দুরবস্থায়ই তাকে পড়তে হয়। কারণ বাম পা ফেললে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডান পা এগিয়ে আসে। তার উদ্দেশ্য তাকে পরিণতিতে পৌঁছে দেয়। অবশেষে তাকে সে রকম বিছানাতেই শু'তে হয় যে ধরণের বিছানা সে রচনা করে। সে বিছানা পায় সত্য কিন্তু ভণ্ডামির কারণে আরামের ঘুম তার জন্য হারাম হয়ে যায়।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে কিছু ভন্ড মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল। তারা মুসলমানদের কাছে যখন আসত তখন বলত 'আমরা তোমাদের মত মুসলমান' কিন্তু গোপনে যখন তাদের সাথীদের সাথে মিলিত হত তখন বলত, 'আমরা তোমাদের সাথেই আছি, আমরাতো শুধু ওদের (মুসলমানদের) সাথে ঠাট্টা তামাশাই করি।' এভাবে দু' মুখো সাপের ভূমিকায় অভিনয় করে তারা নিজেদেরকেই ঠাট্টা তামাশার পাত্রে পরিণত করত। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারত না। বস্তুত নিজেদের অবস্থা ও অবস্থানকে বুঝতে না পারাই ভন্ডদের বৈশিষ্ট্য। প্রকৃত সত্যকে বুঝতে না পারাটাই তাদের জ্ঞানগত ঘাটতি। এ ঘাটতি পূরণ হবার নয়। আর জ্ঞানগত ঘাটতি জন্ম দেয় ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্তের। তারা যে পার্থিব স্বার্থের জন্য ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় নেয় সেটা তাদের ভুল সিদ্ধান্তের উদাহরণ।

ধর্মের প্রকৃত সম্পর্ক মানুষের সৃষ্টিকর্তার সাথে। যারা ধর্মকে গ্রহণ করে তাদেরকে স্রষ্টার অভিপ্রায় সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। স্রষ্টার অভিপ্রায়ের বিপরীত আচরণ কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। আর তাঁকে কোনোক্রমেই ফাঁকি দেয়া যায় না। কারণ তিনি তাঁর সৃষ্টির আদ্যোপান্ত জানেন। তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে আছেন। মানুষ যা প্রকাশ করে কিংবা করে না সেসব কিছু তাঁর জানা। মানুষের অন্তরের গোপনস্থলে কী ভাবনার গুঞ্জরণ চলে তাও তিনি জানেন। কিন্তু ভণ্ডরা মনে করে তাঁকে ফাঁকি দেয়া যায়। মানসিক এ বিকারের কারণেই তারা অন্য মানুষের সাথে প্রতারণা করে। এ প্রতারণা তার পক্ষে আত্মপ্রতারণাও বটে।

আত্মপ্রতারকরা বেশিদুর পরিভ্রমণ করতে পারে না। একসময় তাদের মুখোশ খসে পড়ে। তারা ধরা পড়ে। ধর্মের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে মানুষের সাথে প্রতারণার যে প্রচেষ্টা তারা গ্রহণ করে তার স্বরূপ যথাসময়ে প্রকাশ হয়ে পড়ে। প্রকৃতি তাদেরকে কোনো সুরক্ষা দেয় না। কারণ প্রকৃতি সবসময় স্রষ্টার ইচ্ছার অনুগামী। তাই স্রষ্টা ও প্রকৃতির ইচ্ছার বিপরীতে অবস্থান নিয়ে তারা শেষপর্যন্ত কোনো সুবিধা করতে পারে না। প্রকাশ হয়ে পড়ে তাদের স্বরূপ। ফলে একসময় নিক্ষিপ্ত হয় আস্তাকুঁড়ে।

এসব লোক নিজেদের সুরক্ষার জন্য যতই ধর্মের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করুক না কেন ধর্ম কিন্তু কখনো তাদের সমর্থন করে না। কারণ ধর্ম মানুষকে চরিত্রবান হতে বলে চরিত্রহীন হতে বলে না। আর যার কথা ও কাজে সামঞ্জস্য নেই ধর্ম তাকে মুনাফিক বলেই চিহ্নিত করে। হাদিস শরিফে তার কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। সে যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে, আমানত রাখলে খেয়ানত করে আর বিরোধ দেখা দিলে অশ্লীল বাক্যবাণের আশ্রয় নেয়। আর মিথ্যা বলা, ওয়াদার খেলাফ করা, আমানতের খেয়ানত করা ও অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করা কোনো ধর্ম পরায়ণ মানুষের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

ধর্মের দৃষ্টিতে ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনে কোনো পার্থক্য নেই। আবার ধর্মীয় জীবন ও পার্থিব জীবন বলে আলাদা কোনো বস্তু নেই। মানুষের জীবন বলতে

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

একটাই। বরং পার্থিব জীবনে ধর্মের অনুশাসন মেনে চলাই ধর্মের শিক্ষা। ব্যক্তি জীবনে সৎ অথচ সামাজিক জীবনে অসৎ এরকম কোনো মানুষের জন্য ধর্মের কোনো ছাড়পত্র নেই। অধিকাংশ মানুষ ধর্মের প্রকাশ্য কিছু দাবি ব্যক্তিগত জীবনে পালন করে বৃহত্তর জীবনাচরণে অসদাচারণে লিপ্ত হতে বিবেকের কোনোরূপ দংশন অনুভব করে না। তারা মনে করে ব্যক্তিগত কিছু পূণ্য দিয়ে বৃহত্তর জীবনের অসদাচরণের ক্ষতিপূরণ করা যাবে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মানুষ হয়তো খুব দানশীল, সমাজের ভূখা নাঙ্গা মানুষের জন্য তার দরদ চোখে পড়ার মত। কিন্তু এ মানুষই যদি ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ করে তাহলে ধর্ম কখনো তার সে অপকর্মকে অনুমোদন করবে না। সে যদি আল্লাহকে মানে তাহলে সে ব্যক্তিগত জীবনে যেমন তার মান্যতার প্রমাণ দেবে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও তার প্রমাণ রাখবে। বক্তৃতার মঞ্চে নীতিবান, রাজনৈতিক ময়দানে ভ্রষ্টতার অনুচারী এমন বৈপরীত্যকে আল্লাহ গ্রহণ করেন না। কথায়, কাজে ও চিন্তায় যে সৎ সে-ই প্রকৃত ধার্মিক। কোনো ধার্মিক ব্যক্তি যে কাজ সম্পাদন করেননি কখনো তিনি সে কাজের কৃতিত্ব গ্রহণ করেন না। আমরা দেখেছি কিছু মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করেও তার কৃতিত্ব গ্রহণ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের ভূয়া সার্টিফিকেট দিয়ে অনেকে সচিব পর্যন্ত হয়ে গেছে বলে পত্রিকায় খবর পরিবেশিত হয়েছে। অবস্থানগত সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে অনেকে নানা অবৈধ পন্থায় সম্পদ ও প্রতিপত্তি অর্জনে এগিয়ে যায়। ধর্ম কখনো এ ধরণের অনৈতিকতাকে অনুমোদন দেয় না। সারা পৃথিবীতেই অনৈতিকতার জোয়ার চলছে। এর জন্য প্রকৃত ও অপ্রকৃত অনেক আহাজারিও চলে। কিন্তু ধর্মের নির্দেশনা মতে নৈতিক জীবন যাপন করার জোরালো কোনো আহবান শোনা যায় না। বিপরীতে ধর্মের বিরুদ্ধে বিরূপ বিদ্বেষ ছড়াতেই অনেককে উৎসাহী দেখা যায়। কিছু বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ আছেন যাঁদের সার্বক্ষণিক চেষ্টা মানুষকে ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত করা। মানুষের জীবনে ধর্মের প্রভাব শিথিল হয়ে ক্রমশ বিলীন হয়ে যাক এটাই তাদের অভিলাষ। যদিও এঁরা সংখ্যায় নগণ্য কিন্তু প্রচার প্রপাগান্ডায় তাঁরা বিশাল শক্তিধর। বিশ্বের শীর্ষ সবকটি প্রচার মাধ্যম তাঁদের কণ্ঠকেই উচ্চকিত করে। ধর্ম কিংবা ধর্মের মর্মবাণী কোনটাকেই তাঁরা গ্রহণ করেন না। তাঁরা সূর্যের উত্তাপে দেহকে উত্তপ্ত করেন, আকাশে তারকার সৌন্দর্যকে উপভোগ করেন, পত্রপল্লব শোভিত সবুজ বনবনানীর স্নিগ্ধতায় মুগ্ধ হন, চাঁদের দুধেল জোছনায় বিমোহিত হয়ে কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হন, সাগরের বিপুল জলরাশি ও এর উন্মত্ত ঊর্মিমালায় বিহ্বল হয়ে পড়েন, পাহাড়ের মহিমায় স্তব্ধ হয়ে পড়েন, পাখপাখালির কলকাকলিতে আনন্দের অজানা রাজ্যে হারিয়ে যান, অথচ সেই সূর্য, আকাশ, তারকা, বৃক্ষ পত্রপল্লব, চাঁদ, সাগর, পাহাড় ও পাখপাখালির স্রষ্টাকে অনুসন্ধান করার তাগিদ অনুভব করেন না। মানুষ শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যকেই অনুভব করে নি বরং প্রাকৃতিক শৃংখলার নিয়ম কানুনকেও আবিষ্কার করেছে। মানুষ যদি এর পেছনের রহস্য ও শক্তিকে আবিষ্কার করতে পারত তাহলে সহজেই বুঝতে পারত প্রাকৃতিক এ নিয়মশৃংখলা যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই মানুষের জন্য জীবন বিধান দিয়েছেন। ধর্ম মানুষকে এ রহস্যের সন্ধান দিয়েছে। যারা এ রহস্যের খোঁজ পায়নি তারা নাস্তিক ও অজ্ঞেয়বাদী হয়েছে আর যারা সে রহস্যকে ভুলভাবে গ্রহণ করেছে তারা হয়েছে ভণ্ড।

পুলিশের পোশাক পরে যেমন ডাকাতি করা যায় তেমনি ধর্মের মুখোশ পরে ধর্মহীনতার কাজ করা যায়। ডাকাতের গায়ে পুলিশের পোশাক দেখে পুলিশ বাহিনীকে যেমন দোষ দেয়া যায় না, তেমনি কোনো ভণ্ডের অপরাধের জন্য ধর্মকে দায়ি করা যায় না। ভারতের গুরমুত সিং ধর্মের মুখোশ পরে দীর্ঘদিন ধরে লাখ লাখ শিষ্য শিষ্যা পরিবেষ্টিত হয়ে সমাজে দোর্দন্ড দাপট চালিয়েছে। সে নাম গ্রহণ করেছে রাম রহিম গুরমুত সিং। এতে বিভিন্ন ধর্মের সরলপ্রাণ মানুষকে সে নিজের কাছে টেনেছে। তারা তাঁর জানবাজ ভক্তে পরিণত হয়েছে। মানুষের ভক্তি ও ভালবাসাকে পুঁজি করে সে ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, অর্থবিত্ত সম্পদের মালিক হয়েছে। সে শুধু সাধারণ মানুষকে প্রলুব্ধ করেনি, সে আদায় করেছে সামাজিক সম্মান, প্রশাসনিক সমীহ এবং রাজনীতিবিদদের সম্ভ্রম। ক্ষমতার পূজারীরা লালায়িত হয়েছে তার হাতের তালুর আশীর্বাদ প্রাপ্তির জন্য। তার আসন স্থাপিত হয়েছে সর্বসাধারণের উর্ধে এক অলৌকিক অবস্থানে। অথচ ধর্ম সাধনার নামে সে প্রবৃত্তির পূজো করেছে। আর এসবের আড়ালে সে চরিতার্থ করেছে তার বিকৃত যৌন লালসা। হানীপ্রীত নামে এক মহিলাকে সে বানিয়েছে তার ধর্মকন্যা। আসলে সে ছিল তার যৌন সঙ্গী। তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষের সন্দেহ বরাবর তার দিকে ছিল শুরু থেকেই। কিন্তু দাপটের কাছে দানা-বাঁধা সন্দেহ বাস্তবে প্রমাণ করা সহজ ছিল না। এক পাপ তাকে অন্য পাপের দিকে নিয়ে গেছে। বিরুদ্ধবাদীদের খুন পর্যন্ত করিয়েছে সে। পাপ যখন ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছে তখনই তার মুখোশ গেছে খুলে। প্রকৃতির হাত ধরে আইন এগিয়ে এসেছে। আইনকে এগিয়ে নিয়েছে আদালত। তার বিচার হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে অপরাধ। তাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। পালিয়ে ছিল হানীপ্রীত। শেষ পর্যন্ত সেও নিজেকে আদালতে সমর্পণ করেছে। ভন্ডরা ক'দিনই বা

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে? লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপনে চলছে মানুষের প্রতিমুহূর্তের কর্মকাণ্ডের রেকর্ডিং। মানুষ কি এ বিষয়ে সচেতন আছে?

শুধু ধর্ম নিয়ে ভন্ডামি নয়। রাজনীতি নিয়েও সমান তালে ভণ্ডামি চলে। পৃথিবীতে রাজনীতি মানুষকে সোনার থালে দুধভাত খাওয়াবার অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। নির্বাচনকালীন প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কত অংশ পূরণ হয়েছে বাস্তব জীবনে? 'সামনে আসছে শুভদিন' এ স্লোগান বধিরও শুনেছে শতকোটিবার। জনতার ভাগ্যে জোটেনি সে শুভদিন দেখার, নেতাদের কেউ কেউ হয়তো তার সাক্ষাৎ পেয়েছে। ঘুরে গেছে তাদের ভাগ্যের চাকা। দেশের চৌহদ্দি পরিধি না বাড়লেও নেতাদের কারো কারো দখলীয় ভূমির পরিমাণ বেড়ে গেছে শতগুণ, বিপরীতে হাজার হাজার মানুষ হয়ে পড়েছে ভূমিহীন। মানুষের স্বাধীনতার জন্য কত মায়াকান্না কেঁদেছে রাজনীতি অথচ শেষ পর্যন্ত তা পর্যবসিত হয়েছে শুধুমাত্র ক্ষমতাসীনদের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায়। আপামর জনসাধারণের কপালে জুটেছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দাসত্ব। ক্ষমতাসীনদের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার কবলে পড়ে উৎখাত হয়ে যাচ্ছে রোহিঙ্গা মুসলিম, চিরতরে অন্ধ হয়েছে স্বাধীনতাকামী কাশ্মিরী তরুণ, ঘরওয়াপসি আন্দোলনে পৌত্তলিকতায় ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে ভারতের বিশ্বাসী মুসলিম, গরুর কারণে জবাই হয়ে যাচ্ছে মানুষ, জায়নামায, কুরআনশরিফ, তসবিহসহ ধর্মীয় সকল পরিচিহ্ন রাষ্ট্রের হাতে জমা দিতে বাধ্য হচ্ছে উইঘুর, ঝিংজিয়াং এর নাগরিক, নিজ জন্মভূমিতে শান্তিতে থাকতে পারছে না ফিলিস্তিনের বাসিন্দারা। ক্ষমতাবানদের 'ভেটো'র কারণে বানচাল হয়ে যাচ্ছে মানুষের বাঁচার অধিকার। হায় রাজনীতি! হায় ভণ্ডামি!

কিছুদিন পূর্বে ইউটিউবে একটা ছবি পোস্ট হয়েছিল। একটা বিড়ালকে কোলে নিয়ে পানির ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। অসংখ্য মানুষের সাথে ঝড়ের কবলে পতিত এ বিপন্ন বিড়ালকে উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিচ্ছেন তিনি। এতে ফুটে ওঠেছে তাঁর মানবতাবাদী রূপ। এ ছবি ছেড়েছিল ট্রাম্পের এক ভক্ত। ছবিটি দেখে ট্রাম্পের সমর্থক তো বটেই, তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা পর্যন্ত বাহবা দিতে থাকেন। চারিদিকে ধন্য ধন্য রব পড়ে যায়। কিন্তু আসল কথা ফাঁস করে দেয় একটা পত্রিকা। তারা জানায় ছবিটা দু'বছর আগের। প্রাকৃতিক দূর্যোগের কবলে পড়ে এক বিড়ালের মালিক তার পোষা বিড়ালকে কোলে নিয়ে পানির ভেতর দিয়ে নিরাপদ ডাঙ্গায় আশ্রয় নিতে যাচ্ছিলেন। সে ছবির লোকটির মুখ কেটে ফটোশপের মাধ্যমে সেখানে ট্যাম্পের ছবি পেস্ট করে দিয়েছিল তাঁর ভক্ত। মিথ্যা জনপ্রিয়তা অর্জনের আশায় এমন একটা উদ্ভট পরিকল্পনা এক রাজনৈতিক বুদ্ধিই বটে!

হিটলার পোলান্ড আক্রমণের অজুহাত তৈরি করেছিলেন এমনি এক রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করে। তিনি মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত কতিপয় জার্মান সৈনিকের লাশকে পোলান্ডের সেনাবাহিনীর পোশাক পরিধান করিয়ে জার্মান সীমান্তে শুইয়ে রেখে তার ছবি ছাপিয়ে প্রমাণ করেছিলেন, পোলান্ডই তাঁর দেশ আক্রমণ করেছে। রাজনৈতিক বুদ্ধি আর কাকে বলে!

এবার সাংস্কৃতিক ভন্ডামির একটা উদাহরণ দেই। ২০১৫ সালের ঘটনা। নেদারল্যান্ডসের দু'জন শ্বেতাঙ্গ ডাচ নাগরিক ডাচ ভাষায় অনূদিত খ্রিষ্টানদের পবিত্র বাইবেলের একটি কপিকে পবিত্র কুরআনের মলাট পরিয়ে জনসমক্ষে উপস্থিত হয়। তারা লোকজনদের জানায়, এটা মুসলমানদের কুরআন। অতঃপর তা শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিদের হাতে দিয়ে তা থেকে কিছু বাছাই করা অনুচ্ছেদ পাঠ করতে বলে। নির্দেশ অনুযায়ী তারা উপস্থিত মানুষদের পাঠ করে শোনায়, "আমি কোনো স্ত্রীলোকের পাঠগ্রহণ অনুমোদন করিনা.. .. কোনো স্ত্রীলোক যদি অবাধ্য হয় তার হাত কেটে ফেলো.. ..।" এগুলো শুনে শ্রোতারা 'ইসলাম ধর্ম কী নিষ্ঠুর' বলে ধিক্কার দিতে থাকে। অথচ কথাগুলো ছিল বাইবেলের, বইটাও ছিল বাইবেল।

এ ঘটনার বর্ণনাকারী কানাডার একজন কলামিষ্ট। তাঁর নাম পারদকার। কানাডার বৃহত্তম পত্রিকা টরেন্টো স্টার-এ প্রকাশিত এক কলামে তিনি পাশ্চাত্যের কোন কোন মহল পরিকল্পিতভাবে ইসলামকে 'সন্ত্রাসের ধর্ম' বলে প্রচারের যে অপপ্রয়াস চালায় তার উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি প্রসঙ্গক্রমে এ ঘটনার উল্লেখ করেন। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল: ডব ংযড়ঁষফ ংঃড়ঢ় ষধনবষষরহম Terrorists as `Islamists' and `Islamic'. লেখাটি ছাপা হয়েছিল ২৪ মে ২০১৭ ইং।

মানুষের ভণ্ডামি কোনো একটি যুগে, কোনো একটি বিশেষ দেশে বা বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের শত প্রতিকূলতার মধ্যেও পৃথিবীতে বিশুদ্ধ ধার্মিক, সৎ রাজনীতিক ও মহৎ সংস্কৃতি চর্চাকারী মানুষ আছেন। আমাদেরকে অবশ্যই তাঁদের দলভুক্ত থাকতে হবে।

লেখক: সাবেক সরকারি কর্মকর্তা বিশিষ্ট কলামিষ্ট, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। ৩৬৪/১, এলিফ্যান্ট রোড, নিউ মার্কেট, ঢাকা-১২০৫।

প্রবন্ধ

মুসলিম বিবাহ: প্রচলিত রীতি-নীতি ও শরয়ী বিধান

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল মাসুম

দাম্পত্য জীবন মানবজীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনাপর্ব হলো বিয়ে, যা আদর্শ পরিবার গঠন, মানুষের জৈবিক চাহিদা পূরণ এবং মানসিক প্রশান্তি লাভের প্রধান উপকরণ। এটা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ইবাদত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নতও বটে। এতে রয়েছে প্রভুত কল্যাণ ও উপকারিতা। বিয়ের বিবিধ কল্যাণের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা তাই ইরশাদ করেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

অর্থাৎ 'আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।'[৩৬] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে - 'তোমরা বিবাহযোগ্যদের বিবাহ সম্পন্ন করো, তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সচ্ছলতা দান করবেন; আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞানী।'[৩৭]

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

মূলত বিবাহ তখনই সুফল বয়ে আনবে, যখন তা হবে আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশিত পন্থার আলোকে যেখানে থাকবে না পশ্চিমাদের কোনো কৃষ্টি-কালচার। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে- আজ ইহুদী-খৃষ্টানদের বিয়ের প্রথা গুলো আমাদের মুসলিম সমাজে এতটাই ছেয়ে গেছে যে, সমাজের লোকের নিকট তা খুবই পছন্দনীয় এবং তা দাম্ভিকতার সাথে পালন করছে; যা আদর্শ মুসলিমের জন্য শোভা পায় না। ফলে আজ মানুষ বিয়ে করে থাকে ঠিকই, কিন্তু এর ভেতর থাকেনা কুরআন-হাদিসের বর্ণিত বরকত। থাকেনা সংসারে প্রশান্তি। বর্তমান বিয়ে অনুষ্ঠান দেখলে প্রথমে ভুল মনে হবে, এটা কি বিয়ের অনুষ্ঠান না নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার স্থান। নববধু ও বরের সাথে অবিরাম ছবি তুলছে আগত কিছু লোক। শরীয়ত নির্দেশিত পর্দার কোন নিয়ম মানা হয় না। এ এক নির্লজ্জ বেহায়াপনার আরেক নাম। যেন একদল যুবক খেয়াল খুশী মতো আনন্দ ফুর্তিতে মেতে উঠার নাম আলোচ্য নিবন্ধে এ বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস পেলাম।

বিয়ে করা যুবক-যুবতীদের জন্য ক্ষেত্র ভেদে ফরজ আবার কখনো সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বিবাহ করেছেন এবং এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলেছেন,

أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

অর্থাৎ 'আমি নারীকে বিবাহ করি। (তাই বিবাহ আমার সুন্নত) অতএব যে (বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও) আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।'[৩৮]

কারো কারো ক্ষেত্রে বিবাহ করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। যেমন : যদি কেউ বিবাহ না করলে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করে, ভরণ পোষনে সামর্থও রাখে তখন নিজেকে পবিত্র রাখতে এবং হারাম কাজ থেকে বাঁচতে বিয়ে করা ওয়াজিব হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يَا مَعْشَرَالشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ غَضُّ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء.

অর্থাৎ 'হে যুব সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিয়ে করে। কেননা তা চক্ষুকে অবনত করে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে। আর যে এর সামর্থ্য রাখে না, তার কর্তব্য রোযা রাখা। কেননা তা যৌন উত্তেজনার প্রশমন ঘটায়।'[৩৯]

ইমাম রাগিব ইস্পাহানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বিয়েকে দুর্গ বলা হয়েছে, কেননা (বিয়ে) স্বামী-স্ত্রী

[৩৬] - সূরা রুম,আয়াত: ২১
[৩৭] - সূরা নুর, আয়াত: ৩২
[৩৮] - সহিহ বুখারী,হাদীস : ৫০৫৬; সহিহ মুসলিম,হাদীস : ৩৪৬৯; সুনানে দারিমী-কিতাবুন নিকাহ
[৩৯] - সহিহ বুখারী : ৫০৬৬; সহিহ মুসলিম : ৩৪৬৪

উভয়কে সকল প্রকার লজ্জাজনক কাজ থেকে দুর্গবাসীদের মতো বাঁচিয়ে রাখে।[৪০]

তবে এই পবিত্র কর্ম পালন করতে গিয়ে মাঝে মাঝে কিছু কু-প্রথা মানা হয় যা অনুচিত।

বিবাহে প্রচলিত কু-প্রথা

১. **বিশেষ কোন মাসে বা যে কোন দিনে বিয়ে করা যাবে না মনে করা:** চন্দ্র বর্ষের কোন মাসে বা কোন দিনে অথবা বর/কনের জন্ম তারিখে বা তাদের পূর্ব পুরুষের মৃত্যুর তারিখে বিবাহ শাদী হতে বিরত থাকার ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তে কোন বিধি নিষেধ নেই। বরং বিশেষ কোন মাসে বা যে কোন দিনে বিয়ে করা যাবে না মনে করাই গুনাহ।

২. আনুষ্ঠানিকভাবে ঘটা করে পাত্রী দেখানোর যে প্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিত, তা সুন্নতের পরিপন্থী ও পরিত্যাজ্য।[৪১]

৩. **আতশবাজি, রং বাজী:** বিবাহ উৎসবে পটকা-আতশবাজি ফুটান, অতিরিক্ত আলোকসজ্জা করা, রং বাজী করা বা রঙ দেওয়ার ছড়াছড়ি ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ।

৪. **চন্দন-হলুদ..মাখা :** আমাদের সমাজে কোথাও বিবাহ-শাদীতে বাঁশের কুলায় চন্দন,মেহদি, হলুদ, কিছু ধান-দূর্বা ঘাস কিছু কলা, সিঁদুর ও মাটির চাটি নেওয়া হয়। মাটির চাটিতে তেল নিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। স্ত্রী ও বরের কপালে তিনবার হলুদ লাগায় এমনকি মূর্তিপূজার ন্যায় কুলাতে রাখা আগুন জ্বালানো চাটি বর-কনের মুখের সামনে ধরা হয় ও আগুনের ধুঁয়া ও কুলা হেলিয়ে-দুলিয়ে বাতাস দেওয়া হয়। এসব হিন্দুয়ানী প্রথা ও অনৈসলামিক কাজ বর্জন করা অত্যাবশ্যক। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, -من تشبه بقوم فہو منہم

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে তথা সংস্কৃতির অনুসরণ করবে, সে তাদেরই বলে গণ্য হবে।[৪২]

৫. **কনেকে কোলে তোলে আনা:** বরের কিংবা কনের আত্মীয় কনেকে কোলে তুলে বাসর ঘর বা গাড়ী পর্যন্ত পৌছে দেওয়া অথবা বরের কোলে করে মুরুব্বীদের সামনে স্ত্রীর বাসর ঘরে গমনের নীতি একটি বেহায়াপনা, নির্লজ্জ ও অনৈসলামিক কাজ।

৬. বরের ভাবী ও অন্য যুবতী মেয়েরা বরকে সমস্ত শরীরে হলুদ মাখিয়ে গোসল করিয়ে দেওয়া নির্লজ্জ কাজ যা ইসলাম সমর্থন করে না। বর ও কনেকে হলুদ বা গোসল করতে নিয়ে যাওয়ার সময় মাথার উপর বড় চাদর এর চার কোনা চার জনের ধরা এবং গোসলের জন্য যুবতীরা সাত পুকুরের পানি তুলে আনা হিন্দুয়ানী প্রথা।

৭. বিবাহ করতে যাওয়ার সময় বরকে পিড়িতে বসিয়ে বা সিল-পাটাই দাড় করিয়ে দই-ভাত খাওয়ানো ইসলামিক প্রথা নয়।

৮. শর্ত আরোপ করে বর যাত্রীর নামে বরের সাথে অধিক সংখ্যাক লোকজন নিয়ে যাওয়া এবং কনের বাড়ীতে মেহমান হয়ে কনের পিতার উপর বোঝা সৃষ্টি করা আজকের সমাজের একটি জঘন্য কু-প্রথা, যা সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করা আবশ্যক।[৪৩]

৯. **পুরুষ দাড়ি মুন্ডন করা :** আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ অমান্য করে বিয়ে উপলক্ষে দাড়ি মুন্ডানো তো এখন অনেকের কাছেই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাড়ি না কামিয়ে বিয়েতে যাওয়াকে অনেকে দোষের মনে করেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

অর্থাৎ 'তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করো : দাড়ি বড় করো এবং গোঁফ ছোট করো।'[৪৪] হাদীসে দাড়ি রাখতে সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, যা থেকে প্রমাণিত হয় দাড়ি রাখা ওয়াজিব। কোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ে দাড়ি কাটার অবকাশ নেই।

১০. বিয়েতে নারীদের বর্জনীয় কাজসমূহ

ক. **ভ্রু উপড়ানো:** ভ্রু উপড়ানো বা পাতলা করা এমন একটি কাজ, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম করেছেন এবং এ কাজ করা ব্যক্তির ওপর অভিশাপ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন সেসব মহিলার ওপর যারা

[৪০] - মুফরাদাত

[৪১] - ইমদাদুল ফাতাওয়া,৪/ ২০০

[৪২] - মুসনাদে আহমদ, হাদীস:৫১১৪-৫১১৫; সুনানে আবূ দাউদ : ৪০৩৩

[৪৩] - মুসনাদে আহমদ,হাদীস:২০৭২২; সহিহ বুখারী,হাদীস:২৬৯৭

[৪৪] - সহিহ বুখারী,হাদীস : ৫৮৯২; সহিহ মুসলিম,হাদীস : ৬২৫

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

সৌন্দর্যের জন্য উল্কি অঙ্কন করে ও করায়, ভ্রু উৎপাটন করে ও করায় এবং দাঁত ফাঁকা করে।'[৪৫]

খ. চুল কাটা : চুল কাটার তিনটি ধরন রয়েছে : পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে চুল কাটা। এটি হারাম এবং কবীরা গুনাহ। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারীদের অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেন, 'তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের দিকে তাকাবেন না : পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারী এবং ব্যভিচারের দূত।'[৪৬]

যদি চুল ছোট করা হয় এমনভাবে যে, তাতে পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ হয় না তবে ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে তা মাকরূহ। যদি অমুসলিম রমণীদের অনুকরণে চুল ছোট করা হয়, তবে তা হারাম। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।'[৪৭]

গ. অশ্লীল কিংবা প্রসিদ্ধি ও অহংকারের পোশাক পরা : অতি টাইট, পাতলা ও গোপন সৌন্দর্যকে প্রস্ফুটিত করে এমন পোশাক পরা। বক্ষ, বাহু ও কটি (কোমর) ইত্যাদি দৃশ্যমান হয় এমন দৃষ্টিকটু পোশাক পরে অহংকার দেখানো এবং পর পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা সম্পূর্ণ নিষেধ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'দুই শ্রেণীর জাহান্নামী লোক যাদের আমি এখনো দেখিনি। (তবে তারা অচিরেই সমাজে দেখা দেবে) এক. সন্ত্রাসী দল, তাদের সাথে গরুর লেজ সদৃশ চাবুক থাকবে। তারা এর দ্বারা লোকজনকে আঘাত করবে। দুই. এমন নারী যারা (পাতলা ফিনফিনে কাপড়) পরিহিতা অথচ উলঙ্গ, অপরকে আকর্ষণকারিণী আবার নিজেরাও অপরের দিকে আকৃষ্ট। তাদের মস্তকগুলো হবে বুখতি উটের হেলানো কুজের মতো। এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ বহু দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।'[৪৮]

অন্যত্র রয়েছে -'যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধির পোশাক পরিধান করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন।'[৪৯]

ঘ. সুগন্ধি ব্যবহার করা : বিবাহ অনুষ্ঠানে ইদানীং মেয়েরা বিশেষত তরুণীরা মহা উৎসাহে সেন্ট ব্যবহার করে অংশগ্রহণ করে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে অতঃপর মানুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাতে তার সুগন্ধি পায়, সে ব্যভিচারিণী।'[৫০]

১১. খাবারে অপচয় করা: খাবারে অপচয় করা, খাদ্য নষ্ট করা, ফেলে দেয়া ইত্যাদি বস্তুত মেহমানদের সম্মানের খাতিরে নয় এসব করা হয় মূলত বিত্ত ও আভিজাত্য প্রকাশের জন্য। এরা শয়তানের দোসর।

ইরশাদ হচ্ছে -

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

অর্থাৎ "নিশ্চয় অপচয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান হচ্ছে তার প্রভুর প্রতি বড় অকৃতজ্ঞ।"[৫১]

সুপ্রিয় পাঠক! এসব কাজ থেকে একটু বিরত হোন। নিজেকে রক্ষা করুন এবং আল্লাহ হিসাব নেয়ার আগে নিজে নিজের হিসাব নিন। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَاتَزُولُ قَدَمَاعَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ.

অর্থাৎ 'কিয়ামতের দিন কোনো বান্দার পা নড়বে না যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন করা হবে তার হায়াত সম্পর্কে : কোন কাজে তা ব্যয় করেছে, জিজ্ঞেস করা হবে তার ইলম সম্পর্কে : সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে, প্রশ্ন করা হবে তার সম্পদ বিষয়ে : কোথেকে তা উপার্জন করেছে এবং কোথায় তা খরচ করেছে এবং জিজ্ঞেস করা হবে তার দেহ সম্পর্কে : কোথায় তা কাজে লাগিয়েছে।'[৫২]

আর বিবাহের ক্ষেত্রেও রয়েছে কিছু নিয়মাবলি। এসব মেনে সুন্নত পন্থায় বিবাহ সম্পাদন করা বরকতময়।

[৪৫] - সহিহ মুসলিম,হাদীস : ৫৬৯৫
[৪৬] - মুসনাদ আহমদ, হাদীস : ৬১৮০
[৪৭] - সুনানে আবূ দাউদ,হাদীস : ৪০৩৩
[৪৮] - সহিহ মুসলিম,হাদীস:৫৭০৪; সুনানে বায়হাকী, হাদীস : ৩৩৮৬
[৪৯] - সুনানে আবূ দাউদ,হাদীস : ৪০২৩; সুনানে ইবনে মাজাহ,হাদীস: ৩৬০৩
[৫০] - সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ৯৩৬১; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৯৭২৬
[৫১] - সূরা বনী ইসরাঈল,আয়াত:২৭
[৫২] - জামে তিরমিযী,হাদীস : ২৬০

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সেই অনুপম আদর্শগুলো গ্রহণ করা। যেমন-

১. পরামর্শ করা: বিবাহ করতে চাইলে করণীয় হলো বিয়ে ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ, পাত্রী ও তার পরিবার সম্পর্কে ভালো জানাশুনা রয়েছে এমন ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে অধিক পরিমাণে পরামর্শ করতেন। আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

مَارَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থাৎ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অন্য কাউকে আপন সাথীদের সঙ্গে বেশি পরামর্শ করতে দেখি নি।' [৫৩]

২. পাত্র-পাত্রী নির্বাচন: পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অনেক দিক রয়েছে। সামাজিক, আর্থিক, ধর্মীয়, আচার-ব্যবহার, মন-মনন, যোগ্যতা শিক্ষা, গুণ, চরিত্র, খেদমত, মিযায, মানসিকতা শারীরিকগঠন, বুদ্ধিমত্তা, ভক্তি, রুচি, পরিবার, বংশ সৌন্দর্য, প্রভৃতি মানদন্ডে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করা যেতে পারে। এ সবের মধ্যে দ্বীনদারীর দিকটা প্রাধান্য দিতে হবে। কেননা, হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে সাধারণত সৌন্দর্য, অর্থবিত্ত, বংশ ও দ্বীনদারীর দিক লক্ষ্য করা হয়। তবে তোমরা দ্বীনদারীকে প্রাধান্য দিবে।" [৫৪]

সৎ ও খোদাভীরু পাত্র-পাত্রীর সন্ধান করে বিবাহের পূর্বে পয়গাম পাঠানোর ক্ষেত্রে কোন বাহানা বা সুযোগে পাত্রী দেখা সম্ভব হলে, দেখে নেয়া মুস্তাহাব। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে ঘটা করে পাত্রী দেখানোর যে প্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিত তা সুন্নতের পরিপন্থী ও পরিত্যাজ্য। [৫৫] হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِذَاخَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَعَلَى أَنْ يَرَى مِنْهَا مَا يُعْجِبُهُ وَيَدْعُوهُ إِلَيْهَا فَلْيَفْعَلْ .

অর্থাৎ 'তোমাদের কেউ যখন কোন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, অতঃপর তার পক্ষে যদি ওই নারীর এতটুকু সৌন্দর্য দেখা সম্ভব হয়, যা তাকে মুগ্ধ করে এবং মেয়েটিকে (বিবাহ করতে) উদ্বুদ্ধ করে, সে যেন তা দেখে নেয়।' [৫৬]

অপর এক হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا .قَالَ لاَ .قَالَ فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِى أَعْيُنِ الأَنْصَارِشَيْئًا.

অর্থাৎ 'একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে ছিলাম। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে জানাল যে, সে একজন আনসারী মেয়েকে বিয়ে করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি তাকে দেখেছো?' সে বললো, না। তিনি বললেন, যাও, তুমি গিয়ে তাকে দেখে নাও। কারণ আনসারীদের চোখে (সমস্যা) কিছু একটা রয়েছে'। [৫৭]

ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা যায়, যাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক তাকে দেখে নেয়া মুস্তাহাব।' [৫৮]

৩.বর-কনের পারস্পরিক যোগাযোগ: প্রস্তাব দেয়া নারীর সঙ্গে ফোন বা মোবাইলে কিংবা চিঠি ও মেইলের মাধ্যমে শুধু বিবাহের চুক্তি ও শর্তাদি বোঝাপড়ার জন্য যোগাযোগের অনুমতি রয়েছে। তবে এ যোগাযোগ হতে হবে ভাব ও আবেগ বিবর্জিত ভাষায়। কেননা, বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণকারী কনের কেউ নন, যতক্ষণ না তারা বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। উল্লেখ্য, এ যোগাযোগ উভয়ের অভিভাবকের সম্মতিতে হওয়া শ্রেয়।

৪.একজনের প্রস্তাবের ওপর অন্যজনের প্রস্তাব না দেয়া : যে নারীর কোথাও বিয়ের কথাবার্তা চলছে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া বৈধ নয়। হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لاَيَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ، أَوْ يَتْرُكَ.

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

[৫৩] - জামে তিরমিযী,হাদীস : ১৭১৪; বায়হাকী,হাদীস : ১৯২৮০
[৫৪] - সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫০৯০
[৫৫] - সহিহ বুখারী, হাদিস:৫০৯০, ইমদাদুল ফাতাওয়া,4/ ২০০
[৫৬] - বায়হাকী, সুনান কুবরা,হাদীস : ১৩৮৬৯
[৫৭] - সহিহ মুসলিম, হাদীস : ৩৫৫০
[৫৮] - নববী, শরহে সহিহ মুসলিম, ৯/১৭৯

অর্থাৎ 'কেউ তার ভাইয়ের প্রস্তাবের ওপর যেন প্রস্তাব না দেয়, যতক্ষণ না সে তাকে বিবাহ করে অথবা প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয়।'[৫৯] হ্যা, দ্বিতীয় প্রস্তাবদাতা যদি প্রথম প্রস্তাবদাতার কথা না জানেন তবে তা বৈধ। এ ক্ষেত্রে ওই নারী যদি প্রথমজনকে কথা না দিয়ে থাকেন তবে দু'জনের মধ্যে যে কাউকে গ্রহণ করতে পারবে।

৫. ইদ্দতে থাকা নারীকে প্রস্তাব না দেয়া : বায়ান তালাক বা স্বামীর মত্যুতে ইদ্দত পালনকারী নারীকে সুস্পষ্ট প্রস্তাব দেয়া হারাম। ইঙ্গিতে প্রস্তাব দেয়া বৈধ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

অর্থাৎ 'আর এতে তোমাদের কোন পাপ নেই যে, তোমরা নারীদেরকে ইশারায় যে প্রস্তাব করবে।'[৬০] তবে 'রজঈ' তালাকপ্রাপ্তা নারীকে সুস্পষ্টভাবে তো দূরের কথা আকার-ইঙ্গিতে প্রস্তাব দেয়াও হারাম। তেমনি এ নারীর পক্ষে তালাকদাতা ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও প্রস্তাবে সাড়া দেয়াও হারাম। কেননা এখনো সে তার স্ত্রী হিসেবেই রয়েছে। (সুস্পষ্ট প্রস্তাব : যেমন এ কথা বলা যে, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। অস্পষ্ট প্রস্তাব : যেমন এ কথা বলা যে, আমি তোমার মতো মেয়েই খুঁজছি ইত্যাদি বাক্য।)

৬.উপযুক্ত পাত্রের প্রস্তাব প্রত্যাখান না করা: উপযুক্ত পাত্র পেলে তার প্রস্তাব নাকচ করা উচিত নয়। হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الأَرْضِ وَ فَسَادٌ عَرِيضٌ.

অর্থাৎ 'যদি এমন কেউ তোমাদের বিয়ের প্রস্তাব দেয় যার ধার্মিকতা ও চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট তবে তোমরা তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে। আর যদি তা দ্বারা পৃথিবীতে ব্যাপক অরাজকতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে প্রত্যাখান করো।'[৬১]

৭.অলংকার ও যৌতুক: কোন পক্ষ স্বর্ণালংকারের শর্ত দেয়া নিষেধ এবং ছেলের পক্ষ থেকে যৌতুক চাওয়া হারাম।[৬২]

৮. উকীল নিযুক্তকরণ: মেয়ের কোন মুহরিম (এমন ব্যক্তি, যাকে বিবাহ করা হারাম) বিবাহের এবং উকীল হওয়ার অনুমতি নিবে।[৬৩]

৯. বিবাহের মোহর: বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মোহর নির্ধারণ। বিবাহের মোহর নির্ধারণ ওয়াজিব। এটা সম্পূর্ণ স্ত্রীর অধিকার। তার নারীত্বের সম্মান। মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ ১০ দেরহাম তথা বর্তমান দেশীয় মূল্যমানে প্রায় ৫০০ থেকে ৯০০ টাকা। সর্বোচ্চ কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। তবে এক্ষেত্রে স্বামীর আর্থিক অবস্থা বিচেনায় রেখে মোহর নির্ধারণ করা কর্তব্য। এমন পরিমাণ সে নির্ধারণ করবে, যা সে নগদে বা পরবর্তীতে আদায়ে সক্ষম। হবু স্ত্রীর বংশীয়া মহিলার মোহর এবং স্বামীর আর্থিক অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটা পরিমাণ বিবেচনা করে অংক নির্ধারণ করা যেতে পারে। প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে এমন পরিমাণ নির্ধারণ করা ঠিক নয়, যা স্বামীর পক্ষে আদায় করা আদৌ সম্ভব নয়। এমনটি করলে সে অবশ্যই গুনাহগার হবে। কেননা, মোহর একটি অবশ্যই আদায়যোগ্য ঋণ, অন্যান্য ঋণ অনাদায়ী থাকলে তার জন্য যেমন জবাবদিহি করতে হবে, তেমনি এর জন্যও আখেরাতে জবাবাদিহি করতে হবে।

১০. বিবাহের দিন নির্ধারণ: শাউয়াল মাসে এবং জুমুয়ার দিনে মসজিদে বিবাহ সম্পাদন করা উত্তম। উল্লেখ্য, সকল মাসের যে কোন দিন বিবাহ করা জায়েয আছে।[৬৪]

১১. বিবাহের খবর ব্যাপকভাবে প্রচার করে বিবাহ করা এবং বিবাহের পরে আকদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকদের মাঝে খেজুর বন্টন করা সুন্নাত।[৬৫]

১২.বিয়ের নিয়ত শুদ্ধ করা : নারী-পুরুষের উভয়ের উচিত বিয়ের মাধ্যমে নিজকে হারামে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচানোর নিয়ত করা। তাহলে উভয়ে এর দ্বারা ছাদাকার ছাওয়াব লাভ করবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের সবার স্ত্রীর যোনিতেও রয়েছে ছাদাকা। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কেউ কি তার জৈবিক চাহিদা মেটাবে আর তার জন্য সে কি নেকী লাভ করবে? তিনি বললেন, 'তোমরা কি মনে করো যদি সে ওই চাহিদা হারাম উপায়ে মেটাতো তাহলে তার জন্য কোনো গুনাহ

[৫৯] - সহিহ বুখারী,হাদীস : ৫১৪৪; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ৩২৪১

[৬০] - সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৩৫

[৬১] - জামে তিরমিযী,হাদীস: ১০৮৪

[৬২] - আহসানুল ফাতাওয়া, ৫/১৩

[৬৩] - সহিহ মুসলিম,হাদীস:১৪২১

[৬৪] - সহিহ মুসলিম,হাদীস: ১৪২৩; বায়হাকী,হাদীস: ১৪৬৯৯

[৬৫] - সহিহ বুখারী,হাদীস: ৫১৪৭

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

হত না? (অবশ্যই হতো) অতএব তেমনি সে যখন তা হালাল উপায়ে মেটায়, তার জন্য নেকী লেখা হয়।'[৬৬]

১৩. মাসনূন বিবাহ সাদা সিধে ও অনাড়ম্বর হবে, যা অপচয়, অপব্যয়, বেপর্দা ও বিজাতীয় সংস্কৃতি মুক্ত হবে এবং যৌতুকের শর্ত বা সামর্থের অধিক মহরানার শর্ত থেকেও মুক্ত হবে।[৬৭]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় সে বিয়ে বেশি বরকতপূর্ণ হয়, যে বিয়েতে খরচ কম হয়।[৬৮]

১৪. নির্দোষ সঙ্গীত ও দফ বাজানো: বিয়ের ঘোষণার স্বার্থে শুধু দফ বাজানো এবং নির্দোষ সঙ্গীত গাওয়ার অনুমতি রয়েছে। তবে সে সঙ্গীত রূপের বর্ণনা কিংবা অবৈধ কিছুর আহ্বান মুক্ত হতে হবে।[৬৯]

১৫.বিয়ের দা'ওয়াত গ্রহণ করা: কেউ যদি বিয়ের দা'ওয়াত দেয় তাহলে সে দা'ওয়াত কবুল করা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমাদের কাউকে যখন বৌভাতের (ওয়ালিমা) দাওয়াত দেয়া হয়, সে যেন তাতে অংশ নেয়।'[৭০]

অন্যত্র রয়েছে, 'আর যে দাওয়াত কবুল করল না সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করল।'[৭১]

তবে বিয়ের অনুষ্ঠানে যদি নিষিদ্ধ কিছুর আয়োজন থাকে তবে তাতে অংশ নেয়ার অনুমতি নেই। হযরত আলী রাদ্বিল্লাহু আনহু বলেন,

صَنَعْتُ طَعَامًا وَدَعَوْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ، فَرَأَى فِي الْبَيْتِ تَصَاوِير فَرَجَعَ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ لِمَ رَجَعْتَ؟ قَالَ : إِنَّ فِي الْبَيْتِ شَيْئًا فِيهِ تَصَاوِيرُ وَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَاتَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ.

অর্থাৎ 'আমি একটি খাবার তৈরি করলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত দিলাম। ফলে তিনি এলেন। তারপর ঘরে ছবি দেখতে পেয়ে ফেরত এলেন। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ফিরে এলেন কেন? তিনি বললেন, 'ঘরে কিছু রয়েছে যাতে ছবি আঁকা। আর যে ঘরে ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।'[৭২]

উক্ত হাদীসের আলোকে আলিমগণ বলেন, যে দাওয়াতে নিষিদ্ধ বিষয় রয়েছে, তা বর্জন করা উচিত। ইমাম আওযায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'সে ঘরে বিয়ের দাওয়াতে যাওয়া যাবে না, যেখানে তবলা এবং বাদ্যযন্ত্র রয়েছে।'[৭৩]

১৬. নব দম্পতির জন্য দু'আ করা : নব দম্পতির জন্য নিম্নোক্ত দু'আ করা সুন্নত। হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন কোন ব্যক্তি বিবাহ করত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.

অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমার জন্য বরকত দিন, তোমার ওপর বরকত দিন এবং তোমাদের উভয়েক কল্যাণে মিলিত করুন।'[৭৪]

১৭. বাসর ঘরে স্ত্রীর মাথার অগ্রভাগে ডান হাত রেখে দু'আ পড়া : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,'তোমাদের কেউ যখন কোনো নারী, ভৃত্য বা বাহন থেকে উপকৃত হয় (বিয়ে বা খরিদ করে) তবে সে যেন তার মাথার অগ্রভাগ ধরে, বিসমিল্লাহ পড়ে এবং বলে :

اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ.

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এর ও এর স্বভাবের কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং এর ও এর স্বভাবের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[৭৫]

১৮. স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সালাত আদায় করা : হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, স্ত্রী যখন স্বামীর কাছে যাবে, স্বামী তখন ওযু সহকারে দাঁড়িয়ে যাবে। আর স্ত্রীও দাঁড়িয়ে যাবে তার পেছনে। অতঃপর তারা একসঙ্গে দুই রাকা'ত সালাত আদায় করবে এবং বলবে :

[৬৬] - সহিহ মুসলিম,হাদীস : ১৬৭৪; মুসনাদ আহমদ,হাদীস: ২১৫১১

[৬৭] - তাবারানী আউসাত, হাদিস:৩৬১২;সুনানে আবু দাউদ, হাদীস:২১০৬

[৬৮] - মুসনাদে আহমদ ;মুস্তাদরাকে হাকিম

[৬৯] - জামে তিরমি যী, হাদীস: ১০৮৯;সুনানে ইবনে মাজাহ,হাদীস: ১৮৯৫; সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫১৪৭, ৫১৬২; ফাতহুল বারী ৯/২২৬;দুররে মুহতার, ২/৩৫৯

[৭০] - সহিহ বুখারী : ৫১৭৩; সহিহ মুসলিম : ৩৫৮২

[৭১] - সহিহ মুসলিম,হাদীস: ৩৫৯৮

[৭২] - আলবানী, তাহরীমু আলাতিত-তারব : ১/১০৪

[৭৩] - মুসনাদ বাযযার,হাদীস : ৫২৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ৩৩৫৯

[৭৪] - সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস: ২১৩০

[৭৫] - বায়হাকী, সুনানে কুবরা,হাদীস : ১৪২১১; ইবনে মাজাহ, হাদীস: ১৯১৮

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman

اللّٰهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ، اللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي مِنْهُمْ وَارْزُقْهُمْ مِنِّي، اللّٰهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَى خَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ.

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য আমার পরিবারে বরকত দিন আর আমার ভিতরেও বরকত দিন পরিবারের জন্য। হে আল্লাহ! আপনি তাদের থেকে আমাকে রিযক দিন আর আমার থেকে তাদেরও রিযক দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের যতদিন একত্রে রাখেন কল্যাণের সাথে একত্র রাখুন আর আমাদের মাঝে যখন বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিবেন তখন কল্যাণের পথেই বিচ্ছেদ ঘটাবেন।'[৭৬]

১৯. স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের দু'আ পড়া : স্ত্রী সহবাসকালে নিচের দু'আ পড়া সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের কেউ যদি স্ত্রী সঙ্গমের প্রাক্কালে বলে :

بِاسْمِ اللهِ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا

অর্থাৎ আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তানের কাছ থেকে দূরে রাখুন আর আমাদের যা দান করেন তা থেকে দূরে রাখুন শয়তানকে। তবে সে মিলনে কোনো সন্তান দান করা হলে শয়তান কখনো তার ক্ষতি করতে পারবে না।'[৭৭]

উপরোক্ত দোয়া না পড়লে শয়তানের তাছীরে বাচ্চার উপর কু-প্রভাব পড়ে। অতঃপর সন্তান বড় হলে, তার মধ্যে ধীরে ধীরে তা প্রকাশ পেতে থাকে এবং বাচ্চা নাফরমান ও অবাধ্য হয়। সুতরাং স্বামী- স্ত্রী এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা জরুরী।

২০. নিষিদ্ধ সময় ও জায়গা থেকে বিরত থাকা: হযরত আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কোনো ঋতুবতী মহিলার সঙ্গে কিংবা স্ত্রীর পেছনপথে সঙ্গম করে অথবা গণকের কাছে যায় এবং তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে, সে যেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করলো।'[৭৮]

২১. ঘুমানোর আগে অযূ বা গোসল করা : স্ত্রী সহবাসের পর সুন্নত হলো অযূ বা গোসল করে তবেই ঘুমানো। অবশ্য গোসল করাই উত্তম। হযরত আম্মার বিন ইয়াসার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তিন ব্যক্তির কাছে ফেরেশতা আসে না : কাফের ব্যক্তির লাশ, জাফরান ব্যবহারকারী এবং অপবিত্র শরীর বিশিষ্ট ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে অযূ করে।'[৭৯]

২২.ঋতুবতীর স্ত্রীর সঙ্গে যা কিছুর অনুমতি রয়েছে : স্বামীর জন্য ঋতুবতী স্ত্রীর সঙ্গে যোনি ব্যবহার ছাড়া অন্য সব আচরণের অনুমতি রয়েছে। স্ত্রী পবিত্র হবার পর গোসল করলে তার সঙ্গে সবকিছুই বৈধ। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে বলেন, '(ঋতুবতীর স্ত্রীর সঙ্গে) সঙ্গম ব্যতিত সবই করতে পারবে।'[৮০]

২৩. স্ত্রী সান্বিধ্যের গোপন তথ্য প্রকাশ না করা : বিবাহিত ব্যক্তির আরেকটি কর্তব্য হলো নিজ স্ত্রী সংশ্লিষ্ট গোপন তথ্য কারো কাছে প্রকাশ না করা। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে গণ্য হবে, যে তার স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ হয়; অতঃপর সে এর গোপন বিষয় অপরের নিকট প্রচার করে।'[৮১]

২৪. ওয়ালিমা করা: বিয়ের (বাসর রাতের) পরদিন বা পরবর্তী সময়ে সুবিধামতো নিকটতম সময়ের মধ্যে স্বীয় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাংখী এবং গরীব মিসকীনদের দাওয়াত দিয়ে ওয়ালিমা করা বিধেয়। তবে তিন দিনের মধ্যে করা উত্তম। যেকোনো প্রকার খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ওয়ালিমা করা যায়। বাংলায় ওয়ালিমাকে বউভাত বলা হয়ে থাকে। এক দিন ওয়ালিমা করা সুন্নত, দুই দিন ওয়ালিমা করা মুস্তাহাব, তিন দিন ওয়ালিমা করা জায়েজ।[৮২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ওয়ালিমা করেছেন এবং সাহাবিদের করতে বলেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমিনীন হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করার পরদিন ওয়ালিমা করেছিলেন।[৮৩] আর হযরত ছাফিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ের পর তিন দিন যাবৎ ওয়ালিমার ব্যবস্থা করেছিলেন।[৮৪]

---

[৭৬] - তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, হাদীস : ৮৯০০
[৭৭] - সহিহ বুখারী,হাদীস : ৭৩৯৬
[৭৮] - মুসনাদ আহমদ,হাদীস : ১০১৭০; ইবনে মাজাহ,হাদীস : ৬৩৯
[৭৯] - সুনান আবূ দাউদ,হাদীস : ৪১৮২
[৮০] - সহিহ মুসলিম,হাদীস : ৭২০
[৮১] - সহিহ মুসলিম,হাদীস : ৩৬১৫
[৮২] - সহিহ মুসলিম,হাদীস: ১৪২৭
[৮৩] - সহিহ বুখারি, হাদীস:৫১৭০
[৮৪] - মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস:৩৮৩৪

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করার পর যত বড় ওয়ালিমা করেছিলেন, তত বড় ওয়ালিমা তিনি তাঁর অন্য কোনো স্ত্রীর বেলায় করেননি এবং মানুষকে রুটি-গোশত দিয়ে তৃপ্তি সহকারে আপ্যায়ন করেছিলেন।[৮৫]

আর উম্মুল মুমিনীন ছাফিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে মুক্ত করে বিবাহ করার সময় তাঁর মোহর নির্ধারণ করলেন তাঁর মুক্তিপণ। তিনি তাঁর বিবাহের ওয়ালিমা করেছিলেন 'হায়স' নামক খাদ্য দিয়ে, যা খেজুর, পনির ও ঘি দ্বারা তৈরি ছিল।[৮৬]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর গায়ে হলুদ রঙের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এটা কী? তিনি বললেন,ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এক খেজুর আঁটির ওজন স্বর্ণ দিয়ে একজন মহিলাকে বিবাহ করেছি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ তোমার বিবাহে বরকত দান করুক। একটি ছাগল দ্বারা হলেও তুমি ওয়ালিমা করো।'[৮৭]

ওলীমায় অতিরিক্ত ব্যয় করা কিংবা খুব উচু মানের খানার ব্যবস্থা করা জরুরী নয়। বরং সামর্থানুযায়ী খরচ করাই সুন্নত আদায়ের জন্য যথেষ্ট। যে ওলীমায় শুধু ধনী ও দুনিয়াদার লোকদের দাওয়াত দেওয়া হয়, দ্বীনদার ও গরীব গরীব-মিসকিনদের দাওয়াত দেওয়া হয়না, সে ওলীমাকে হাদিসে নিকৃষ্টতম ওলীমা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং এ ধরনের ওলীমা আয়োজন থেকে বিরত থাকা উচিত।[৮৮]

বর্তমান যুগে ওয়ালিমার এই সুন্নত বর্জনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা বাঞ্ছনীয় নয়। বিশেষত মেয়ে পক্ষের ওপর আপ্যায়নের যে চাপ সৃষ্টি করা হয়, তা সম্পূর্ণ হারাম। সর্বোপরি শর্ত আরোপ করে বরযাত্রীর নামে বরের সঙ্গে অধিকসংখ্যক লোক নিয়ে যাওয়া এবং কনের বাড়িতে মেহমান হয়ে কনের পিতার ওপর বোঝা সৃষ্টি করা আজকের সমাজের একটি জঘন্য কুপ্রথা, যা শরীয়ত বিরোধী এবং সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা আবশ্যক।[৮৯] এতে অংশগ্রহণ করাও হারাম ও পাপ কাজ। কেননা, কারও ওপর জোর প্রয়োগ করে কোনো খাবার গ্রহণ করা জুলুমের শামিল।[৯০]

অতএব, নিজের একাকীত্ব জীবনের অবসান ঘটিয়ে যুগল জীবনে পদার্পণের পর্বটি শরয়ী নির্দেশনা অনুসরণে সম্পন্ন করা একজন মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেননা, যারা নিজের জীবনের প্রতিটি পর্বকে কুরআন-সুন্নাহর আদলে গড়ে তোলেন এবং সর্ব প্রকার নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকেন, আশা করা যায় তারাই হবেন সফল ও সার্থক। তাদের মৃত্যু হবে পরম সৌভাগ্যময়। আর তারাই হবেন সে দলের অন্তর্ভুক্ত, যাদের কথা আল্লাহ তায়ালা এভাবে বলেছেন, 'আর যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন, যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন'। তারাই, যাদেরকে [জান্নাতে] সুউচ্চ কক্ষ প্রতিদান হিসাবে দেয়া হবে- যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তাদের সেখানে অভ্যর্থনা জানানো হবে অভিবাদন ও সালাম দ্বারা। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। অবস্থানস্থল ও আবাসস্থল হিসেবে তা কতইনা উৎকৃষ্ট!'[৯১]

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

[৮৫] - সহিহ বুখারি,হাদীস: ৪৭৯৪,৫১৬৮; সহিহ মুসলিম,হাদীস : ২৫৬৯; মিশকাত, হাদীস:৩২১১

[৮৬]- সহিহ বুখারি,হাদীস: ৫১৬৯; সহিহ মুসলিম,হাদীস: ২৫৬২; মিশকাত,হাদীস:৩২১৩

[৮৭] - সহিহ বুখারি,হাদীস: ৫১৫৫; সহিহ মুসলিম; সহিহ মিশকাত, হাদীস:৩২১০

[৮৮] - সুনানে আবু দাউদ,হাদীস:৩৭৫৪

[৮৯] - মুসনাদে আহমদ,হাদীস: ২০৭২২, সহিহ বুখারি, হাদিস: ২৬৯৭,৬০১৮

[৯০] - আল দায়েউস সানায়ে, কিতাবুন নিকাহ; দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার

[৯১] - সূরা ফুরকান, আয়াত:৭৪-৭৬

লেখক: আরবি প্রভাষক, রাণীরহাট আল আমিন হামেদিয়া ফাযিল মাদরাসা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রশ্নোত্তর

দ্বীন ও শরীয়ত বিষয়ক বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব

উত্তর দিচ্ছেন: অধ্যক্ষ মুফ্‌তি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

✍ **মুস্তাক আহমদ**
বিজয় নগর, লক্ষীপুর

প্রশ্ন: মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্ন দেখলে করণীয় কি? এ বিষয়ে কুরআন-হাদিসের কোন ব্যাখ্যা আছে কিনা? জানতে আগ্রহী

উত্তর: স্বপ্ন সম্পর্কে সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ اِبْنِ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّوْيَا مِنَ اللّٰهِ وَالْحِلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ [رواه البخاري]

অর্থাৎ জলীলুল কদর সাহাবী হযরত আবু কাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন উত্তম স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে এবং খারাপ স্বপ্ন বা স্বপ্নদোষ হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। [সহীহ্ বুখারী শরীফ, কিতাবুত্ তাবীর]

হাদীসে পাকে আরো বর্ণিত রয়েছে যদি কেউ মন্দ স্বপ্ন দেখে তার ক্ষতি ও শয়তানের ক্ষতি হতে সে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং তিনবার বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করবে এবং কারো নিকট তা প্রকাশ করবে না। তাহলে সে ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে। [বুখারী শরীফ, কিতাবুত্ তাবীর]

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

স্বপ্নে মৃত ব্যক্তিকে দেখার বিষয়ে প্রখ্যাত তাবেয়ী জলিলুল কদর স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারী আল্লামা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরিন রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, যদি স্বপ্নে কেউ মৃত ব্যক্তিকে দেখে তাহলে তাকে যে অবস্থায় দেখবে সেটাই বাস্তব বলে ধরা হবে। কারণ সে (মৃত ব্যক্তি) এমন জগতে অবস্থান করছে যেখানে সত্য ব্যতীত আর কিছুই নেই। মৃত ব্যক্তিকে যা করতে বলতে শুনবে সেটাই সত্য বলে ধরা হবে। তবে যদি কেউ স্বপ্নে মৃত ব্যক্তিকে ভালো পোশাক পরিহিত অবস্থায় বা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হিসেবে দেখে তাহলে বুঝতে হবে সে ভাল অবস্থায় আছে। আর যদি জীর্ণ-শীর্ণ স্বাস্থ্য বা খারাপ পোশাকে দেখে তাহলে বুঝতে হবে সে ভাল অবস্থায় নাই। তার জন্য তখন বেশি বেশি মাগফিরাত কামনা করবে ও দোয়া প্রার্থনা করবে। হযরত আবু মুসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর জীবদ্দশায় স্বপ্নে দেখলাম যে তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ তাকে জানানো হচ্ছে, এটা কি করে হয়? কিন্তু এর কয়েকদিন পরে স্বপ্নটা সত্যি হয়ে গেল অর্থাৎ আমিরুল মুমেনীন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করা হল। উল্লেখ্য, পরবর্তী জগতটা সত্য, আর সত্য জগৎ হতে যা আসে তা মিথ্যা হতে পারে না। তবে যিনি এ ধরনের স্বপ্ন দেখে তার ঈমান ও আমল সুন্দর হতে হবে। তবে এ জাতীয় স্বপ্ন দেখলে ভয়ের কোন কারণ নাই, নেককার সুন্নি অভিজ্ঞ মুত্তাকি আলেমের নিকট গিয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জেনে নেয়া উত্তম। [কিতাবু তাবিরুর রু'ইয়া-আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রহ.]

✍ **গাজী মুহাম্মদ আলী নেওয়াজ**
কাটিরহাট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: সাফা ও মারওয়া সাঈ করা হয় কেন? শুনেছি এ পাহাড়ে মূর্তি ছিল। এ সম্পর্কে জানিয়ে ধন্য করবেন

উত্তর: সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় মহান আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন। এটা চিরন্তন সত্য কথা। তা কুরআন করীমের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। যেমন মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেন-

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ - الاية...

www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

অর্থাৎ অবশ্যই সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। [সূরা বাক্বারা, আয়াত-১৫৮]

এক ওলী যিনি একজন সম্মানিত নবীর স্ত্রী এবং আরেকজন নবীর আম্মা যার নাম হযরত হাজেরা আলায়হাস্ সালাম। তিনি নিজের শিশু পুত্র ইসমাঈল আলায়হিস্ সালামের জন্য পানির খুঁজে সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে ছুটাছুটি করেছিলেন এবং ওই ওসিলায় তাঁর নূরানী কদম পাহাড়দ্বয়ে পড়েছিল এবং হযরত হাজেরার এ পাহাড় ছুটাছুটি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হয়েছিল। তাই তাঁর এ স্মৃতিকে চির জাগ্রত রাখার জন্য মহান আল্লাহ্ পাহাড়দ্বয়কে নিজের কুদরতের নিদর্শন হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। হজ্ব পালনকারীর জন্য উক্ত দুই পাহাড়ে সাঈ বা ছুটাছুটি করা শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। আর ওমরা পালনকারীর জন্য ফরয। কোন কারণে এটা বাদ পড়লে হজ্বের বেলায় তাতে দম দেওয়া ওয়জিব। আর ওমরার

বেলায় পুনরায় আদায় করতে হবে। জাহেলিয়াত তথা অন্ধকার যুগে উক্ত পাহাড়দ্বয়ে দুটি মূর্তি ছিল। সাফা পাহাড়ে যে মূর্তি ছিল তার নাম আসাফ আর মারওয়া পাহাড়ে অবস্থিত মূর্তির নাম ছিল নায়েলা। কাফেরগণ যখন সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে ছুটাছুটি করত: তখন তারা মূর্তিদ্বয়ের সম্মানের উদ্দেশ্যে হাত দিয়ে স্পর্শ করত। ইসলামের আবির্ভাবের পর মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

[তাফসীরে কবির, সূরা- বাক্বারা, কৃত. ইমাম আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) খাযায়েনুল ইরফান, কৃত. মুফতি সৈয়দ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রহ.) ও তাফসীরে নুরুল ইরফান, কৃত. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহ.)' ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ্**
গাউসিয়া কমিটি, মুরাদনগর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: নেককার ব্যক্তির পাশে কবরস্থ হলে কোন উপকার (ফায়দা) আছে কিনা? দলীলসহ বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর: নেক্কার কবরবাসী তথা আল্লাহর প্রিয় মাকবুল বান্দার কবরের পার্শে মৃতদেরকে কবরস্থ করা অতীব উপকারী। নেক্কার বান্দার পাশে সমাধিত হতে পারা বড় সৌভাগ্যের বিষয়। এটা দ্বারা পার্শ্বস্থ কবরবাসীর অনেক কল্যাণ সাধিত হয়। আযাবের উপযোগী হলে আযাব দূরীভূত হয়। গুনাহ্ থেকে মুক্ত হয়ে অপরিসীম কল্যাণের অধিকারী হওয়া যায়। আল্লাহর বন্ধুতে পরিণত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। তাই প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে মৃতদেরকে নেককার বান্দার পাশে ও মাঝে সমাহিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন- সুলতানুল মুফাস্সিরীন আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি স্বীয় রচিত 'শরহুস্ সুদূর' কিতাবে উল্লেখ করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'তোমরা নিজেদের মৃতদেরকে নেক্কারদের মাঝে দাফন কর। কেননা মৃত ব্যক্তির পার্শ্বস্থ বদকার প্রতিবেশির কারণে কষ্ট পায়, যেভাবে জীবিত ব্যক্তি দুষ্ট প্রতিবেশির কারণে কষ্ট পায়।' অনুরূপভাবে হযরত মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি এরশাদ করেছেন, আল্লাহর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের মৃতদেরকে নেক্কারদের মাঝে দাফন করতে। কেননা মৃত ব্যক্তি দুষ্ট খারাপ প্রতিবেশির কারণে কষ্ট পেয়ে থাকে, যেভাবে জীবিত ব্যক্তিরা খারাপ প্রতিবেশীর কারণে কষ্ট পায়।' উক্ত কিতাবে আরো উল্লেখ আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

جُنُوْبُهُ الْجَار السُّوْءِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ يَنْفَعُ الْجَارُ فِى الْاٰخِرَةِ قَالَ هَلَ يَنْفَعُ فِى الدُّنْيَا قَالَ نَعَمْ قَالَ كَذَالِكَ يَنْفَعُ فِى الْاٰخِرَةِ

অর্থাৎ তোমরা তাকে (মৃতকে) কবরস্থানের দুষ্ট প্রতিবেশি থেকে দূরে রাখ (বরং নেককার প্রতিবেশির পাশে দাফন কর) বলা হল হে আল্লাহর রসূল নেক্কার প্রতিবেশি পরকালে (কবরে) কি অপরের কল্যাণ করতে পারেন? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, নেক্কার প্রতিবেশি দুনিয়াতে অপরের উপকার করে কি? তদুত্তরে বলল হ্যাঁ, নবীজি এরশাদ করলেন, সেভাবে নেক্কার কবরবাসী পরকালে (কবরেও) পার্শ্ববর্তি কবরবাসীর উপকার করতে পারে।

অপর এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعَ الْمُزْنِى قَالَ مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَدَفَنَ بِهَا فَرَأَه رَجُلٌ كَانَهُ مِنْ اهْلِ النَّار فَاغتم لِذٰلِكَ ثُمَّ اُرِيَهُ بَعْدَ سَابِعَةٍ اَوْ ثَامِنَةٍ كَانَهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَسَأَلَهُ قَالَ دُفِنَ مَعَنَا رَجَلٌ مِنَ الصَّالِحِيْنَ فَشَفَعَ فِىْ اَرْبَعِيْنَ مِنْ جِيْرَانِه فَكُنْتُ فِيْهِمْ - اَلْحَدِيْث

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে নাফে আল মুযনী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনা শরীফে একজন পুরুষ মারা গেল, তাকে সেখানে দাফন করা হল। একজন ব্যক্তি তাকে (স্বপ্নে) দেখল যে সে জাহান্নামী। অতঃপর উক্ত ব্যক্তি এতে দুঃখিত হল। ৭/৮দিন পর তাঁকে (স্বপ্নে) ওই মৃত ব্যক্তিকে দেখানো হলো, যেন সে বেহেশতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অতঃপর ওই ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, উত্তরে সে বলল, আমাদের সাথে একজন নেক্কার ব্যক্তি দাফন হয়েছে, তিনি তাঁর প্রতিবেশি কবরসমূহ থেকে ৪০ জনের জন্য (আল্লাহর দরবারে) সুপারিশ করেছেন; আমিও তাদের অন্যতম। সুতরাং নেক্কার ও বুযুর্গ কবরবাসীর ওসীলায় পার্শ্বস্থ কবরবাসীদের কবর আযাব মাফ হয়ে যায় এবং আল্লাহর রহমত, বরকত ও কল্যাণ সাধিত হয়। তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অভিমত ও ক্বোরআন-সুন্নাহর ফয়সালা।

[শরহুস্ সুদূর, আনবায়ূল আযকিয়া ফী হায়াতিল আম্বিয়া: কৃত. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ., আল-বাচায়ের, কৃত. আল্লামা হামদুল্লাহ্ দাজভী রহ. এবং আমার রচিত 'যুগ জিজ্ঞাসা' ইত্যাদি]

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

✍ **মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন**
সাদারপাড়া, পাইরোল পটিয়া,
চট্টগ্রাম।

প্রশ্নঃ দাঁতের পরিচর্যায় মিসওয়াকের উপকারিতা জানানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

উত্তরঃ ফরজ ওয়াজিব ইবাদত পালনের পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনে সুন্নাত পালনের ব্যাপারে ইসলাম ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদ্বুদ্ধ এবং গুরুত্বারোপ করেছেন। আর মিসওয়াক করা প্রিয়নবীর রেখে যাওয়া অতি বরকতময় একটি সুন্নাত।

হাদীসে পাকে মিসওয়াক করার ফযিলত ও উপকারিতা সম্পর্কে প্রায় ৪০টি হাদিস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে দু' একটি বরকত ও সাওয়াবের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হলঃ

عَنْ عآئِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِّ مَرَ ضَاةٌ لِلرَّبِّ [رَوَاهُ مِشكواة]

অর্থাৎ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মিসওয়াক হলো মুখ পবিত্র রাখার মাধ্যম এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়। [মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪৪]

অপর একটি হাদীসে মিসওয়াক করার ফজিলত প্রসঙ্গে প্রিয়নবী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

عَنْ عَآئِشَةَ قالَتْ قالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْضَلُ الصَّلوةُ اَلَّتِىْ يستاك لها على الصلوة التى لا يستاك لها سبعين ضعْفًا [رواه البيهقى ـ مشكوة صفحه 45]

অর্থাৎ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নামাযের জন্য (ওযূর সময়) মিসওয়াক করে আদায়কৃত নামায ওই নামায অপেক্ষা ৭০ (সত্তর) গুণ বেশী সাওয়াবের অধিকারী, যে নামাযে মিসওয়াক করা হয় নাই।

[বায়হাকী ও মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪৫]

তাছাড়া প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন,

لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلى اُمَّتِىْ لَا مرتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلوةٍ وَلَاَخَّرْتُ صَلوةَ الْعِشَاءِ اِلى ثُلُثِ اللَّيْلِ الخ .. [رواه الترمذى وابوداؤد ـ مشكوة ـ صفحه 45]

অর্থাৎ যদি আমি আমার উম্মতের উপর কঠিন মনে না করতাম, তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের (অযূর) সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম এবং এশার নামাযকে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করে আদায় করার আদেশ করতাম।

[তিরমিযি ও আবু দাউদ ও মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪৫]

এ ছাড়া হাদীসে পাকে প্রিয়নবী রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক করা অধিকাংশ নবীদের তরিকা ও ফিতরত বা স্বভাবজাত অভ্যাস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাই এর মধ্যে ইহ ও পরকালীন ফায়দা বিদ্যমান। যেমন (ক.) ইহকালীন ফায়দাসমূহঃ ১. মস্তিস্ক সজীব হয়, ২. দাঁত জীবানুমুক্ত হয়, ৩. দাঁতের ক্যালসিয়াম পূরণ হয়, ৪. দারিদ্রতা দূর হয় এবং সচ্ছলতা আসে, ৫. স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি পায়, ৬. মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়, ৭. দাঁতের মাড়ি শক্ত হয়, ৮. পাকস্থলী রোগমুক্ত হয়, ৯. চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয় ও ৯. হৃদয় পরিচ্ছন্ন হয় ইত্যাদি। (খ.) পরকালীন ফায়দা বা উপকারঃ ১. ইবাদতে বিশেষতঃ নামাযে ৭০ গুণ সওয়াব বৃদ্ধি হয়, ২. মৃত্যুর সময় কালমা নসীব হয়, ৩. গুনাহ্ হতে মুক্ত হয়ে মৃত্যুবরণের সুযোগ হয়, ৪. মিসওয়াক কারীর জন্য জান্নাতের দরজা খোলে দেওয়া হয়, ৫. জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় ৬. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও সুন্নাত পালনের সওয়াব অর্জিত হয়, ৭. মিসওয়াককারীর সাথে ফেরেশতারা ইস্তেগফার ও মুসাফাহা করেন, ৮. ইবাদতে আনন্দ সৃষ্টি হয় এবং ৯. আমলনামা ডান হাতে লাভ করবে ইত্যাদি।

মিরকাত শরহে মিশকাত গ্রন্থের ২য় খন্ডের ৩য় পৃষ্ঠায় হযরত শেখ মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী রহ. উল্লেখ করেন, মিসওয়াকের ৭০টি উপকার রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বনিম্নটি হলো মৃত্যুকালে কালমা নসিব হবে।

[মেরকাত শরহে মিশকাত, কৃত. মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী রহ. ও মেরাত শরহে মেশকাত, কৃত. মুফতি আহমদ ইয়ারখাঁন নঈমী রহ. মিসওয়াক অধ্যায়]

✍ **মুহাম্মদ কাশেম ভেন্ডার**
চাপাতলী, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

প্রশ্নঃ আমার বাড়ির পাশে একজন মহিলা মারা যায়। ওই মহিলার কবরের উপর শরীয়ত মোতাবেক একটি খেজুরের ঢাল পুতে দেওয়া হয়। প্রায় ২ মাস পর্যন্ত ওই খেজুরের পাতা শুকিয়ে যায়নি। তাজা রয়েছে। পুতে দেয়া খেজুর পাতা

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

সাধারণত শুকিয়ে যায়, এটা না শুকানোর কোন হেতু আছে কিনা? জানানোর অনুরোধ রইল।

উত্তর: মুসলিম মৃত বৃক্তির দাফনের পর কবরের ওপর খেজুরের কাঁচা ঢাল পুতে দেয়ার আমলটি পবিত্র হাদিসে পাক দ্বারা প্রমাণিত। একদা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন উক্ত দু'টি কবরে আযাব হচ্ছিল এক জনের কবরে গীবত করার কারণে এবং অপর জনের কবরে প্রস্রাব হতে পরহেজ না করার কারণে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منها كسرة فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله ان يخفف عنها مالم تيسبا الحديث

[رواه البخارى ২০৯]

অর্থাৎ খেজুর গাছের একটি তাজা ঢাল নিয়ে আসার জন্য বললেন, ঢাল আনা হলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে দু' টুকরা করলেন এবং প্রত্যেক কবরের উপর এক টুকরা করে রাখলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার নিকট আরয করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! এরূপ করার কারণ কি? তিনি বললেন, যতক্ষণ এ ঢাল দু'টো শুকাবে না তাদের আজাব হালকা করা হবে। [সহীহ্ বুখারী শরীফ, ২০৯, হাদীস]

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার উক্ত কাজের মাধ্যমে বুঝা গেল প্রত্যেক বস্তু আল্লাহর জিকির/তাসবীহ্ পাঠ করে। যা পবিত্র ক্বোরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। বৃক্ষ বা তার ঢালের জীবন এই যে, যতক্ষণ তাজা থাকবে ততক্ষণ জীবিত, তা আল্লাহর তাসবীহ্ পাঠ করলে তাতে মৃতের উপকার হয়। প্রশ্নে বর্ণিত খেজুর গাছের ঢালিটি সতেজ বা সজীব থাকা হয়ত মাটির সজীবতা ও উর্বরতার কারণে অথবা উক্ত কবরবাসী নেক্কার মহিলা হওয়ার কারণে। যেহেতু অনেক কবরস্থানে এলাকার কোন মুসলিম নর-নারী মারা গেলে নূতন কবর খননকালে পার্শ্বের পুরাতন কবরের মাটি সরে গেলে অনেক পূর্বে দাফন কৃত মৃত ব্যক্তির লাশ একেবারে টাটকা ও তাজা দেখা যায়। এটা উক্ত ঈমানদার কবরবাসীর বিশেষ ফজিলত ও অনন্য মর্যাদার দলিল। তদ্রুপ তাঁর কবরের উপর খেজুর গাছের ঢালি দীর্ঘদিন তাজা ও সজীব থাকা উক্ত কবরবাসীর বিশেষ ফজিলতের কারণেও হতে পারে।

মুহাম্মদ সেলিম উদ্দীন কাদেরী
শাহচান্দ আউলিয়া কামিল মাদরাসা,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: মানুষ মৃত্যুর পর ৪দিনা ফাতিহা করা এবং চেহলাম পালন করা জায়েজ আছে কিনা? কোরআন-হাদীসের আলোকে জানালে খুশী হব।

উত্তর: মুসলমান ব্যক্তির ইন্তেকালের পর মৃত ব্যক্তির কবরে সাওয়াব পৌছানোর ব্যবস্থা করাকে শরীয়তের ইমামগণ/আলেমগণ মুস্তাহাব হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন এবং তা শরীয়তসম্মত। ফাতেহা বা ঈসালে সাওয়াব বা মৃত ব্যক্তির রূহে/কবরে সাওয়াব পৌছানো সকলের জন্য অতি উপকারী ও আযাব হালকা হওয়া বিশেষতঃ দরজা/মর্যাদা বুলন্দ হওয়ার বড় উসিলা। ইন্তেকালের পর মৃত ব্যক্তির পক্ষে ভাল কাজগুলো মৃত ব্যক্তির কবরে পৌঁছে। যেমন- এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইমাম আলাউদ্দিন আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম বাগদাদী রহ. বলেন-

ان الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها وهو اجماع العلماء [تفسير خازن جـ ৪, صفحه ২১৩]

অর্থাৎ নিশ্চয় মৃত ব্যক্তির পক্ষে সদকা করলে মৃত ব্যক্তি উপকৃত হয় এবং তার সাওয়াবও তার কাছে পৌঁছে। আর এটার উপর ওলামায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

[তাফসিরে খাজেন, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২১৩]

তাই মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআনখানি, ফাতেহা, চাহরম, চাল্লিশা, কুরআন তেলাওয়াত, মিলাদ-কিয়াম মাহফিল, দান-সদকা, খতমে গাউসিয়া-গেয়ারভী শরীফ, মাসিক-বার্ষিক ফাতেহা, গরীব-মিসকিনদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা এবং সদকায়ে জারিয়া স্বরূপ মসজিদ-মাদরাসা রাস্তা ইত্যাদি নির্মাণ করে দেয়া অত্যন্ত উপকারী, এগুলো ঈসালে সাওয়াবের অন্তর্ভুক্ত। মৃত্যুর চতুর্থ দিবসে অথবা চল্লিশতম দিবসে অথবা মাসিক/বাৎসরিক ফাতেহাখানি, জিয়ারত ও খতমে ক্বোরআন ইত্যাদির ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্য হল মায়্যেতের মাগফিরাত ও রফে দরজাতের জন্য দোয়া করা আর তাঁর কবরে/রূহে সওয়াব পৌছানো। সুতরাং এখানে আপত্তির ও গুনাহের কোন

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

কারণ নাই বরং এ সবগুলো নেক আমল ও ইবাদত। আর ইবাদতকে বিদআত ও গুনাহ্ বলা জঘন্যতম অপরাধ ও অজ্ঞতা।

[তাফসীরে খাজেন, জাআল হক, ২য় খন্ড, আমার রচিত যুগ-জিজ্ঞাসা]

প্রশ্ন: বিবাহ্ করার সময় অনেকে রাশি দেখে বিবাহ করে এবং অনেকে রাশির সাথে না মিললে বিবাহ্ করে না এ সম্পর্কে ক্বোরআন-হাদীসের আলোকে সঠিক তথ্যাদি জানালে ধন্য হব।

উত্তর: সাধারণত রাশি দেখা নাজায়েজ বরং কুফরি। বিয়ে-শাদি, বিদেশযাত্রা ও ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদিতে রাশিফলের উপর নির্ভর করা হারাম ও নিষিদ্ধ। কেননা এসব ঈমানের মৌলিক বিষয় তাকদীরের সাথে সাংঘর্ষিক। হাদিসে পাকে রাশিফল এবং গণকের নিকট যাওয়া জাহেলী যুগের এবং বিধর্মীদের কুসংস্কার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গণকের গননাকে বিশ্বাস করাকে কুফরি বলা হয়েছে। এমনকি তারগিব তারহিব গ্রন্থে রয়েছে, যে গণক বা জ্যোতিষীর কাছে গেল, ৪০দিন পর্যন্ত তার তাওবা কবুল হবে না আর বিশ্বাস করলে কাফের হয়ে যাবে।

[তারগিব তারহিব, পৃ. ৪৫৯৮]

সুতরাং মুসলিম জীবনে দৈনন্দিন সমস্ত বিষয়ে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলা কর্তব্য এবং কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ আবশ্যক। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, বিয়ের ক্ষেত্রে পুরুষরা ৪টি বিষয়কে বিবেচনা করবে-

تنكح المراة لاربع لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين الحديث...

অর্থাৎ মহিলাকে চার কারণে বিবাহ করা হবে, ১. কন্যার ধন-সম্পদ, ২. তার বংশ মর্যাদা, ৩. তার রূপ-সৌন্দর্য এবং ৪. তার দ্বীনদারী। সুতরাং তোমরা দ্বীনদারীকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দাও।

[সহীহ্ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত শরীফ, পৃ. ২২৮]

বিধায় ক্বোরআন-হাদীসের বিধান ও বর্ণনা গ্রহণ না করে রাফিশল দেখা বা মঙ্গল অমঙ্গল যাচায়ের জন্য গণকের নিকট যাওয়া এবং তা বিশ্বাস করা বিজাতীয় ও বিধর্মীদের কুসংস্কার। যা মুসলিম নর-নারীদের জন্য অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ও জঘন্যতম অপরাধ। ইমাম ইবনে নুজাইম রচিত কিতাবুল আশবাহ্ ওয়ান্নাযায়েরসহ হাদীস এবং ফিক্বহের নির্ভরযোগ্য কিতাবে বর্ণিত আছে রাসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট গমন করবে সে আবুল কাসেম তথা আমি রাসূলের সাথে নাফরমানি করল। আল-হাদিস।

[গমজু উয়ূনিল বাছায়ের, শরহুল আশবাহ্ ওয়ান্নাযায়ের, কৃত. ইমাম হুমভী হানাফী রহ.]

মুহাম্মদ আব্দুল আউয়াল
চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: যদি কোন ব্যক্তি সারারাত না ঘুমায় তাহলে কি তাহাজ্জুদ নামায পড়লে হবে না? ঘুম কি শর্ত?

উত্তর: তাহাজ্জুদ শব্দের অর্থ জাগ্রত হওয়া, ঘুম থেকে উঠা ইত্যাদি এশার নামাযের পর নিদ্রা বা ঘুম হতে রাতে জাগ্রত হয়ে যে নামায তাহাজ্জুদের নিয়তে আদায় করা হয় সেটাই তাহাজ্জুদের নামায। এ প্রসঙ্গে হাদীসে পাকে উল্লেখ রয়েছে-

عن ابن عباس رضى الله عنه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد [رواه البخارى]

অর্থাৎ প্রখ্যাত সাহাবী রঈসুল মুফাসসেরীন হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন জাগ্রত হতেন তিনি তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন।

আর বিনা নিদ্রায় বা রাতে না ঘুমিয়েও এশার নামাযের আগে পরে নফল নামায আদায় করা যায় তাতে কোন অসুবিধা নেই। বিনা নিদ্রায় রাত জেগে নামায আদায় করাকে সালাতু কিয়ামুল লাইল বলা হয়। তাছাড়া কেউ যদি নিদ্রায় গিয়েও সারারাত নামায আদায়ের সাওয়াব লাভ করতে চায় এক্ষেত্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা'র এ হাদীস শরীফ খানা প্রণিধানযোগ্য। যেমন-

عن عثمان بن عفان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء فى جماعة فكانما قام نصف الليل ومن صلى الصبح فى جماعة فكانما صلى الليل كله [رواه مسلم]

অর্থাৎ আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান ইবনে আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ইশার নামায জামা'আত সহকারে পড়ল সে যেন অর্ধরাত অবধি

নামায পড়ল। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়ল, সে যেন সারারাত নামায পড়ল।

[সহীহ্ মুসলিম শরীফ, সূত্র. রিয়াদুস্ সালেহীন, পৃ. ৪৩১, হাদীস নং-১০৭১]

উপরোক্ত হাদিসে পাক হতে প্রমাণিত হয় যে, যথাসময়ে ফজর ও এশার নামায জমাত সহকারে আদায় করলে আল্লাহ্ তা'আলা দয়া ও অনুগ্রহ করে সারারাত ইবাদত বন্দেগী করার সাওয়াব দান করবেন। সুতরাং দাওয়াত-ই খায়র ইজতিমা তোহফার ২৯নং পৃষ্ঠায় নামাযে তাহাজ্জুদ সম্পর্কে যে মাসআলা লেখা হয়েছে তা ঠিক আছে।

[মিরআতুল মানাজিহ শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ, কৃত. হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী, রহ.]

✍ **মুহাম্মদ আবুল কালাম**
উত্তর চরলক্ষ্যা কর্ণফুলী
চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: একজন গরীব মুসলমান ব্যক্তি দীর্ঘদিন শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকা অবস্থায় প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন কেউ তার চিকিৎসা সেবা প্রদান করেনি। ওই ব্যক্তি ইন্তেকাল করলে সকলে মিলে কাফন-দাফনের পর চারদিনের সময় টাকা উত্তোলন করে ফাতেহা করলেন। এটা ইসলাম সমর্থন করে কিনা বুঝিয়ে বললে উপকৃত হব।

উত্তর: কোন মুসলমানের ইন্তেকালের পর তাঁর জন্য ঈসালে সাওয়াবের আয়োজন করা তথা কুরআনখানি, ফাতেহাখানি, গরীব-অসহায় মিসকিনদের জন্য খানা-পিনা ইত্যাদির আয়োজন করা এবং আয়োজনে টাকা দিয়ে সহযোগিতা করা বা শরীক হওয়া নিঃসন্দেহে সওয়াবজনক ও কল্যাণকর। তবে উল্লেখিত প্রশ্নের বর্ণনায় যেটা রয়েছে সেটা হলো জীবিত ও রুগ্নাবস্থায় উক্ত ব্যক্তিকে উপেক্ষা ও অবহেলা করা এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সেবা শশ্রুষা না করা ইত্যাদি মূলত মুসলিম আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশির হক আদায় না করার দরুন গুনাহ্গার হবে যা হাদীস শরীফের বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত।

عن ابى موسى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العانى [رواه البخارى - مشكوة صفحه ١٣٣]

অর্থাৎ হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ক্ষুধার্তাকে আহার দাও, রোগীর খোঁজ-খবর নাও এবং বন্দীদেরকে (শত্রুর হাত থেকে) মুক্ত কর।

[সহীহ্ বুখারী শরীফ, মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৩]

রোগীর সেবা ও দেখা-শুনার ফযিলত সম্পর্কে রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

عن ثوبان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل فى خرفة الجنة حتى يرجع [رواه مسلم - مشكوة صفحه - 133]

অর্থাৎ হযরত সাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিশ্চয় কোন মুসলমান যখন তার অপর মুসলমান ভাইয়ের রোগাক্রান্ত অবস্থায় দেখা-শুনা করতে যায়, তখন সেখান থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত সে যেন বেহেশতের ফল গ্রহণে লিপ্ত থাকে।

[সহীহ্ মুসলিম, মেশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৩]

অপর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে-

عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضًا لم يزل يخوض الرحمة يجلس فاذا جلس اغتمس فيها [رواه مالك - احمد-مكشوة صفحه - 138]

অর্থাৎ প্রখ্যাত সাহাবী হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রোগীকে দেখতে যায় (যখন সাক্ষাতের জন্য ঘর থেকে বের হয় তখন থেকে) রহমতে প্রবেশ করতে থাকে। যখন সে রোগীর কাছে গিয়ে বসে তখন (রোগীর সাথে সাক্ষাতকালীন সময়) সে রহমতের মধ্যে ডুবে যায়।

[ইমাম মালেক ও আহমদ, মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৮, আল আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং-৫২২]

মিশকাত শরীফে উল্লেখ রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- এক মুসলমানের ওপর, অপর মুসলমানের ৬টি হক রয়েছে- সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল, সেগুলো কি কি? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন,

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصح له واذا عطس فحمد الله فشمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه [رواه مشكوة ـ صفحه ১৩৩]

অর্থাৎ ১. যখন তুমি কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাত করবে তাকে সালাম দিবে, ২. কোন মুসলমান ডাকলে বা দাওয়াত দিলে তুমি তার ডাকে সাড়া দিবে, ৩. কেউ তোমার কাছে মঙ্গল কামনা করলে তার জন্য তুমি কল্যাণ কামনা করবে, ৪. হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বললে তুমি (তার) উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে, ৫. যখন কেউ অসুস্থ হবে তাকে দেখতে যাবে এবং ৬. মৃত্যুবরণ করলে তাঁর জানাযায় শরীক হবে।

[সহীহ মুসলিম শরীফ, হাদিস নং-২১৬২ ও মিশকাত শরীফ-১৩৩]

অপর হাদীসে ৫টি হকের কথা বলা হয়েছে, দ্বিতীয়টি হলো عيادة المريض অর্থাৎ রোগীর খোজ-খবর নেয়া। [সহীহ মুসলিম হাদিস নং-৫০৩০]

উল্লেখ্য যে, হাদীস শরীফে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইআদাত শব্দটি উল্লেখ করেছেন যার অর্থ বারবার ফিরে আসা। কেননা রোগ কখনো দীর্ঘ হয় এবং কখনো ধারাবাহিক সেবার প্রয়োজন হয়, তাই রোগীকে একবার দেখে আসা খোজ-খবর নেয়া যথেষ্ট নয় বরং عيادة (ইআদত) শব্দটি ধারাবাহিক সেবা করার প্রতি নির্দেশ করে। রোগীর সেবা না করা প্রসঙ্গে জবাবদিহির বিষয়ে সহীহ্ মুসলিম শরীফে উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা বলবেন হে আদম সন্তান, হে আদম সন্তান, আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমার সেবা করোনি! সে (বান্দা) বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার সেবা কিভাবে করব? আপনি তো জগৎসমূহের প্রতিপালক! আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, তুমি কি জানতে না আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল? তুমি তার সেবা করোনি, তার খোজ-খবর রাখোনি। তুমি কি জানতে না তুমি যদি তার সেবা করতে, তবে তুমি তার কাছে আমাকে পেতে।

[সহীহ্ মুসলিম, হাদিস-২৫৬৯]

অর্থাৎ বান্দা বা প্রতিবেশির সেবাতে শ্রষ্টার সন্তুষ্টি নিহিত। সেবা পাওয়া অসুস্থ রোগীর হক বা অধিকার। সুতরাং সামর্থ্য ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রোগীর প্রতি বা অসুস্থ আত্মীয়-প্রতিবেশির প্রতি অবহেলা করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। রোগীকে সেবা করা, সান্ত্বনা দেয়া সুন্নাত ও ইবাদত। প্রতিবেশি বা আত্মীয়-স্বজন রোগাক্রান্ত হলে খোজ-খবর নেয়ার ও সেবার মাধ্যমে সেবাকারীর ঈমানের জ্যোতি ও মুসলিম সমাজে মায়া মহব্বত ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায় এবং বিপর্যয়-অবক্ষয় রোধ করা যায়।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআত মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

দু'টির বেশি প্রশ্ন গৃহীত হবেনা। একটি কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় প্রশ্ন লিখে নিচে প্রশ্নকারীর নাম, ঠিকানা লিখতে হবে। প্রশ্নের উত্তর প্রকাশের জন্য উত্তরদাতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়। প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানাঃ প্রশ্নোত্তর বিভাগ, মাসিক তরজুমান, ৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা), দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০।

রোহিঙ্গা ও উইঘুর সমস্যার সমাধান হবে কি?

অধ্যাপক কাজী সামশুর রহমান

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই মুসলমান। স্বদেশ মায়ানমারে (বার্মা) যুগ যুগ ধরে বংশানুক্রমে বসবাস করেও তারা প্রবাসী, উদ্বাস্তু, এদের অনেকেই পার্লামেন্ট সদস্যও নির্বাচিত হন, সরকারি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজেও নিয়োজিত ছিলেন। তবুও তারা মায়ানমারবাসী নয়। রোহিঙ্গা শব্দটি সরকার স্বীকৃতি দিতে নারাজ। অনেক সময় আরাকান মুসলিম বলে সম্বোধন করে। রোহিঙ্গাদের উপর বছরের পর বছর চালানো নির্যাতন, বেকারত্ব, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বৈষম্য মুসলমানদের সম্পদ লুণ্ঠন বিশেষ করে নারী নির্যাতনের কারণে রোঙ্গিাদের একটি অংশ আরাকান প্রদেশে স্বায়ত্বশাসন পরে স্বাধীনতার দাবী নিয়ে ARSA নামে একটি গোপন সংগঠন গড়ে তোলে। এদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছিল পাকিস্তান সহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ এবং কতিপয় এন.জি.ও.। এ সংগঠনের নেতাদের (মায়ানমার) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হয় বলেও গুজব রয়েছে। মাঝে মধ্যে মায়ানমার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে দু'একটি ছোট-খাট আক্রমণ চালিয়ে দেশে বিদেশে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। সরকারি মহল প্রতিশোধ নিতে রোহিঙ্গাদের উপর নিপীড়নের ষ্টিম রোলার চালিয়ে দেয়। এতে দেখা গেছে গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্য সহ অনেক দেশে অন্তত: ত্রিশ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। যারা পারেনি তাদের ওপর চলে চরম নির্যাতন। ১৯৮০ সাল থেকে আরাকানের লক্ষ লক্ষ লোক বাংলাদেশের সীমান্ত জেলা কক্সবাজার, টেকনাফ, উকিয়ায় এসে জড়ো হতে শুরু করে। সময় ও সুযোগ বুঝে বাংলাদেশি পাসপোর্ট বানিয়ে বিদেশে পাড়ি দেয়। অনেকেই স্থানীয়দের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশেই স্থায়িভাবে বসবাস করছে। কক্সবাজার জেলার বহু লোক এদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করে দেশের ক্ষতি করছে। মূলত: এ সকল কারণে রোহিঙ্গারা অনুপ্রাণিত হয়ে চোরাপথে নিয়মিত বর্ডার ক্রস করছে, আর্থিক লেনদেন মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে অনেক ক্ষেত্রে, সর্বশেষ ধাক্কাটা আসে কয়েক বছর পূর্বে। একযোগে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা গোষ্ঠী নাফ নদী পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে চলে আসে। এদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা দেখে মানবদরদী শেখ হাসিনা (বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী) আশ্রয়ের জন্য সীমান্ত উম্মুক্ত করে দেয়। সরকারি হিসেবে সাড়ে সাত লক্ষ হলেও এখন পর্যন্ত দশ লাখেরও অধিক রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু বাংলাদেশে অবস্থান করছে। ক্রমাগত এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

মায়ানমার সরকার বিভিন্ন অজুহাত সৃষ্টি করে রোহিঙ্গাদের তাড়িয়ে ভিঠে খালি করে অর্থনৈতিক জোন করে চীন ভারতসহ বিভিন্ন দেশকে ইজারা দিচ্ছে। এর পিছনের বড় মদদ দাতা চীন, রাশিয়া, থাইল্যান্ডসহ দূর প্রাচ্যের অনেক দেশ এতে জড়িত। জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থাসহ যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, ওআইসিসহ অনেকের প্রতিবাদ সত্ত্বেও দফায় দফায় সালিশ-বৈঠক ও চুক্তি হলেও মায়ানমার সরকার কোন ছাড় দিতে নারাজ। জাতিসংঘের প্রস্তাবের বিপক্ষে চীন ও রাশিয়া ভেটো দেয়ায় এবং ভারতসহ পাশ্ববর্তী অনেক দেশের নীরবতায় স্পষ্ট যে, আরাকানের মাটিঐ সব দেশের প্রয়োজন, বাসিন্দাদের কোন প্রয়োজন নেই।

চুক্তি, আলোচনা চলবে, মোড়ল রাষ্ট্রসমূহ বিবৃতি দেবে মানবাধিকার সংস্থা চেঁচামেচি করবে সময়ে সময়ে। আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলি দাতা দেশসমূহ প্রয়োজনের তুলনায় অতি সমান্য ত্রাণ সামগ্রী, অর্থ বিলাবে, আর কান্না করবে। সমস্যা সমস্যাই থেকে যাবে। বাংলাদেশের ওপর সওয়ারি হওয়া লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা আমাদের দেশের জন্য বিষফোঁড়া হয়ে থাকবে অনন্তকাল। বাংলাদেশ সরকার কুটনৈতিকভাবে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা বৈঠক অব্যাহত রাখলেও মায়ানমার সরকার ও মদদ দাতাদের অনীহায় কোন কিছুই ফলপ্রসু হচ্ছে না। এর সমাধান সুদূর পরাহত মনে হয়। মায়ানমার সরকারকে বাধ্য করতে পারবে একমাত্র চীন, রাশিয়া। চীন, রাশিয়া বাংলাদেশের বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্র, উন্নয়নের অংশীদার। তারা চাইলে সমস্যার সমাধান সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ'র চাহিদাও মায়ানমারের উন্নয়নে অংশীদার হওয়া অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman

হওয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও আর্থিক আনুকুল দু'টিরই সম্পর্ক রয়েছে রোহিঙ্গা সমস্যার অন্তরালে। সামরিক জান্তা মায়ানমারকে পুনরায় চেপে ধরেছে। গত ৬০ বছরের মধ্যে মাত্র ৭/৮ বছর নামমাত্র গণতন্ত্র চর্চা হয়েছে মায়ানমারে। সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গতিশীল হচ্ছে ক্রমাগত। অভ্যন্তরীন সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের কোন অপশন নেই। রোহিঙ্গা সমস্যা বাংলাদেশের জন্য বিষফোঁড়া। অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব, সামরিক বনাম বেসামারিক আন্দোলন শেষ না হওয়া পর্যন্ত নতুন কোন সিদ্ধান্ত নেবে না কেউই।

চীন সরকার জিনজিয়ান প্রদেশের প্রায় দেড় কোটি নৃ-জাতিগোষ্ঠী উইঘুর মুসলমানদের ওপর কয়েক যুগ ধরে অকথ্য নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়ে একটি গোষ্ঠীকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বহু বছর ধরে। একটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের কারণে এ কথা বিশ্ববাসী জানতে পেরেছে। পুন:প্রশিক্ষণ দেয়ার নামে লক্ষ লক্ষ উইঘুরদের শত শত শিবিরে বন্দী করে রেখেছে। নিজ ধর্ম কৃষ্টি সভ্যতা বিশ্বাস'র স্থলে চীনা কৃষ্টি সভ্যতা শেখানোর নামে বছরের পর বছর মগজ ধোলায়'র নির্যাতন চালাচ্ছে চীন সরকার।

সম্প্রতি বিবিসি অনলাইনের খবরে বলা হয় জিনজিয়ান প্রদেশ হতে উইঘুর সহ অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা কমিয়ে আনতে নয়া পদক্ষেপ নিয়েছে চীন। উইঘুরদের জিনজিয়ান হতে অনেক দূরে পাঠানো হচ্ছে চাকুরীর নাম করে। যাতে ওইসব জায়গায় বিয়ে করে সংসার পাততে পারে। এ সূত্র প্রয়োগ করতে চীন সরকার দীর্ঘদিন গবেষণা করেছে। সরকার বলছে জিনজিয়ানের দূর্গম ও প্রাচীন জনপদে কর্ম সংস্থান বাড়াতে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রচারনা চালাতে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। শেখানো হচ্ছে উইঘুর নিশ্চিহ্ন করতে কি পদক্ষেপ নিতে হবে। একটি ভিডিও দৃশ্যেও দেখা যাচ্ছে টাকালামাকান মরুভূতিতে বহু উইঘুরকে জড়ো করা হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যে ভিডিওতে বলা হচ্ছে আপনাদের এখান থেকে চার হাজার কিলোমিটার দূরে আনহুই প্রদেশে ভাল চাকুরী দেয়া হবে। জিনজিয়ান থেকে আরো উন্নত জীবন পাবেন। একই সাথে সরকারি কর্মকর্তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এসব তত্ত্ব প্রচার করছে। উইঘুর, কাজাখ ও অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরাই প্রধান টার্গেটে পরিণত হয়েছে। ২০১৭ সাল থেকে এ সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে চীন কম্যুনিষ্ঠ সরকার। এখবর এতদিন গণমাধম্যের নজরে আসেনি। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে এক চীনা কর্মকর্তা এক মেয়েকে বলছেন, তুমি জিনজিয়ান ছাড়লে খুব দ্রুত তোমার বিয়ে হবে। উন্নত জীবন পাবে, পরের প্রশ্ন তুমি কি জিনজিয়ান চাড়তে চাও? এ সময় ওই মেয়েকে বলতে শোনা যায় 'না'। আমি জিনজিয়ান ছাড়ছি না। বৃটিশ মানবাধিকার কর্মী লা সার্ফি এ সংক্রান্ত তথ্যকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। উইঘুর সম্প্রদায়ের নির্যাতনের আর একটি বিষয় সম্প্রতি চাউর হয়, ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষ দর্শীরা জানিয়েছে চীন কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য হলো, উইঘুরদের সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। চীনের জিনজিয়ান প্রদেশে কথিত পুনঃশিক্ষা শিবিরে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের নারীরা পদ্ধতিগত ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন। উইঘুর বন্দী শিবিরে নারীরা যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অভিযোগ, চীন সরকার ধীরে ধীরে উইঘুরদের ধর্মীয়সহ অন্যান্য স্বাধীনতাই কেড়ে নিচ্ছে। বহু জিনজিয়ান শিবিরে নারীদের প্রজনন ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হচ্ছে, অকথ্য নির্যাতন নিপীড়ন চালানো হচ্ছে। জোর করে বিশেষ মতবাদ শেখানো হচ্ছে। জিনজিয়ান শিবিরে নয় মাস বন্দী ছিলেন তুরসুনাই জিয়াউদুন। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে শিবির থেকে ছাড়া পেয়ে পালিয়ে কাযাখাস্তান হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। এখন সেখানেই অবস্থান করছেন। জিয়াউদুনের ভাষ্য শিবিরে করোনার প্রভাব নেই, তবুও শিবিরের দায়িত্বে থাকা পুরুষেরা সব সময় মাস্ক পরে থাকেন। স্যুট পড়েন তবে তা পুলিশের উর্দির মতো নয়। জিয়াউদুন বলেন, তারা কখনো কখনো মধ্য রাতের পর শিবিরের সেলে আসেন।

[বিবিসি অনলাইন]

চীন-মায়ানমার একই বৃক্ষের দুটি কাঁটা। উভয়েই মুসলিম নিধন প্রক্রিয়া শুরু করেছে জোরে শোরে। একটু ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে, মুসলিম বিশ্ব বহুধা-বিভক্ত। একেক দেশ একেক নীতি ও স্বার্থ নিয়ে বিভোর। দেখে যেন মনে হয় কেউ কারো নয়। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা!

মুসলিম বিশ্ব ঐক্যবদ্ধভাবে এর প্রতিবাদ না করলে সময়ের ব্যবধানে সমূহ বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। আসুন, ধর্মীয় ও জাতিগোষ্ঠী নিধনের বিরুদ্ধে সকলেই সোচ্চার হই।

লেখক: *প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারী আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট।*

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

মহিলা সাহাবীদের নবীপ্রেম

মাওলানা মুহাম্মদ রিদ্ওয়ান

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মহিলা সাহাবীদের নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথম যাঁর নাম আলোচনা করতে হবে, সেই মহিয়সী শ্রেষ্ঠ মহিলা হলেন উম্মুল মু'মেনীন রফীক্বায়ে হায়াতে সৈয়্যদুল মুরসালীন হযরত খাদীজাতুল কোবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা।

তিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শুধু সাহাবী নন, জীবন সঙ্গীনীও। সে হিসেবে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে। শুধু তা নয়, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নুবূয়ত প্রকাশ পূর্ব থেকেই তিনি আল্লাহর রসূলের সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন। হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার অন্তরে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জন্য যে অগাধ প্রেম-ভক্তি ছিলো ইতিহাসে তুলনা দেয়ার মতো দ্বিতীয় আর কোন দৃষ্টান্ত নেই। প্রিয় নবীকে কেমন ভালবাসতে হবে তার দৃষ্টান্ত হিসেবে হযরত মা খাজিদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা-ই যথেষ্ট।

আমার সব কিছু আমার নবীরই

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার যখন শুভ বিবাহ্ সম্পন্ন হলো, তখন কুরাইশদের কতিপয় ঈর্ষাকাতর লোভী ও হিংসুক প্রকৃতির লোক বলতে লাগলো, ''মক্কার বিখ্যাত ব্যবসায়ী খুওয়াইলিদ তনয়া খাদিজা সর্বাপেক্ষা অভিজাত এবং ধনী হয়েও কেন নিঃস্ব এক যুবক আবদুল্লাহ'র পুত্র মুহাম্মদকে বিবাহ করে আমরা ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সম্মান নষ্ট করলো- আমরা তো তা কোন ভাবেই মানতে পারছি না। খাদিজা আমাদের মর্যাদাহানী করেছে, আমাদেরকে অপমান করেছে, আমরা এর উপযুক্ত প্রতিশোধ নেব।''

ঈর্ষাকাতর নিন্দুকদের এসব কথা শুনে হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা মক্কার কুরাইশ কাফির সর্দারদেরকে দাওয়াত দিয়ে একত্রিত করলেন, এবং সকলের সম্মুখে ব্যক্তিত্বপূর্ণভাবে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন- পবিত্র মক্কানগরীর হে ধনী সম্প্রদায়! আমার নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী সকলেই শুনুন! আমি আপনাদেরই প্রতিবেশী একজন মহিলা। যে ধন সম্পদের বড়াই করে আপনারা গরীব-নিঃস্বকে ঘৃণা করেন সেই সম্পদে আমি আপনাদের নেতৃস্থানীয়া। কিন্তু কুরাইশ সর্দার আবদুল মোত্তালিবের পৌত্র হযরত মুহাম্মদকে বিবাহ করার অপরাধে আপনারা আমার ব্যপারে যা কিছু বলছেন তা আমার কানে এসেছে। আমি আপনাদের সকলের সম্মুখে বলে দিতে চাই- আমার ধন-সম্পদ সকল বিত্ত-বৈভব এমনকি আমার প্রাণটাও আমার প্রিয় স্বামী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জন্য উৎসর্গ করে দিলাম। আপনারা সবাই সাক্ষী থাকুন; আজ হতে উক্ত সকল সম্পত্তির উপর আমার কোন দাবী-দাওয়া থাকবে না। আজ হতে আমার স্বামী সমস্ত সম্পত্তির মালিক হলেন। যাঁকে পুরো জীবনটুকু সঁপে দিয়ে চির জীবনের সঙ্গীরূপে গ্রহণ করেছি। যাঁর গভীর আকর্ষণে সুখ শান্তি ভোগ-বিলাস সব কিছু বিসর্জন দিয়ে দুঃখ ক্লেশকে সানন্দে গ্রহণ করেছি, তাঁকে হিংসুকের দল অবহেলা করবে তা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি হযরত খাজিদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার এ অভাবিত প্রেম-ভালবাসা দেখে মক্কার সকল সর্দার বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে রইল। এরূপ ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের কথা তারা জীবনে কোন দিন শোনেনি। হয়তো পৃথিবীবাসী ভবিষ্যতেও শুনবে না।

হযরত উম্মুল মু'মিনীন খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার প্রতিটি ঘটনা অকল্পণীয় বিস্ময়কর। যেমন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন হেরা পর্বতের সুউচ্চ গুহায় ধ্যান যাপন করতে যেতেন, সেই সুউচ্চ গুহায় হযরত মা খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা প্রতিদিন আমাদের নবীর জন্য দু'বার খাবার রান্না করে নিজেই নিয়ে যেতেন। সেই সময়ে পাহাড়ে উঠার কোন তেমন সু-ব্যবস্থা ছিলো না কিভাবে উঠতেন? কতো প্রেম থাকলে তা সম্ভব। বর্তমানে অনেক হাজী সাহেব হজ্জ করতে গেলে সেই হেরার গুহা দেখার জন্য মন চাইলেও এতো উঁচুতে উঠার সাহস করেন না। আবার অনেকে সাহস করলেও উঁঠতে হাঁপিয়ে উঠেন। অথচ হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা সেই যুগে কোন সুব্যস্থা না থাকা সত্ত্বেও প্রিয় নবরি ভালবাসায়

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

সেই উঁচু পাহাড়ে উঠে যেতেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি ভালবাসার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা একেবারে বিরলই। নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মাধ্যমে তিনি যে গুণাবলী ও অনুপম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছেন তা কেয়ামত পর্যন্ত সকল নারীদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

হযরত মা খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার অনুপম গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য সমূহ

মু'মিনদের মাতা হযরত খাদিজাতুল কোবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এমন এক সৌভাগ্যবতী রমণী যিনি, কুল মাখলুকাতের শ্রেষ্ঠ মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান জীবন সঙ্গীনী; যাঁকে নিয়ে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর মহাশান্তি ও সুখের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছেন। তিনি জীবিত থাকাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আর কোন বিবাহ্ করেননি।

নারীর মধ্যে হযরত খাজিদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন

ইসলামের ইতিহাসে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উম্মতের নারীদের মধ্যে হযরত মা খাদিজাই ছিলেন সর্বপ্রথম মুসলমান। যিনি অযু ও নামাযের নিয়ম কানুন সর্বপ্রথম শিক্ষা লাভ করার গৌরব অর্জন করেন। ইসলামের প্রথমাবস্থায় যে দু'জন ব্যক্তির অর্থানুকল্যে ইসলাম বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলো তাঁদের অন্যতম হযরত খাজিদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি হযরত মা খাজিদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার প্রেম-প্রীতি, ভক্তি-ভালবাসা এবং আত্মোৎসর্গের তুলনা নেই। দুর্যোগময় ও প্রতিকুল অবস্থায় হযরত মা খাদিজাই রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পারিবারিক জীবনে শান্তি, আরাম ও নিরাপত্তার একমাত্র নির্ভরযোগ্য ছিলেন। হযরত রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে ঘরে ফিরে আসতেন তখন তিনি তাঁর স্বভাব সুলভ মিষ্টালাপ ও **সান্ত্বনাবাক্য** দ্বারা আপন স্বামী রাসূল পাকের মনে নতুন শক্তি ও সজীবতা সৃষ্টি করতেন। অকেন সময় রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাইরে থেকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঘরে ফিরে আসলে মা খাদিজা ঘরে অন্য সব কাজ ফেলে স্বামীর পাশে এসে বসতেন এবং নানাভাবে তাঁর মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করতেন।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মা খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার ধন-ঐশ্বর্য হাতে পেয়ে তা মুক্ত হস্তে দান করতে লাগলেন। নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার জন্য কিছুই ব্যয় করলেন না। সমস্ত সম্পদ গরীব-দুঃখী ইসলাম ও মুসলমানের জন্য খরচ করেন। এ ব্যাপারে হযরত মা খাদিজা কোন প্রকার অভিযোগ বা নিষেধ ইত্যাদি করা তো দূরের কথা বরং তিনি তাঁকে আরও উৎসাহিত করতেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রতিকুল পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন কোন বিপদগ্রস্ত হতেন, তখন একমাত্র হযরত মা খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাই তাঁকে সেই নিরাশার মাঝেও আশার বাণী শুনাতেন, **সান্ত্বনা** দিয়ে বলতেন, "প্রিয়তম! আল্লাহু তা'আলাই আপনাকে সাহায্য করবেন।"

হযরত মা খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার অনুপম গুণাবলী ও মধুর ব্যবহার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র অন্তরে এমন গভীর প্রেম-প্রীতির আসন দখল করেছিলো যে, তাঁর মৃত্যুর পরও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একটি দিনের জন্য তাঁকে ভুলতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেই ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহর শপথ! খাদিজার ন্যায় উত্তম স্ত্রী আমি আর একজনও পাইনি। সারা আরবদেশ যখন আমাকে অবিশ্বাস করেছিলো তখন হযরত খাদিজাই আমার উপর ঈমান এনেছিলো। সে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি আমার নামে উৎসর্গ করেছিলো। আর সে-ই আমাকে **সান্ত্বনা** দান করেছে। সুতরাং তাঁর সাথে অন্য আর কোন স্ত্রীর তুলনা হয় না। একমাত্র হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার গর্ভের সন্তানদের মাধ্যমেই জগতে নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বংশ জগতে বিস্তার লাভ করেছে।

হযরত মা ফাতেমাতুয্ যাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার মতো কন্যারত্ন যিনি 'খাতুনে জান্নাত' অর্থাৎ বেবেশতের নারীদের সর্দার আখ্যায়িত হয়েছিলেন তিনি হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার গর্ভেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

এ পৃথিবীতে জীবিত অবস্থায় বেহেশত লাভের প্রতিশ্রুতি ও সুসংবাদ দু'জন নারীকেই দেয়া হয়। তাঁদের একজন উম্মুল মু'মেনীন হযরত মা খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা, অন্যজন তাঁর কন্যা খাতুনে জান্নাত হযরত মা ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা।

হযরত মা খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা আরবের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন বলে তিনি কখনও সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেননি বরং তাঁর সম্পদ সমুদয় ইসলামের খেদমতে দান করেছেন। আরবের সমস্ত দুঃস্থ নর-নারীকে তিনি মুক্ত হস্তে দান করতেন। সকলে হযরত মা খাদিজার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তাঁর দানশীলতা, পবিত্রতা, ধার্মিকতা, সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর ওফাতের সময় দুঃস্থ নর-নারীদের কান্নায় আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিলো। তাঁর চরিত্রের নির্মলতা ও পবিত্রতার কথা আরবের সেই অন্ধকার যুগেও প্রসিদ্ধ ছিলো। তা আজও মানুষ নির্দ্বিধায় স্মরণ করে।

মা খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এমন এক ভাগ্যবতী মহিলা, যিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র হাতের উপর মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। স্বয়ং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামই মা খাদিজার কবরে নেমে তাঁরই পবিত্র হাতে মা খাদিজার শব দেহ কবরে রেখে ছিলেন।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র জীবদ্দশায় তাঁরই সামনে অনেক আত্মীয় স্বজন মৃত্যু বরণ করলেও হযরত মা খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার মৃত্যুর বছরটিকে 'আমল খুযন' 'শোকের বছর' ঘোষণা করা হলো। সে ব্যপারে কেয়ামত পর্যন্ত ইতিহাস সাক্ষী থাকবে। এ থেকে বুঝা যায় মা খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকেও প্রিয় বনী কতো ভালবাসতেন।

রাসূলে পাক কর্তৃক হযরত খাদিজা (রাদ্বি.)'র প্রশংসা

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ''আসমান ও যমীনের মধ্যে যত রমনী রয়েছে তাঁদের মধ্যে বিবি মরিয়ম ও হযরত খাদিজাই সর্বোত্তম। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে ভীষণ ভালবাসতেন। তাঁর ইন্তিকালের পরও প্রায় সর্বদা তাঁকে স্মরণ করতেন এবং কথা প্রসঙ্গে তাঁর প্রশংসা করতেন। বিভিন্ন ঘটনা ও কাজের কথা বর্ণনা করতে করতে তাঁর রূহের জন্য শুভ কামনা করতেন এবং দো'আ প্রার্থনা করতেন।

একদা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অনেক্ষণ পর্যন্ত হযরত খাজিদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার জন্য দো'আ করছিলেন তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বিরক্তির সূরে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! একজন বৃদ্ধা স্ত্রী লোক, যিনি ইন্তিকাল করেছেন, তাঁর জন্য আপনি এতই ব্যকুলতা প্রকাশ করছেন! ওই বুড়ীর কথা কেন বার বার বলছেন? আল্লাহ্ তা'আলা তো তার চাইতেও উত্তম যুবতী স্ত্রী আপনাকে দান করেছেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার এ মন্তব্য শুনে প্রিয় নবী খুবই মর্মাহত হলেন এবং বললেন, "হে আয়েশা! আল্লাহর শপথ! হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার চেয়ে উত্তম স্ত্রী আমি দ্বিতীয় একজনই পায়নি। সারা বিশ্বের মানুষ যখন আমাকে অবিশ্বাস করেছে তখন এ খাজিই আমার উপর ঈমান এনেছে। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে উৎসর্গ করেছে। হে আয়েশা! খাদিজার সাথে অন্য কোন নারীর তুলনা হয়না। তাঁর মতো উত্তম স্ত্রী আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আর দান করেননি। হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা সম্বন্ধে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরেকবার ইরশাদ করেছেন, ''হযরত খাদিজার তুলনা স্বয়ং হযরত খাদিজাই। তাঁর সাথে কোন নারীর তুলনা হতে পারে না। তাঁর মতো ধর্মপরায়ণা, দয়াবতী, দানশীলা, পুণ্যবতী, বুদ্ধিমতী এবং সর্বগুণে গুণান্বিত আর নেই, হবেও না।

খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার নবীপ্রেমের আরেক দৃষ্টান্ত

বিজ্ঞ পাঠকের অবশ্যই জানা থাকবে, হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার সাথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার আগে তিনি তাঁকে তার ব্যবসার দায়িত্বভার দিয়ে সিরিয়া পাঠিয়েছেন- হযরতকে সাহায্য সহযোগীতার জন্য 'মায়সারা' নামের বিশ্বাসী সুচতুর এক দাসকে এবং খোসায়মা নামের এক আত্মীয়কে সাথে দিয়েছেন।

যাওয়ার সময় 'মায়সারাকে' মা খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বিশেষ যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেই থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় মা খাদিজার পবিত্র অন্তরে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি প্রেম-ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালবাসা ছিলো। মা খাদিজা মায়সারাকে

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman

বলেছিলেন- মায়সারা! তোমাকে তাঁর সাথে এ জন্য পাঠাচ্ছি তুমি সর্বদা তাঁর সাথে থাকবে, তাঁর সেবা করবে এবং রাস্তায় যেন তাঁর কোন অসুবিধা না হয়। তাঁর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে। কোন প্রকার আদান-প্রদান বা ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি ব্যাপারে কখনো কোন মন্তব্য করবে না। তাঁর কাজে কোন বাঁধা প্রদান করবে না। তাঁর বিনা অনুমতিতে কোন কাজ করবে না। প্রত্যেকটি কাজ করার পূর্বে তাঁকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে, তাঁর অনুমতি নেবে। সাবধান! কখনো তাঁর অবাধ্য হয়ো না এবং শালীনতা পূর্ণ আচরণ করবে।

আমার আদেশ পুরোপুরি পালন করে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসতে পারলে তোমাকে আমি আশাতীত পুরস্কার দিয়ে চিরদিনের জন্য দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেব। [আল্লাহু আকবর]

নবী পাকের প্রতি এমন ভক্তি ও ভালবাসা! প্রকৃত পক্ষে নবীর প্রতি ভালবাসা, ভক্তি-বিশ্বাস কেমন হওয়া উচিত, হযরত মা খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। হযরত মা খাদিজার নবী প্রেমের আন্দাজ এ থেকেও বুঝা যায় যে, শেষ বয়সে তিনি একদিন বলেছিলেন, "হে আমার হাবীব, আমার মুনিব, আমার মাথার মুকুট আপনি আমার পাশে একটু সময় নিয়ে বসুন। আমার শেষ ইচ্ছা- আপনাকে আমি মন ভরে দেখব আর আমার অন্তরেকে শান্ত করব। আমার একান্ত বিশ্বাস যে, আপনার এ সৌন্দর্য দর্শনই আমার পরকাল মুক্তির একমাত্র ওসিলা।" প্রিয় নবী যখন হযরত খাদিজার পার্শ্বে বসলেন, তখন মা খাদিজা আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার জীবন আপনার খিদমতে ব্যয় করেছি এখন তো আমার বিদায়ের সময় এসে গেছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ অন্তরে আপনার বিচ্ছেদ জ্বালা নিয়ে যাচ্ছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জীবনের শেষ প্রান্তে আপনার পাক চরণে আমার আরয, কিয়ামত দিবসে যেন এ দাসীকে আপনার সাথে রাখেন, আল্লাহর কাছে যেন আমার ক্ষমা ও মুক্তির সুপারিশ করেন। সেই কঠিন মুহূর্তে আপনার সুপারিশ ও শাফা'আতের প্রার্থনা করছি এবং বিশেষ করে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনার খিদমত করতে গিয়ে যদি কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে থাকে- ক্ষমা করে দেবেন এবং আমার মেয়েদের প্রতি সজাগ ও দয়ার দৃষ্টি রাখবেন বিশেষ করে সব চেয়ে ছোট মেয়ে ফাতিমার প্রতি! সে খুব ছোট বয়সেই মা হারা হয়ে যাবে।

দয়ার নবী করুণার বী তাজেদারে আরব ও আজম হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র চক্ষু যুগল অশ্রুতে ভরে গেল। চোখের পানি ধরে রাখতে না পেরে মা খাদিজার পার্শ্বে মেয়ে ফাতিমাকে বসিয়ে নবীয়ে পাক উঠে গেলেন। মেয়ে ফাতিমাকে পেয়ে মা খাদিজা বলতে লাগলেন হে আমার কলিজার টুকরা মেয়ে ফাতিমা! তোমার আব্বাজানকে বলো তোমার মায়ের জীবনের শেষ ইচ্ছা যে, "ওহী নাযিল হওয়ার সময় তোমার আব্বাজানের পবিত্র শরীরে যে মুবারক চাদর খানা ছিলো সে মুবারক চাদর খানা যেন আমার কাফনের জন্য দেন। ওই পবিত্র চাদর শরীফের ওসিলায় যেন আমি আল্লাহর অবারিত রহমত-বরকত লাভে ধন্য হতে পারি।

লেখক: *তরুণ ইসলামী চিন্তাবিদ ও অনুবাদক।*

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

গাউসিয়া কমিটির সংবাদ সম্মেলন

এক বছরে গাউসিয়া কমিটি সারা দেশে ২০৬৫ জন মৃতের দাফন ও সৎকার করেছে

আনজুমান ট্রাস্ট কর্তৃক আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা

বাংলাদেশে করোনা মহামারীর বছরপুর্তিতে গাউসিয়া কমিটির ভূমিকা বিষয়ক সংবাদ সন্মেলনে সংগঠনটির যুগ্ম মহাসচিব এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার লিখিত বক্তব্যে বলেন, ২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত দীর্ঘ ১ বছরে করোনার তান্ডবে বিপর্যস্ত মানবতার পাশে দাঁড়িয়ে গাউসিয়া কমিটি প্রমাণ করেছে গাউসিয়া কমিটি শুধু ত্বরিকত প্রচারের জন্য নয়, বরং ত্বরিকতের অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শ আল্লাহর সৃষ্টি ও মানবতার কল্যাণ সাধন। তিনি বলেন, গত বছর ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনা সনাক্ত হলেও চট্টগ্রামে প্রথম মৃতের ঘটনা ঘটে ১৩ এপ্রিল। গাউসিয়া কমিটি পটিয়ায় প্রথম মৃতের লাশ দাফন, গোসল ও নিজেরাই জানাজা পড়ে মানবিক এ কার্যক্রমের সুচনা করে। তিনি বলেন, এরপর থেকে অদ্যাবদি গাউসিয়া কমিটি করোনা মৃতের দাফন-কাফন ও সৎকার থেকে পিছপা হয়নি। এ যাবৎ সংগঠনটির নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবকরা সমগ্র বাংলাদেশ ২০৬৫ এরমধ্যে শুধু চট্টগ্রামে ১৬৬৭ জন মৃতের দাফন ও সৎকার করেছে। এর মধ্যে ৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধা, ২৫জন হিন্দু, ৩জন বৌদ্ধ ও ১২জন অজ্ঞাত ব্রক্তির লাশও রয়েছে। লিখিত বক্তব্যে মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার আরো বলেন, মৃতের লাশ দাফন-সৎকারের পাশাপাশি করোনায় আক্রান্ত ১২,৫৫০জন রোগীকে অক্সিজেন সেবা, চারটি অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে বিনা ফিতে প্রায় ২২০০জন রোগী পরিবহন, অজ্ঞাত ব্যক্তিদের সড়ক ও বাড়ি থেকে এনে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণসহ ১১হাজারের বেশি মানুষকে ওষুধসহ চিকিৎসাসেবা দেয়া, চট্টগ্রাম নগরীর ৬টি স্পটে ভ্রম্যমান গাড়িতে করোনা টেস্টের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এর আগে করোনার প্রথম দিকে দেশের ১লাখ অসহায় পরিবারকে খাদ্যসামগ্রি দিয়ে সহযোগিতা করার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। এসময় গাউসিয়া কমিটির এ সেবা কার্যক্রমে যারা অ্যাম্বুলেন্স, অক্সিজেন সিলিন্ডার, সুরক্ষা সামগ্রি, নগদ অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, গাউসিয়া কমিটির এ সেবা কার্যক্রম আগামীতে আরো সম্প্রসারণসহ যেকোন দূর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে সেবা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। লিখিত বক্তব্যের পর সংবাদ সন্মেলনে উপস্থিত আনজুমান-এ রাহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন বলেন, করেনাকালে গাউসিয়া কমিটির স্বেচ্ছাসেবকরা জীবনবাজি রেখে মানবতার সেবায় যে কাজ করে আসছে তা প্রশংসনীয়। তিনি এ কার্যক্রমে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসন, মেয়র, সিভিল সার্জন অফিস ও গণমাধ্যমগুলো যে সহযোগিতা করেন-এর জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এসময় তিনি সেবা কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য আনজুমান কর্তৃক একটি আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। সংবাদ সন্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গাউসিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার, কেন্দ্রীয় অর্থ সচিব আলহাজ্ব কমরুদ্দিন সবুর, করোনাকালীন রোগী সেবা ও কাফন-দাফন কর্মসুচির সদস্য অধ্যক্ষ আবু তালেব বেলাল, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, আহসান হাবীব চৌধুরী হাসান, এরশাদ খতিবী ও শাহাদাত হোসেন রুমেল প্রমূখ।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

বিভিন্নস্থানে হযরত খাজা গরীব নাওয়াজের ওরস মোবারক

বলুয়ারদিঘী খানকাহ্ শরীফে ছয় দিন ব্যাপী মাহফিলের সমাপনী দিবসে বক্তারা

ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে খাজা গরীবে নাওয়াজ সাম্য সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করেন

নগরীর বলুয়ারদীঘি পাড়স্থ খানকাহ্-এ কাদেররিয়া তৈয়্যবিয়ায় হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহি আলায়হির ওরশ শরীফ উপলক্ষে ছয় দিনব্যাপী মাহফিলের সমাপনী দিবসে বক্তারা বলেন, হুজুর রাসুলে করিমের রূহানী নির্দেশে খাজা গরীব নাওয়াজ ভারত উপমহাদেশে ইসলামের যে আলো নিয়ে এসেছিলেন তাই শত বছর ধরে পরস্পর বিপরীত মুখী চিন্তা-চেতনায় মানুষকে একত্রিত করে সাম্য সম্প্রীতি সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

খান্‌কা শরীফ পরিচালনা কমিটির সভাপতি হাজী নুর আহমদ পিন্টু ও মোহাম্মদ এরশাদ খতিবীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান মেহমান ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ। আলোচনায় অংশ নেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদ্রাসার আরবী প্রভাষক মাওলানা মাওলনা মুহাম্মদ কাশেম রেজা নঈমী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার সহকারী মাওলানা মুফতী আব্দুল গফুর রেজভী, মাওলানা আবুল কাশেম, আলহাজ্ব নিয়াজ আহমদ দুলাল, আলহাজ্ব সাব্বির আহমদ, হাজী সিদ্দিক আহমদ, মোঃ কাশেম, নগর গাউসিয়া কমিটির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব ছাবের আহমদ, গোলাম মহিউদ্দিন, হাজী আব্দুল মান্নান, হাফেজ আবুল হোসেন। মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাজী ইসমাইল কোম্পানী, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ নুরুল আজিম, মঈনুদ্দীন ফারুক, চসিক কর্মকর্তা হাজী মির্জা ফজলুল কাদের, শামসুদ্দীন খান প্রমুখ।

রংপুর জেলা গাউসিয়া কমিটি কমিটি

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে হযরত খাজা গরীব নাওয়াজের ওরস মোবারক ও গেয়ারভী শরীফ গত ২৩ ফেব্রুয়ারি বাদ মাগরিব নিউ ইঞ্জিনিয়ার পাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা গাউসিয়া কমিটির সভাপতি আবদুল কাদের খোকন, প্রধান অতিথি ছিলেন মোহাম্মদ আল ইমরান শাহ্।

সৈয়দপুর উপজেলা গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ সৈয়দপুর উপজেলা শাখার উদ্যোগে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি কাদেরিয়া তাহেরিয়া সাবেরিয়া সুন্নিয়া মাদরাসায় গেয়ারভী শরীফ ও সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা মঈনউদ্দীন চিশতি (রহ.)'র পবিত্র ওরস মোবারক পালিত হয়। অধ্যাপক আবদুর রউফের সভাপতিত্বে মাহফিলে গেয়ারভী শরীফ পরিচালনা করেন হাফেজ আবদুল ওয়াহেদ। এ উপলক্ষে ওয়াজ মাহফিলে প্রধান আলোচক ছিলেন হাফেজ মাওলানা সাবির হোসেন নুরী। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা শাহযাদা হোসেন, মাওলানা খুরশেদ আলম মানিক প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি পাহাড়তলী থানা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানা শাখার উদ্যোগে হযরত খাজা গরীবে নাওয়াজ (রহ.)'র ওরশ উদ্‌যাপন উপলক্ষে খতমে গাউসিয়া, মিলাদ শরিফ ও পাহাড়তলী থানার সিনিয়র সদস্য আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলামের স্মরণসভা গত ৫ মার্চ আলহাজ্ব ইদ্রিস মুহাম্মদ নুরুল হুদার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় হাজী আবদুল আলী জামে মসিজদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। তকরির পেশ করেন দাওয়াতে খায়র সম্পাদক হাফেজ মাওলানা আবদুল হালিম। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন মুহাম্মদ আইয়ুব, আলহাজ্ব সিরাজ উদ্দিন চৌধুরী, মুহাম্মদ হারুন, কাজী মুহাম্মদ আবদুল হাফেজ, মুহাম্মদ মফিজুর রহমান, হাজী মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, মুহাম্মদ আলমগীর হোসেন, মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম সওদাগর, কাজী রবিউল হোসেন রানা, মুহাম্মদ মাসুদ মিয়া, নাঈমুল হাসান তানভীর, মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, মুহাম্মদ আকবর মিয়া, মুহাম্মদ নুর হোসেন, মুহাম্মদ ইলিয়াছ খোকন, জসিম উদ্দিন সওদাগর, মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন, মুহাম্মদ হোসেন প্রমুখ। পরিশেষে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর জন্য দোয়া, মুনাজাত করা হয়।

গাউসিয়া কমিটি ওয়াজের আলী রোড ইউনিট

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ১৯নম্বর ওয়ার্ড আওতাধীন ওয়াজের আলী রোড ইউনিট শাখার উদ্যোগে গত ৫ মার্চ আলহাজ্ব ওয়াজের আলী সওদাগর এবাদত খানায় ইউনিট

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

সভাপতি শেখ ইকরাম উদ্দীন রুমনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

মাহফিলে সম্মানিত অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ১৯নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন সুরুজ, সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, খাঁন বাহাদুর মিয়াখাঁন মসজিদের মোতোয়াল্লী ও ১৯নম্বর ওয়ার্ড সহ সম্পাদক মোহাম্মদ সাইদুল আজম খাঁন মিতু, ওয়াজের আলী রোড ইউনিট এর উপদেষ্টা যথাক্রমে আলহাজ্ব মোহাম্মদ ছিদ্দিক, আলহাজ্ব ছাবের আহম্মদ জাহাঙ্গীর, আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন বিটু, আলহাজ্ব আজিম উদ্দিন, আলহাজ্ব আবুল মনছুর, আলহাজ্ব জাফর আহমদ, আলহাজ্ব মাহমুদুল হক, আলহাজ্ব মোহাম্মদ কাশেম, মোহাম্মদ আরিফ, মোহাম্মদ বশির, ১৯নম্বর ওয়ার্ড প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, সদস্য মোহাম্মদ মহসিন ও ইউনিট সিনিয়র সহ-সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ নুরউদ্দিন, সহ সভাপতি মোহাম্মদ খালেদ সোহেল, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোহাম্মদ হামিদ, সহ সাধারণ সম্পাদক তানজির আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুল, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ বেলাল ও মোহাম্মদ অলি, দাওয়াতে খাইর সম্পাদক হাফেজ মোহাম্মদ জসিম, ইউনিট সদস্য মোহাম্মদ আজওয়াদ আলী আবীর, মোহাম্মদ আজমাইন আলী আইয়ান, মোহাম্মদ এরশাদ, গোলাপ খাঁন, মোহাম্মদ গিয়াস প্রমূখ।

মাহফিলে বক্তব্য রাখেন খাঁন বাহাদুর মিয়াখাঁন সওদাগর জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মোজাম্মেল হক হাশেমী।

গাউসিয়া কমিটি মুন্সিঘোনা ইউনিট শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হাটহাজারী উপজেলার ১০ নং উত্তর মাদার্শা ইউনিয়ন শাখার আওতাধীন মুন্সিঘোনা ইউনিট শাখার অভিষেক, ওরশে খাজা গরিবে নেওয়াজ ইমাম শেরে বাংলা রহ. ১৮ ফেব্রুয়ারী শাখার সভাপতি মাওলানা সৈয়দ পেয়ার মোহাম্মদ এর সভাপতিত্বে ও অর্থ সম্পাদক এডভোকেট ইয়াসির আরাফাত এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম উত্তর জেলার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও হাটহাজারী উপজেলা পূর্ব পরিষদের সভাপতি গাজী মোহাম্মদ লোকমান। প্রধান বক্তা ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হাটহাজারী উপজেলা পূর্ব পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ব্যাংকার জসিম উদ্দিন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কক্সবাজার জেলার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ এমদাদুল ইসলাম, হাটহাজারী উপজেলার সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ মুহাম্মদ এনামুল হক মাষ্টার, সহ-অর্থ সম্পাদক আরশাদ চৌধুরী, দফতর সম্পাদক এসএম আজাদুর রহমান, উত্তর মাদার্শা ইউনিয়ন শাখার সহ-সভাপতি মাওলানা আবদুলাহ শাহ, যুগ্ম সম্পাদক ফয়েজুল বারী চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক সাংবাদিক মোহাম্মদ জামশেদ, সমাজসেবা সম্পাদক মোহাম্মদ নাজিম উদ্দীন, নির্বাহী সদস্য আবুল হোসেন কোম্পানি, নির্বাহী সদস্য মোহাম্মদ একরামুল হক হারুন।

এতে আরো উপস্থিত ছিলেন সাবেক ইউপি সদস্য আলহাজ্ব মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম সওদাগর, মোহাম্মদ মাহবুবুল বশর, আলহাজ্ব ফরিদ, আলহাজ্ব মোহাম্মদ সোলায়মান, মোহাম্মদ এসএম তৈয়ব, মোহাম্মদ নুরুল আজিম, মোহাম্মদ ইউনুছ, মোহাম্মদ শাহাজাহান, মোহাম্মদ সেকান্দর, জাহাঙ্গীর আলম, মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, মঈনুদ্দিন খোকন, মোহাম্মদ ঈশা, মোহাম্মদ মনছুর, মোহাম্মদ হাসান, নুরুদ্দীন আরিফ প্রমুখ।

এছন আলী শাহী জামে মসজিদ শাখা

কর্ণফুলী উপজেলার দক্ষিণ শিকলবাহা ৫নম্বর ওয়ার্ড এছন আলী শাহী জামে মসজিদ সংলগ্ন মাঠে গাউসিয়া কমিটির ব্যবস্থাপনায় ওরসে খাজা গরীব নেওয়াজ উপলক্ষে সুন্নী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি মাওলানা এম.এ. মাবুদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মাওলানা আবু সুফিয়ান খাঁন আবেদী আল-কাদেরী। উদ্বোধক ছিলেন ফয়জুল বারী ডিগ্রী মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা ড. খলিলুর রহমান, শায়ের ক্বারী মাওলানা তারেক আবেদীন আলকাদেরী, মাওলানা জাবেরুল হক হোসাইনী, মাওলানা লোকমান আলকাদেরীর পরিচালনায় সম্বর্ধিত অতিথি ছিলেন করোনা সম্মুখযোদ্ধা, দাফন ও সৎকার, স্বেচ্ছাসেবক টিক কর্ণফুলীর সমন্বয়ক মুহাম্মদ ইমতিয়াজ উদ্দীন ও শিকলবাহা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইউনিয়ন শাখার নবনির্বাচিত সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ মাসুদ জাহাঙ্গীর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ জামিল, মাওলানা ওসমান গণি আশরাফি, মাওলানা ইউনুছ অহিদী, গাউসিয়া কমিটি শিকলবাহা ইউনিয়ন শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইউনুছ, এছন আলী শাহী জামে মসজিদ শাখার সভাপতি ইকবাল সওদাগর, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইয়াকুব।

দেওয়ান বাজার ওয়ার্ড গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ২০নম্বর দেওয়ান বাজার ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত মাওলা আলীর খোশরোজ শরীফ ও মাসিক খতমে গাউসিয়া শরীফ স্থানীয় কোরবানীগঞ্জ চুল মুবারক জামে মসজিদে গত ১৫ জানুয়ারি বাদে এশাদ অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিল পরিচালনা করেন সৈয়দ মুহাম্মদ শাকেরুল ইসলাম সুজন ও মুহাম্মদ ওমর ফারুক। এতে উপস্থিত ছিলেন হাফেজ আবুল হোসেন, হাফেজ মুহাম্মদ সাদাত হোসেন, আবদুস সালাম বালী, মুহাম্মদ আবদুল কাদের, মুহাম্মদ মিন্টু, মাওলানা ইলিয়াছ, মুহাম্মদ শফি, মুহাম্মদ হান্নান, মুহাম্মদ আবুল বশর।

গাউসিয়া কমিটি সৈয়দ নুরুজ্জামান নাজির সড়ক ইউনিট

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চাঁন্দগাও থানাধীন সৈয়দ নুরুজ্জামান নাজির সড়ক ইউনিটের উদ্যোগে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.)র ওরস মোবারক উদযাপন উপলক্ষে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মদ আবদুন নবীর সভাপতিত্বে মাহফিল পরিচালনা করেন মুহাম্মদ আবদুর রহমান। এতে উদ্বোধক ছিলেন চান্দগাঁও থানা গাউসিয়া কমিটির সেক্রেটারি আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রধান বক্তা ছিলেন মাওলানা ড. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্, বিশেষ বক্তা ছিলেন হাফেজ মাওলানা শামসুল আরেফিন, বিশেষ অতিথি ছিলেন মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল-মামুন খোকন, মাওলানা মুহাম্মদ বরকত উল্লাহ্, মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন মানিক, মুহাম্মদ মনছুর আলম কোম্পানি, আলহাজ্ব মুহাম্মদ মুহাম্মদ শিহাব উদ্দিন আলম। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন অত্র ইউনিটের উপদেষ্টা হাজী আবদুস সালাম, হাজী আবুল কালাম আজাদ, এ.এম. রফিক উদ্দিন, সাজ্জাদ হোসেন, অত্র ইউনিটের সেক্রেটারি হাজী মুহাম্মদ আবু তাহের, সিনিয়র সহ সভাপতি মুহাম্মদ আশরাফ মিয়া, মুহাম্মদ শাহেদ, মুহাম্মদ ইমরান, মুহাম্মদ আরাফাত, মুহাম্মদ সিফাত, মুহাম্মদ মোস্তাকিম, আমির খসরু, আলী আকবর প্রমুখ।

আনোয়ারা সৈয়দিয়া তৈয়বিয়া মাদরাসা

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত আনোয়ারা সদরস্থ ছৈয়্যেদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরীয়া ছাবেরিয়া সুন্নিয়া মাদরাসা হেফজ ও এতিমখানা পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে মাসিক খতমে গাউসিয়া শরীফ ও খাজা গরীব নেওয়াজ রহ.'র ফাতেহা উপলক্ষে আলোচনা সভা গত ৫ মার্চ আলহাজ্ব মুহাম্মদ রেজাউল হকের সভাপতিত্বে ও মাদরাসা পরিচালক মুফতি কাজী শাকের আহমদ চৌধুরী ও আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ মোরশেদুল হক আলকাদেরীর যৌথ সঞ্চালনায় মাদরাসা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ, প্রধান আলোচক ছিলেন গাউসিয়া কমিটি আনোয়ারা উপজেলার সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব আবুল কালাম আজাদ। তকরির পেশ করেন আলহাজ্ব মাওলানা মুজিবুর রহমান আলকাদেরী ও মাওলানা আহমদ নুর আলকাদেরী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা নুর মুহাম্মদ আনোয়ারী, এস.এম. আব্দুল হালিম, মুহাম্মদ ফরিদুল আলম ব্যাংকার, মাস্টার মুহাম্মদ এয়াকুব আলী, মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন ছিদ্দিকী, মাস্টার মুহাম্মদ সরোয়ার আলম, হাফেজ মুহাম্মদ শাহজাহান, হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আবু ছৈয়দ, হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন, মাওলানা কলিম উল্লাহ্, হাফেজ মুহাম্মদ মিজান, আলহাজ্ব মুহাম্মদ শামশুল আলম, মুহাম্মদ আবদুল আজিজ, মুহাম্মদ আলী আক্কাস, এস.এম. সিরাজুল মুনির, মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম সওদাগর, মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন, আলহাজ্ব মুহাম্মদ নুরুল হক প্রমুখ।

বোয়ালখালী কেন্দ্রিয় খানকাহ শরীফ

বোয়ালখালী পৌরসভা খানকা্হ-এ ক্বাদেরীয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরীয়ায় গরীবে নাওয়াজ হযরত খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী (রহ.)'র বার্ষিক ওরশ মোবারক ও মাসিক খত্মে গেয়ারভী শরীফ, দাওয়াতে খায়র মাহফিল গত ২৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম চৌধুরী মুন্সির সভাপতিত্বে সৈয়দ মুহাম্মদ ফখরুদ্দিন এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মাহফিলে বক্তব্য রাখেন মাওলানা জয়নাল আবেদীন আল-কাদেরী, উপস্থিত ছিলেন- হাজী আবদুর রহমান সওদাগর, আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী, আলহাজ্ব শেখ সালাউদ্দীন, অধ্যাপক আবুল মনসুর দৌলতী, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বোয়ালখালী উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এস, এম. মমতাজুল ইসলাম, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, আলহাজ্ব আলম খান চৌধুরী, কাজী এম.এ. জলিল, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, এস এম ফজলুল কবির, আলহাজ্ব ইসকান্দর আলম

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

দিদার, মোহাম্মদ ইব্রাহীম, ওসমান গণি, নাজিম উদ্দীন, মুহাম্মদ বেলাল, মুহাম্মদ জালাল, রবিউল হোসেন সোহেল, রবিউল করিম মাস্টার, মোহাম্মদ এনাম, আবু তালেব, মুহাম্মদ আবুল হাশেম, মাওলানা মুহাম্মদ ইমতিয়াজ সুজন, আলহাজ্ব সোলাইমান বাদশা।

গাউসিয়া কমিটি কচুয়াই ফারুকী পাড়া শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পটিয়া উপজেলার কচুয়াই ফারুকীপাড়া শাখার ব্যবস্থাপনায় ফারুকীপাড়া বায়তুর রহমত জামে মসজিদে গত ১৯ ফেব্রুয়ারী মুহাম্মদ এনামুর রশিদ ফারুকীর সঞ্চালনায়, মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম ফারুকীর সভাপতিত্বে খাজা গরীবে নেওয়াজ (রহ.)'র পবিত্র বার্ষিক ওরশ মোবারক উপলক্ষে পবিত্র খতমে গাউসিয়া শরীফ ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পটিয়া উপজেলার যুগ্ম-সম্পাদক ও ইউনিয়ন সভাপতি মোহাম্মদ জাকির হোসেন মেম্বার। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফারুকীপাড়া শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি মুহাম্মদ মোরশেদ ফারুকী, মুহাম্মদ রেজাউল করিম ফারুকী, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল খালেক ফারুকী। প্রধান আলোচক ছিলেন মাওলানা হাছানুল হক আলক্বাদেরী। বিশেষ আলোচক ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জলিল দাওয়াতে খায়ের সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ নুরুল আলম ফারুকী। মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, মুহাম্মদ মুছা ফারুকী, মোহাম্মদ মহিদুল আলম ফারুকী, মোহাম্মদ আয়ুব ফারুকীসহ অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ জাওয়াদ ফারুকী, মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান ফারুকী, মুহাম্মদ মাসুদ ফারুকী, মুহাম্মদ সাঈদুল ইসলাম ফারুকী (বাবু), মুহাম্মদ রিদুওয়ানুল ইসলাম ফারুকী (রিমু) প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটির সাংগঠনিক তৎপরতা

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

চট্টগ্রাম মহানগর শাখার মতবিনিময় সভা সম্পন্ন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার আওতাধীন থানা সমূহের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদকের উপস্থিতিতে আসন্ন মাহে রমজানুল মোবারকের বিবিধ কর্মসূচী নিয়ে মতবিনিময় সভা গত ১৩ মার্চ আলমগীর খানকা শরীফে নব গঠিত কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ মাহাবুবুল আলমের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ'র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়।

এতে চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ সেকান্দর মিয়া, সহ-সভাপতি আলহাজ্ব তছকির আহমদ, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মনির উদ্দীন সোহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ ইলিয়াস আলকাদেরী, অর্থ সম্পাদক আলহাজ্ব মনোয়ার হোসেন মুন্না, কোতোয়ালী (পূর্ব) থানার সভাপতি আলহাজ্ব খায়র মোহাম্মদ, সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী বাহা উদ্দীন ফারুক, চান্দগাঁও থানার সাংগঠনিক সম্পাদক হাজী আবু তাহের, খুলশী থানার সভাপতি ডা. আজিজ আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রাশেদুল মোমিন, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, কর্ণফুলী থানার সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইলিয়াস মুন্সী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নুর মোহাম্মদ কাদেরী, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ মোরশেদ আলম, বন্দর থানার সভাপতি মোহাম্মদ হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ ইউসুফ মিয়া, কোতোয়ালী (পশ্চিম) থানার সভাপতি মোহাম্মদ সালামত উল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল আলম আবদুল্লাহ, বাকলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোহাম্মদ নুরুল আখতার, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আইয়ুব আলী, পাঁচলাইশ থানার সহ-সভাপতি হাজী মোহাম্মদ সেকান্দর মিয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ দস্তগীর আলম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ জামাল হোসেন, পতেঙ্গা থানার সভাপতি হাজী মোহাম্মদ আবুল বশর, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ নঈম উদ্দীন, পাহাড়তলী থানার সি.সহ-সভাপতি মোহাম্মদ আইয়ুব, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মোসলেম উদ্দীন, বায়েজীদ থানার সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান সর্দার, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ সালামত আলী, হালিশহর থানার সাধারণ সম্পাদক এম. এ. নেওয়াজ, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ জোবায়েদ উদ্দীন, মোহাম্মদ সাবের, মোহাম্মদ সিদ্দিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ আরিফ খতিবী, মোহাম্মদ জানে আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে থানা কমিটির মাধ্যমে মাহে রমজানুল মোবারকের তোহফা বিতরণ, ২৮ শাবান স্বাগত র‍্যালী ও আন্‌জুমান পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের মিসকিন ফান্ডের জন্য যাকাত-ফিতরা সংগ্রহ, ইফতার মাহফিল ও দাওয়াতে খায়র মাহফিলসহ বিবিধ বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়।

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

সভায় উপস্থিত সকলে কেন্দ্র কর্তৃক ঘোষিত মহানগর কমিটির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সভা শেষে হুযুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ (মা.জি.আ.) ও করোনা মহামারীতে আক্রান্ত সমস্ত মুসলিম উম্মাহ'র আশু রোগ মুক্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।

চাতরী চৌমুহনী বাজার শাখার অভিষেক অনুষ্ঠান

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ আনোয়ারা উপজেলা চাতরী ইউনিয়ন শাখার কার্যলয় উদ্বোধন ও চাতরী চৌমুহনী শাখার অভিষেক অনুষ্ঠান হাজী আবুল হোসেন শপিং সেন্টারে গত ২১ ফেব্রুয়ারি মুহাম্মদ আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে ও মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিছ এর সঞ্চলনায় অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধক ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ আনোয়ারা উপজেলা শাখার সভাপতি আলহাজ্ব হাছানুর রশিদ রিপন, প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ, প্রধান বক্তা ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পরিষদের যুগ্ম মহা-সচিব আলহাজ্ব এডভোকেট মোছহাব উদ্দিন বখ্তিয়ার, বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সভাপতি আলহাজ্ব কমর উদ্দিন সবুর, বিশেষ বক্তা ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ মাষ্টার, সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল মনছুর, বিশেষ অতিথি ছিলেন আলহাজ্ব মাওলানা ফজলুল করিম আনোয়ারী, আলহাজ্ব মুহাম্মদ ফজলুল কাদের মাষ্টার, এম. মনির আহম্মদ চৌধুরী, আলহাজ্ব মুহাম্মদ নাজিম উদ্দিন চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন এস.এম. আব্বাস, মুহাম্মদ এমদাদুল হক বকুল, মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম নুরু, মুহাম্মদ হাবিববুল্লাহ্, মুহাম্মদ নাজিম উদ্দিন খাঁন চৌধুরী প্রমুখ। উপজেলা কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব আনোয়ার খাঁন মুন্সি, আলহাজ্ব মুহাম্মদ শামশুল আলম, আলহাজ্ব মুহাম্মদ হোসেন, মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ, কেরামত আলী মেম্বার, হাজী মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, মুহাম্মদ মিয়া মেম্বার, মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ, মুহাম্মদ আলমগীর চৌধুরী, হাজী শফিক আহমদ, খাইর মুহাম্মদ, মুহাম্মদ হাসান আলী প্রমুখ।

দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়ন শাখার কাউন্সিল সম্পন্ন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হাটহাজারী (পূর্ব) থানার আওতাধীন ১৩ নম্বর দক্ষিণ মাদার্শা ইউনিয়ন শাখার দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল গত ১২ ফেব্রুয়ারি মধ্য মাদার্শাস্থ খানকা-এ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া কমপ্লেক্সে সংগঠনের সভাপতি সৈয়দ মুহাম্মদ মিঞার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উত্তর জেলা গাউসিয়া কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও হাটহাজারী (পূর্ব) থানার সভাপতি গাজী মোহাম্মদ লোকমান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি কেন্দ্রীয় মিডিয়া সেলের প্রধান অধ্যক্ষ আবু তালেব বেলাল, প্রধান বক্তা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন যথাক্রমে মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন চৌধুরী ও মাস্টার সৈয়দ এনামুল হক। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফরিদুল আলম মিঠু, নাছির উদ্দিন মোস্তফা, মোহাম্মদ আবছার, মাওলানা শাহজাহান আলী, সৈয়দ পেয়ার মুহাম্মদ, আজাদুর রহমান, আবদুল্লাহ্ শাহ্, মুহাম্মদ শাহেদ, মুহাম্মদ জামশেদ, এস.এম. সোলায়মান, মাওলানা রায়হান প্রমুখ। সভায় নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হয়ঃ সভাপতি মোহাম্মদ সেকান্দর মাস্টার, সহ সভাপতি জসিম উদ্দিন চৌধুরী, লোকমান হাকিম, নুরুল আনোয়ার, মুহাম্মদ ইলিয়াছ, সাধারণ সম্পাদক আবদুস সবুর, যুগ্ম সম্পাদক আরশাদ চৌধুরী, সহ সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আবু বকর, মুজিবুল হক আজাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা লিয়াকত আলী খান, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ ওসমান, এডভোকেট রিদুওয়ানুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক মোস্তফা হায়দার, সহ অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ রাশেদ, দাওয়াতে খায়র সম্পাদক হাফেজ আবুল হাশেম, সহ দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মাওলানা সৈয়দ জাহেদ, মাওলানা সৈয়দ জুবাইর আবেদীন, মাওলানা ফয়েজ করিম, আবদুর রহিম মুহাম্মদ তারেক, প্রচার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুহাম্মদ শাহেদ, সহ প্রচার রিদোয়ান বাদশাহ্, প্রকাশনা সম্পাদক লোকমান হোসেন, সহ প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মদ ফরহাদ, দপ্তর সম্পাদক ইব্রাহীম আজমী, সহ দপ্তর সম্পাদক আকবর হোসেন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, সহ সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মুমিনুল হক।

www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

বুড়িশ্চর ইউনিয়ন শাখার দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল সম্পন্ন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হাটহাজারী (পূর্ব) থানার আওতাধীন ১৫নম্বর বুড়িশ্চর ইউনিয়ন শাখার দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল গত ৫ মার্চ বুড়িশ্চর উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে সংগঠনের সভাপতি আলহাজ্ব মোখতার আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি কেন্দ্রীয় পরিষদের যুগ্ম মহাসচিব আলহাজ্ব এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতেয়ার, বিশেষ অতিথি ছিলেন উত্তর জেলা গাউসিয়া কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও হাটহাজারী (পূর্ব) থানার সভাপতি গাজী মোহাম্মদ লোকমান, উত্তর জেলা গাউসিয়া কমিটির সহ দপ্তর সম্পাদক মুহাম্মদ আলী আজম। প্রধান বক্তা ছিলেন মাস্টার সেকান্দর হোসেন ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন মাস্টার সৈয়দ মুহাম্মদ এনামুল হক। থানা কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এস.এম. জাকারিয়া, জসিম উদ্দিন চৌধুরী, এরশাদ চৌধুরী, আজাদুর রহমান। কাউন্সিলে নিম্নোক্ত কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়ঃ

সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, সিনিয়র সহ সভাপতি শাহ্ মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন মোস্তফা, সহ সভাপতি মোহাম্মদ জাহেদ হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক ফখরুল হক মানিক, যুগ্ম সম্পাদক মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক এস.এম. জসিম উদ্দিন, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোজাম্মেল হক, অর্থ সম্পাদক আবুল হাশেম কায়সার, দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ আরিফ, সহ দাওয়াতে খায়র সম্পাদক এস.এম. নঈমুল মোস্তফা ও আবদুল কাইয়ুম, প্রচার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুহাম্মদ শেখ নাছির, সহ প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ হাসান, দপ্তর সম্পাদক এস.এম. রনি ও সহ দপ্তর সম্পাদক মুহাম্মদ সরোয়ার। সদস্য- মেহেরাজ উদ্দীন পারভেজ, খোরশেদ আলম মানিক, মুহাম্মদ মোজাম্মেল, এস.এ. সরোয়ার, জামশেদ, আশরাফ, মিরাজ, লিয়াকত আলী, রাশেদ, হারুন, সাইফুল, জব্বার সওদাগর, মাহবুবুল হক, আবু জাফর, মঈন উদ্দীন টিটু, এয়াকুব আলী হোসেন খোরশেদুল আলম।

বড়লিয়া ইউনিয়ন শাখার দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল সম্পন্ন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পটিয়া উপজেলার বড়লিয়া ইউনিয়ন শাখার দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ওকন্যারা সৈয়দ খান (রহঃ) কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

বড়লিয়া ইউনিয়ন গাউসিয়া কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব আলী আকবর খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ছিলেন পটিয়া উপজেলা গাউসিয়া কমিটির সভাপতি মাহবুবুল আলম (এম.কম)। প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ কামরুদ্দিন সবুর প্রধান বক্তা ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ মাস্টার। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পটিয়া উপজেলা সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম চৌধুরী সামিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা গাউছিয়া কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব আবুল মনসুর সওদাগর গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পটিয়া উপজেলার সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব শফিকুল ইসলাম, আলহাজ্ব মোহাম্মদ নেজাবত আলী বাবুল, মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ মাস্টার, আলহাজ্ব মোহাম্মদ মোজাফফর আহমদ, আলহাজ্ব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, ডাক্তার মোহাম্মদ আবু সৈয়দ, মোহাম্মদ আবদুল মোনাফ চৌধুরী, মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ জাকির হোসেন মেম্বার, মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ আবু নাসের, ডাক্তার মোহাম্মদ সাখাওয়াত, মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। এতে নিম্নোক্ত কমিটি গঠিত হয়ঃ

সভাপতি- মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, সিনিয়র মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (বাবু), সহ-সভাপতি- মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, আলহাজ্ব মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, গাজী মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, সৈয়দ মোহাম্মদ মূছা, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ নুরুল আবছার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ হাসান, সহ-সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ ইসমাইল, মোহাম্মদ জামশেদ শরীফ (রনি), দাওয়াতে খায়ের সম্পাদক- মাওলানা মোহাম্মদ মহিউদ্দীন, সহ-দাওয়াতে খায়ের সম্পাদক- মাওলানা মোহাম্মদ সাজ্জাদ, গাজী মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, মাওলানা মোহাম্মদ আলা উদ্দিন, অর্থ সম্পাদক- মোহাম্মদ ওয়াহিদ

মুরাদ, সহ-অর্থ সম্পাদক- মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক- ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ইমরান খাঁন, সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক- মোহাম্মদ আবু তৈয়ব, দপ্তর সম্পাদক- মোহাম্মদ মামুন খাঁন, সমাজ সেবা সম্পাদক- মোহাম্মদ সৈয়দুল করিম, তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদক- মোহাম্মদ শাহজাহান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক- মোছাম্মৎ রুনা আকতার, নির্বাহী সদস্য আনোয়ার হোসেন, মোহাম্মদ মফিজ উদ্দিন প্রমূখ।

দক্ষিণ নিশ্চিন্তাপুর ইউনিট শাখার সভা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রাঙ্গুনিয়া উপজেলার দক্ষিণ নিশ্চিন্তাপুর ইউনিট শাখার উদ্যোগে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বার্ষিক ফাতেহা ও সংগঠনের মাসিক সভা ১১ফেব্রুয়ারি মাওলানা আবদুর রহিম আলকাদেরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি রাঙ্গুনিয়া উপজেলা (উত্তর)- এর সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব আবদুল মোতালেব, বিশেষ অতিথি ছিলেন মজিবুর রহমান সওদাগর, প্রধান বক্তা ছিলেন গাউসিয়া কমিটি রাঙ্গুনিয়া উপজেলা শাখার শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা কাজী মামুনুল ইসলাম, বিশেষ বক্তা ছিলেন আলহাজ্ব মাওলানা ইদ্রিস আলকাদেরী, দাওয়াতে খায়র সম্পাদক হাফেজ মাওলানা মামুনুর রশিদ, অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মাওলানা নাসির উদ্দিন আলকাদেরী।

৪নম্বর স্বনির্ভর ইউনিয়ন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রাঙ্গুনিয়া উপজেলার স্বনির্ভর ইউনিয়নস্থ ৪র্ন ওয়ার্ড কমিটি গঠনকল্পে এক সভা আবদুল্লাহ্ সওদাগরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন রাঙ্গুনিয়া উপজেলা শাখার সহ সভাপতি মজিবুর রহমান সওদাগর, কাজী মুহাম্মদ আয়ুব, ছালে আহমদ সওদাগর, মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী, আবুল হাশেম প্রমুখ।

বিভিন্ন শাখার উদ্যোগে দাওয়াতে খায়র মাহফিল

গাউসিয়া কমিটি পাহাড়তলী থানা শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানা শাখার উদ্যোগে দাওয়াতে খায়র মাহফিল গত ২০ ফেব্রুয়ারি হাজী আবদুল আলী জামে মসজিদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে দাওয়াতে খায়র সম্পাদক হাফেজ মাওলানা আবদুল হালিম। নামাজ ও গোসল নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেন।

উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড শাখার মাসিক সভা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ৯ নম্বর উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড শাখার মাসিক সভা মুসলিম মিয়া'র সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম সওদাগরের সঞ্চালনায় মাহমুদ খান জামে মসজিদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন। দাওয়াতে খায়র পরিচালনা করেন মাওলানা গিয়াস উদ্দিন আলকাদেরী। বক্তব্য রাখেন ৯নম্বর ওয়ার্ডের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আলমগীর হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক নাঈমুল হাসান তানভীর, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন, সহ-অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ আবু বক্কর সিদ্দিক, নোয়াপাড়া ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান হৃদয়, দপ্তর সম্পাদক জামিলুর রহমান সাকিব, গোলপাহাড় ইউনিটের সভাপতি মুহাম্মদ আলী হোসেন, সহ-সভাপতি মুহাম্মদ সোহেল, কৈবল্যধাম ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক ডা. জসিম উদ্দিন, ইস্পাহানী ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আবু নাছের, নাজমুল হোসেন তাওহিদ, কামরুল, সাদরিব প্রমুখ।

পাহাড়তলী ১২নম্বর ওয়ার্ড

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানাধীন ১২নম্বর ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে দাওয়াতে খায়র মাহফিল সংগঠনের সিনিয়র সভাপতি মুহাম্মদ মাসুদ মিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাজী মুহাম্মদ ইউছুপ আলীর সঞ্চালনায় ভেলুয়ার দিঘী শাহী জামে মসজিদের ২য় তলায় অনুষ্ঠিত হয়।

দাওয়াতে খায়র বিষয়ে আলোচনা করেন ভেলুয়ার দিঘী শাহী জামে মসজিদের খতিব হযরত মাওলানা মুখতার আহমদ আল-ক্বাদেরি।

লতিফপুর আলীরহাট ইউনিট

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ লতিফপুর ওয়ার্ড আওতাধীন আলীর হাট ইউনিটের সহযোগিতায় মিয়ার বাড়ী সৈয়্যদেনা সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) জামে মসজিদ কমিটির উদ্যোগে দাওয়াতে খাইর মাহফিল গত ৫ ফেব্রুয়ারি, মসজিদ প্রাঙ্গণে আলহাজ্ব খ.ম নজরুল হুদার সভাপতিত্বে ও মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিনের সঞ্চালনায় বাদে মাগরিব হতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান

The Monthly Tarjuman

অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ড. সৈয়্যদ মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল-আযহারী। প্রধান বক্তা ছিলেন উক্ত জামে মসজিদের খতিব আলহাজ্ব মাওলানা মুজিব উদ্দিন আল-কাদেরী।

লতিফপুর আব্বাস মাঝির বাড়ী ইউনিট

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ লতিফপুর ওয়ার্ড আওতাধীন আব্বাস মাঝির বাড়ী ইউনিটের উদ্যোগে দাওয়াতে খাইর মাহফিল গত ২১ ফেব্রুযারি আব্বাস মাঝির বাড়ী জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে ইউনিটের সভাপতি মোহাম্মদ রবিউল হোসেনের সঞ্চলনায় মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ ইদ্রিছ কাদেরীর সভাপতিত্বে বাদে এশা হতে খতমে গাউছিয়া ও দাওয়াতে খাইর মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন ড. সৈয়্যদ মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল-আযহারী। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন আলহাজ্ব খ.ম নজরুল হুদা স.ম জাকারিয়া। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন লতিফপুর ওয়ার্ড সভাপতি মোহাম্মদ ফেরদৌস মিয়া কোম্পানী ও সাধারণ সম্পাদ মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন প্রমুখ।

পটিয়া ইঞ্জিনিয়ার তারেক মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন জামে মসজিদ

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পটিয়া উপজেলাধীন মনসা ৭নম্বর ওয়ার্ড শাখার সার্বিক সহযোগিতায় মনসা ইঞ্জিনিয়ার তারেক মুহাম্মদ মঈনুদ্দিন জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির ব্যবস্থাপনায় দাওয়াতে খায়র মাহফিল গত ২৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। গাউসিয়া কমিটি পশ্চিম পটিয়া শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব আবু জাফরের পরিচালনায় বিষয় ভিত্তিক দরস প্রদান করেন পশ্চিম পটিয়া শাখার সহ দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান কাদেরী, সাহিত্য ও সাংস্কৃতি সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ এনামুল হক সাকিব কাদেরী, কুসুমপুরা ইউনিয়ন শাখার উপদেষ্টা মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, সহ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ ফরিদুল আলম, পূর্ব থানামহিরা ৩নং ওয়ার্ড শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল কাদের আলকাদেরী, পশ্চিম কুসুমপুরা ওয়ার্ড শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ রায়হান ইমন। শেষে মৃত ব্যক্তির গোসল ও কাফন পরানোর নিয়ম কানুন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

পটিয়া কাজী বাড়ী জামে মসজিদ

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পটিয়া উপজেলাধীন মধ্যম কুসুমপুরা কাজী বাড়ী জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির ব্যবস্থাপনায় মধ্যম কুসুমপুরা ২ নম্বর ওয়ার্ড শাখার সার্বিক সহযোগিতায় বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও দাওয়াতে খায়র মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। গাউসিয়া কমিটি পশ্চিম পটিয়া শাখার দাওয়াতে খায়র সম্পাদক হাজী মুহাম্মদ নুরুদ্দিন খাঁনের পরিচালনায় বিষয় ভিত্তিক দরস প্রদান করেন পশ্চিম পটিয়া শাখার সহ দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান কাদেরী, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ এনামুল হক সাকিব কাদেরী, পশ্চিম কুসুমপুরা ওয়ার্ড শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ রায়হান ইমন, চাপড়ী ৭নং ওয়ার্ড শাখার সহ দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মুহাম্মদ আসমাউল হক সিফাত। শেষে মৃত ব্যক্তির লাশের গোসল ও কাফন পরানোর নিয়ম কানুন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ইয়াকুব হাজী জামে মসজিদ

পশ্চিম পটিয়া কুসুমপুরা ইয়াকুব হাজী জামে মসজিদ পরিচালনায় কমিটির ব্যবস্থাপানায় গাউসিয়া কমিটি ইয়াকুব হাজী জামে মসজিদ ইউনিট শাখার সার্বিক সহযোগিতায় বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণমূলক কর্মশালা ও দাওয়াতে খায়র মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। গাউসিয়া কমিটি পশ্চিম পটিয়া শাখার দাওয়াতে খায়র সম্পাদক হাজী মুহাম্মদ নুরুদ্দিন খাঁনের পরিচালনায় বিষয় ভিত্তিক দরস প্রদান করেন- পশ্চিম পটিয়া শাখার উপদেষ্টা আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল হক আলকাদেরী, পশ্চিম পটিয়া শাখার সহ দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান কাদেরী, পশ্চিম কুসুমপুরা ওয়ার্ড শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ রায়হান ইমন। শেষে মৃত ব্যক্তির লাশের গোসল ও কাফন পরানোর নিয়ম-কানুন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

শাকপুরা ৩নম্বর ওয়ার্ড শাখার অভিষেক

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ৪নম্বর শাকপুরা ইউনিয়ন শাখার আওতাধীন ৩নম্বর ওয়ার্ড শাখার অভিষেক অনুষ্ঠান গত ১২ ফেব্রুয়ারি শাকপুরা বায়তুল জান্নাত জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে মুহাম্মদ ওসমান গণির সভাপতিত্বে মাওলানা জয়নুল আবেদীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সহ-সভাপতি আলহাজ্ব নেজাবত

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

আলী বাবুল, প্রধান বক্তা ছিলেন-বোয়ালখালী উপজেলা শাখার সভাপতি মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম চৌধুরী মুন্সি, বিশেষ অতিথি সাধারণ সম্পাদক এস.এম. মমতাজুল ইসলাম, মাওলানা এস.এম. আকতার উদ্দীন, মোহাম্মদ জাকারিয়া প্রমুখ। ৪৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরি কমিটিকে শপথ পাঠ ও দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কমিটি নিম্নরূপ:

সভাপতি মোহাম্মদ ওসমান গণি, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোহাম্মদ মুমিনুল হক,সহ-সভাপতি মোহাম্মদ মাসুদুল আলম, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ শহীদুল ইসলাম, সহ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন রানা, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ সেকান্দর হোসেন, দাওয়াতে খায়ের সম্পাদক মাওলানা জয়নুল আবেদীন, সহ দাওয়াতে খায়ের সম্পাদক মাওলানা নাঈম উদ্দীন, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ ফয়সাল, সহ অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ আনোয়ার রিফাত, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈম, সহ প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোহাম্মদ শাকিল, দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ আজাদ, সহ দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ রাসেল, সমাজ সেবা সম্পাদক মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল আবছার, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ জুনাঈদ হাসান সাকিব।

মৌসুমীর মোড় গাউসিয়া কমিটির অভিষেক

গাউসিয়া কমিটি ১৭ নম্বর ওয়ার্ড আওতাধীন মৌসুমীর মোড় ইউনিট শাখার অভিষেক অনুষ্ঠান গত ২ ফেব্রুয়ারি মৌসুমী মোড় মাঠে মুহাম্মদ আকবরের সভাপতিত্বে মুহাম্মদ মাসুদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় মহাসচিব আলহাজ্ব শাহজাদ্ ইবনে দিদার, প্রধান ওয়াইজ ছিলেন মাওলানা জয়নুল আবেদীন, বিশেষ ওয়ায়েজ মাওলানা নুরুল্লা রায়হান, প্রধান বক্তা ছিলেন আমিনুল হক চৌধুরী, বিশেষ বক্তা ছিলেন নির্বাচিত কাউন্সিলর আলহাজ্ব মুহাম্মদ শহিদুল আলম, উদ্বোধক মুহাম্মদ জানে আলম জানু। এতে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ রাসেল মোহাম্মদ আবদুল কাদের রুবেল, মোহাম্মদ হাবিব মনছুর, মোহাম্মদ হারুন ফুল, সরোয়ার আলম, শাহাজাহান বাদশা, ওসমান গনি, আবুল কালাম আবু, নাজমুল হক বাচ্চু, মোহাম্মদ ইউনুচ, জানে আলম। শপথ পাঠ করান কেন্দ্রীয় মহাসচিব আলহাজ্ব শাহজাদ্ ইবনে দিদার,

(ফুলকলি) শাহ আমানত শাখার অভিষেক

গাউসিয়া কমিটি ১৭ নং ওয়ার্ড আওতাধীন (ফুলকলি)শাহ আমানত ইউনিট শাখার শাখঅর অভিষেক গত ১২ ফেব্রুয়ারি আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরীর সভাপতিত্বে ফুলকলি শাহ আমানত আবাসিক জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। মোহাম্মদ আসহাব এর সঞ্চালনায় অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আমিনুল হক চৌধুরী, বিশেষ অতিথি ছিলেন মুহাম্মদ জানে আলম জানু। এতে বক্তব্য রাখেন ওসমান গনি, মোহাম্মদ ইউনুচ, আরো উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ মোকাম্মেল, ইকবাল হায়দার চৌধুরী, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ইকবাল ও প্রমুখ। শফথ বাক্য পাঠ করান ওয়ার্ড ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ জানে আলম জানু।

গাউসিয়া কমিটি আরামবাগ শাখার অভিষেক

গাউসিয়া কমিটি ১৭ নং ওয়ার্ড আওতাধীন আরামবাগ ইউনিট শাখার অভিষেক গত ২১ ফেব্রুয়ারি আজিজ মুহাম্মদ কিবরিয়ার সভাপতিত্বে মুহাম্মদ আসিফ এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আমিনুল হক চৌধুরী,বিশেষ বক্তা জানে আলম জানু, উদ্বোধক মুহাম্মদ মোরশেদুল আলম। এতে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ আবদুল কাদের রুবেল, মোহাম্মদ রাসেল মোহাম্মদ নাছির, মোহাম্মদ কায়ছার হামিদ, মোজাহেরুল ইসলাম, মোহাম্মদ হোসেন, মোহাম্মদ শাহাজাহান, আবুল কালাম আবু, মোহাম্মদ ইউনুচ, জানে আলম। শপথ বাক্য পাঠ করান ওয়ার্ড সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ ওসমান গনি।

ইসলামের খেদমতে সিদ্দিকে আকবরের অবদান কিয়ামত পর্যন্ত শোধ করা যাবেনা

অধ্যক্ষ মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

বায়েজিদ থানাধীন শীতলঝর্ণা আবাসিকস্থ মসজিদ-এ রহমানিয়া গাউসিয়ায় ইসলামের ১ম খলিফা, আমিরুল মুমিনীন, সৈয়্যদুনা হযরত আবু বক্কর সিদ্দিক(রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র স্মরণে ওরসে সিদ্দিকে আকবর(রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও শাহ সুফি মরহুম মুহাম্মদ ইসহাক (রাহঃ), আলহাজ্বা মরহুমা সৈয়্যদা সখিনা খাতুন এবং মরহুম মুরব্বীদের ইসালে সাওয়াব ও বার্ষিক ফাতেহা শরীফ উপলক্ষে পবিত্র খতমে কুরআন মাজীদ, খতমে সহিহ বুখারী শরীফ,খতমে মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম),খতমে গাউসিয়া আলিয়া শরীফ ও আজিমুশশান

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

মিলাদ মাহফিল আল্লামা মুফতি সৈয়দ অছিয়র রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন-সৈয়দুনা সিদ্দিকে আকবর ছিলেন অদ্বিতীয় আশেকে রাসুল, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান ও রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নেহায়ত প্রিয়ভাজন। ইসলাম প্রচার-প্রসারে তিনি বিশাল অবদান রেখেছেন। তাঁর যাবতীয় ধন-সম্পদ প্রিয়নবীর কদমে ও ইসলামের জন্য কুরবানী করেছেন। তাঁর বিশাল অবদান কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ শোধ করতে পারবেনা। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র সহসভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন। তিনি সকল ওলামায়ে কেরাম এবং উপস্থিত সকল আশেকানে রাসুলের প্রতি শুকরিয়া ও মোবারকবাদ জ্ঞাপন করেন সৈয়্যদুনা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহুর চর্চা ও তাঁর আদর্শ অনুসরণের জন্য মুসলিম উম্মাহর প্রতি আহবান জানান।

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আলকাদেরীর সঞ্চালনায় প্রধান ওয়ায়িজ হিসেবে তকরির পেশ করেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার মুহাদ্দিস, আল্লামা হাফেজ আশরাফুজ্জামান আলকাদেরী। বক্তব্য পেশ করেন আল্লামা ফরিদুল আলম রিজভী, আল্লামা ইউনুস রেজভী, মাওলানা সৈয়দ আব্দুল মান্নান ও ঢাকা হতে আগত আল্লামা আব্দুল কাদেরসহ দেশ বরণ্য উলামায়ে কেরাম। উপস্থিত ছিলেন মাওলানা গোলাম মোস্তাফা নুরুন্নবী আলকাদেরী, হাফেজ মাওলানা সৈয়দ আজিজুর রহমান আলকাদেরী, মাওলানা জিয়াউল হক রিজভী, অধ্যাপক মাওলানা সৈয়দ জালালুদ্দিন আল আযহারী, মাওলানা সৈয়দ নুর মুহাম্মদ আলকাদেরী, মাওলানা মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মদ জামালুদ্দীন,গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগরের সাবেক সেক্রেটারী আলহাজ্ব মাহবুব আলম, চান্দগাঁও থানা শাখার সেক্রেটারী মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, বায়েজিদ থানা শাখার সেক্রেটারী আলহাজ্ব সৈয়্যদ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান (সর্দার),আলহাজ্ব সৈয়্যদ মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ আখতার হোসাইন, ফকিরচিল্লাহ জামে মসজিদের খতিব মাওলানা সৈয়দ মুনির উদ্দিন কাদেরী, মসজিদ-এ রহমানিয়া গাউসিয়ার খতিব মাওলানা বোরহান উদ্দিন, মাওলানা সৈয়দ হোসাইন মুহাম্মদ মাসউদুর রহমান,মাওলানা সৈয়দ আহমদ রেজা কাদেরী প্রমুখ।

সাতকানিয়ায় মাসিক গেয়ারভী শরীফ উদযাপন

সাতকানিয়া উপজেলার ধর্মপুরে গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া জিন্নাত আরা সুন্নিয়া মাদরাসায় প্রথম মাসিক পবিত্র গিয়ারভী শরীফ গত ২৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়।

মাওলানা মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন আলকাদেরী গেয়ারভী শরীফ পরিচালনা করেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা সুলতান মাহমুদ খান সুমন, প্রধান বক্তা ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গনি রেজভী, বিশেষ অতিথি ছিলেন মুহাম্মদ মঞ্জুর কামাল চৌধুরী, আলহাজ্ব মুহাম্মদ এমরান, মুহাম্মদ আবদুস ছবুর, মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন, ফোরকান আহমদ, মুহাম্মদ আবদুল আলম, মুহাম্মদ আজিজুল হক, হেলাল উদ্দীন। উল্লেখ্য পবিত্র বারভী শরীফ পরিচালনা করেন মাওলানা মুহাম্মদ রেজাউল করিম ও মাওলানা মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন। মোনাজাত করেন মাওলানা মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান।

দৈনিক আজাদী সম্পাদক আলহাজ এম.এ. মালেকের চট্টগ্রাম জামেয়া পরিদর্শন

দৈনিক আজাদী পত্রিকার সম্পাদক আলহাজ্ব এম. এ. মালেক গত ৬ মার্চ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জামেয়ার অধ্যক্ষ অফিসে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং জামেয়ার বর্তমান অবকাঠামো দেখে তিনি অভিভূত হন। জামেয়ার অধ্যক্ষ অফিসে আনজুমান ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিনের সভাপতিত্বে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন আনজুমান এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার, উপাধ্যক্ষ ড. আল্লামা মুহাম্মদ লিয়াকত আলী, যুগ্ম-মহাসচিব গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ও করোনা রোগী সেবা ও দাফন-কাফন বিষয়ক প্রধান সমন্বয়ক এডভোকেট মুহাম্মদ মোসাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চান্দগাঁও থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল্লাহ প্রমুখ।

আলোচনা সভায় অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আলক্বাদেরী বলেন, জামেয়ার প্রতিষ্ঠাকালীন কুতবুল আউলিয়া বানিয়ে জামেয়া হাফেয ক্বারী আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি (রহ.)র যে সব সম্মানিত মুরব্বী জামেয়ার খেদমতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন

তাদের মধ্যে আলহাজ্ব আবদুল মালেক সাহেবের মরহুম পিতা প্রথম মুসলিম ইঞ্জিনিয়ার বহুল প্রচারিত দৈনিক আজাদী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল খালেদ ইঞ্জিনিয়ার অন্যতম। চট্টলবাসীর জন্য তাঁর বিশাল অবদান উপস্থিত সকলে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। বৈশ্বিক মহামারী করোনাকালীন দাফন, কাফনসহ যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের অক্লান্ত পরিশ্রম ও খেদমতকে নেহায়েত সম্মানের সাথে স্মরণ করেন দৈনিক আজাদীর সম্পাদক আলহাজ্ব এম.এ. মালেক। তিনি গাউসিয়া কমিটির খেদমতের জন্য ১,০০,০০০/-(একলক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করেন। পরিশেষে জামেয়া মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে শায়িত মরহুম আলহাজ্ব আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ারের কবর যিয়ারত শেষে মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে দু,আ মুনাজাত করেন অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আলক্বাদেরী।

আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, আলহাজ্ব এস.শরফুদ্দিন মুহাম্মদ শওকত আলী খাঁন শাহীন, আলহাজ্ব মুহাম্মদ কমরুদ্দিন সবুর গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

শোক সংবাদ

জান মোহাম্মদ'র ইন্তেকালে আনজুমান ট্রাস্ট ও গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র শোক

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ (কমিশনার)'র ছোট ভাই, চট্টগ্রাম কোরবানীগঞ্জ বলুয়ার দিঘীর পূর্ব পাড় বাইলেইনস্থ মরহুম নূর আহমদ'র পুত্র, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সবাজসেবক আলহাজ্ব জান মোহাম্মদ ২০ ফেব্রুয়ারী ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে......রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বৎসর। তিনি স্ত্রী ১ ছেলে ও ২ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারী বাদ আছর কোরবানীগঞ্জ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে মরহুমের নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং জানাযা শেষে তাঁকে হযরত বদর শাহ (রহ.) মাজার প্রাঙ্গনে দাফন করা হয়।

তাঁর ইন্তেকালে আনজুমান ট্রাস্ট'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, এডিশনাল জেনারেল সেক্রেটারী মুহাম্মদ সামশুদ্দিন, জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারী মুহাম্মদ সিরাজুল হক, এসিস্টেন্ট জেনারেল সেক্রেটারী এস.এম. গিয়াস উদ্দিন শাকের, ফাইন্যান্স সেক্রেটারী মুহাম্মদ সিরাজুল হক, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারী প্রফেসর কাজী শামসুর রহমান, কেন্দ্রীয় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসার চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক, মহাসচিব মুহাম্মদ সাহাজাদ ইবনে দিদার, আনজুমান সদস্য মুহাম্মদ তৈয়্যবুর রহমান, আলহাজ্ব শেখ নাসির উদ্দিন আহমদ, আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ কন্ট্রাক্টর,

নাজিম উদ্দীন (রহ.) ইছালে সাওয়াব মাহফিল

আলহাজ্ব মুহাম্মদ নাজিম উদ্দীন (রহঃ) অসহায়, দুঃখী, নিপীড়িত মানুষের ভরসার আশ্রয়স্থল ছিলেন আনজুমান, জামেয়া, গাউসিয়া কমিটি, সিলসিলায়ে কাদেরিয়ার সকল কর্মকান্ডে সহায়তা, অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা প্রতিষ্ঠা সহ অসংখ্য মানুষ কে আর্থিকভাবে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস অবধি সহায়তা প্রদান করে গেছেন। ক্ষনজম্মা এই মানুষ গুলো মৃত্যুর পরেও অমর হয়ে বেঁচে থাকে তাদের কর্মের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়পটে। গত ১৩ ফেব্রুয়ারী, চন্দনাইশ পশ্চিম কেশুয়া পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ ময়দানে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চন্দনাইশ উপজেলা শাখার সাবেক উপদেষ্টা, আলহাজ্ব মুহাম্মদ নাজিম উদ্দীন (রহ.) এর অষ্টম ইসালে সাওয়াব মাহফিলে বক্তারা এ মন্তব্য করেন মাওলানা খাজা মোবারক আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলে উদ্বোধক ছিলেন অধ্যক্ষ আলহাজ্ব শাহ মাওলানা খলিলুর রহমান নেজামী। প্রধান অতিথি ছিলেন রাজনীতিবিদ স.উ.ম আবদুস সামাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন চন্দনাইশ উপজেলার ভাইস-চেয়ারম্যান মাওলানা সোলাইমান ফারুকী। প্রধান আলোচক ছিলেন মাওলানা মুফতি আলাউদ্দিন জিহাদী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গাউসিয়া কমিটি চন্দনাইশ উপজেলার সদস্য ও নাজিম এন্ড কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মঈন উদ্দিন রুপন। বিশেষ আলোচক ছিলেন মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ মোকাররম বারী, মাওলানা ফেরদৌসুল আলম আল কাদেরী।

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

ছাদেকুন নূর সিকদার

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট পরিচালনাধীন চন্দ্রঘোনা মাদরাসা-এ তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল গভর্নিং বডির সদস্য, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রাঙ্গুনিয়া পৌরসভা শাখার উপদেষ্টা, বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা রাঙ্গুনিয়া পৌরসভা শাখার আজীবন সদস্য, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ ছাদেকুন নূর সিকদারের ইন্তেকালে আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান, চন্দ্রঘোনা তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া নূরুল হক জরিনা মহিলা দাখিল মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আবু জাফর, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা রাঙ্গুনিয়া উপজেলা মডেল শাখার সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার, পৃথক শোক বার্তায় গভীর শোক প্রকাশ করে তার রূহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকাহত পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

হাজী সুলতান আহমদ

গাউসিয়া কমিটি বন্দর থানা সহ সভাপতি ও বন্দর থানার আওতাধীন ৯নম্বর ওয়ার্ডের ইউসুফ মালুম জামে মসজিদ শাখার সভাপতি আলহাজ্ব সুলতান আহমদ (৮০) গত ২৪ জানুয়ারি রবিবার বাদে মাগরিব আগ্রাবাদ মা ও শিশু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন)। তিনি হুজুর কেবলা সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মা.জি.আ.)'র একনিষ্ট মুরিদ ছিলেন এবং গাউসিয়া কমিটি নিউমুরিং বি ইউনিটের সভাপতি হিসেবে সুদীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ খেদমত করেন। গাউসিয়া কমিটির নেতৃবৃন্দ তাঁর ইনতিকালে গভীর শোক প্রকাশ করেন। এবং তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।

সিরাজুল ইসলাম

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানার সিনিয়র সদস্য আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলাম গত ১৫ ফেব্রুয়ারি সোমবার ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্নাইলাইহী রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৭৬ বছর। তাঁর মৃত্যুতে ১১নং দক্ষিণ কাট্টলী ওয়ার্ডের সভাপতি মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক কাজী মুহাম্মদ আবদুল হাফেজ গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

মোহাম্মদ আবুল হোসেন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চন্দনাইশ উপজেলার চাগাচর ১নং ওয়ার্ড শাখার প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ আবুল হোসেন ২৬ ফেব্রুয়ারী বাদে জুমা ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৭০ বছর। তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে, ৫ মেয়ে, নাতি-নাতনি সহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুনগ্রাহী রেখে যান। তাঁর ইন্তেকালে গাউসিয়া কমিটি দোহাজারী পৌরসভার সভাপতি মৌলানা খোরশেদ রেজভী, সেক্রেটারী তৌহিদুল মোস্তফা কাদেরী, গাউসিয়া কমিটি দোহাজারী শাখার নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা ও তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com